শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রকাশক।

১ নং বেচারাম চাটুয্যের লেন, কলিকাতা।

মূল্য ১৲ টাকা।

নিবেদন।

প্রায় আট বৎসর গত হইল, নিমতলানিবাসী শ্রীযুক্ত মুন্সী সৈয়াদ মোবারক আলি মহাশয়, ফতাশলা আমাদের নামে একখানি উর্দ্দু উপন্যাস, অবকাশমতে আমার নিকট পাঠ করিতেন এবং উহার গল্পাংশ আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। দুই তিন দিবস সেই আখ্যায়িকা শ্রবণে এই গল্পটী বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতে আমার অভিলাষ জন্মে; মুন্সী সাহেব আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে ছয়মাস পরিশ্রম করিয়া ক্রমাগত আদ্যোপান্ত গল্পটী আমার নিকট ব্যক্ত করেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে পুস্তকখানি রচিত হয়, কিন্তু সাংসারিক ঘটনাচক্রে নানাবিধ বিঘ্নবিপত্তিতে উহা অপ্রকাশিত অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে। মুন্সীসাহেব একজন প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহাকে দীর্ঘকাল পরিশ্রম করাইলাম, অথচ পুস্তকখানি প্রকাশ হইল না, এজন্য তাঁহার নিকট কথঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ছিলাম। সম্প্রতি তিনি একদিন কথায় কথায় পাণ্ডুলিপির কথা উত্থাপন করায় পুস্তকখানি প্রকাশ হইল।

পুস্তক প্রকাশে আর এক বিড়ম্বনা ঘটে। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ছিল বটে, কিন্তু তাহার সংশোধন বা পুনরাবৃত্তি হয় নাই, এজন্য যন্ত্রস্থ করিয়া মহাগোলযোগে পতিত হই; সাহিত্যামোদী আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল ঢোল এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার ও আমার পরমবন্ধু পরোপকারী ও প্রকৃত সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে এই গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ধীরপ্রকৃতি নিবারণ বাবু সানন্দচিত্তে নিঃস্বার্থভাবে তাহাতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি সকল ভার তাঁহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হই। অনুরোধ সূত্রে তিনি এই ভার গ্রহণ করিয়া পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে সযত্ন হন। তাহাতেও কয়েক স্থলে ত্রুটী হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সে দোষ আমার ও মুদ্রাকরের।

এক্ষণে সাধারণের নিকট এই মাত্র নিবেদন যে, যদি তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে কথঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করেন, তাহা হইলে আমি যে উল্লিখিত দুইজন ভদ্রলোককে বিলক্ষণ পরিশ্রম করাইয়াছি, তদ্বিষয়ে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

বিনীত—

শ্রীরাধানাথ মিত্র।

উৎসর্গ পত্র।
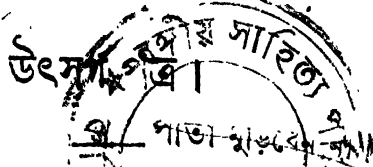
বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত মুন্সী মহম্মদ একরাম আলি চৌধুরী

মহাশয় সমীপেষু।

প্রিয় মুন্সী সাহেব,

বহুদিনের মনসাধ এতদিনে পূর্ণ হইল। আমার "অপূর্ব্ব-কাহিনী" আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম। আপনি আমাকে প্রীতিচক্ষে দেখিয়া থাকেন, আশা—অপূর্ব্ব-কাহিনীও আপনার স্নেহ-চক্ষে সদাই প্রীতি লাভ করিবে।

১০ই চৈত্র ১৩০৪।
১ নং বেচারাম চাটুর্য্যের লেন,
কলিকাতা।

অভিন্ন হৃদয়
শ্রীরাধানাথ মিত্র।

অপূর্ব্ব কাহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুরাকালে চীন সাম্রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সমৃদ্ধিশালী খোতন নগরে বাদশাহ ফিরোজবক্ত অবস্থিতি করিতেন। ভূপতির শাসন গুণে প্রজাপুঞ্জের সুখ দুঃখ নির্ভর করে, যে রাজা স্বীয় প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্যশাসন করেন, কখনই তিনি আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না; কিন্তু ফিরোজবক্ত সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তিনি সদ্‌গুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে প্রজাবর্গের দুঃখের লেশমাত্রও ছিল না; অধিকন্তু তাঁহার সুশাসন ও প্রজাবাৎসল্যে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল,— কাহারও কোন অভাব ছিল না। তৎসময়ে খোতন নগর সুখ ও ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীতে আনন্দ-কানন সদৃশ হইয়াছিল।

ধনধান্যপূর্ণ মহানগরে বাদবিসম্বাদের সম্ভাবনা অতি অল্প; খোতননিবাসী প্রজাগণকেও গ্রাসাচ্ছাদন বা অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য বিতাড়িত হইতে না হওয়ায় তাহারা সদাসর্ব্বদা মনের সুখে, পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিল; অধিকন্তু বাদশাহ তাহাদিগকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহ যত্ন

করিতেন। অধীশ্বরের সুশাসনে নগরের এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, দস্যু বা চৌর্য্যবৃত্তি বা অপর কোন উৎপীড়নাদি এককালে রাজ্য হইতে লোপ পাইয়াছিল; সকলেই স্ব স্ব ভরণপোষণে সক্ষম হওয়ায় রাজ্যে উপদ্রবের নাম মাত্রও ছিল না। লোকে চোর ডাকাতের ভয়ে গহনাপত্র চোরকুটারি আদি নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখে, কিন্তু ফিরোজবক্তের রাজত্ব কালে খোতনের লোকে আতঙ্ক কাহাকে বলে তাহা আদৌ জানিত না, এবং সকলেই নির্ভয়ে ও নির্ব্বিবাদে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

ফিরোজ বক্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া, শান্ত সুশীল প্রজাপুঞ্জে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, সতত সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। রাজা প্রজা সকলেরই ধর্ম্মের প্রতি একমাত্র লক্ষ্য থাকায়, যে যে কারণে রাজ্যে অশান্তির বিকাশ হইবার সম্ভাবনা, তাহার কিছুমাত্রও ছিল না। একে অন্যের বৈরিতায় উদ্যোগী হইলে পরস্পর বিদ্বেষভাব লক্ষিত হয়, ফিরোজ বক্তের অধিকারস্থ সমুদয় ভূখণ্ডে সেই শত্রুভাবের লেশমাত্রও ছিল না। খোতননিবাসী সকলেই পরস্পর ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ থাকায় একে অন্যের মঙ্গল কামনা ব্যতীত কখন অনিষ্ট কল্পনা করিত না;—অধিকন্তু সকলেই বাদশাহকে পিতার মত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান করায় রাজ্য নির্ব্বিবাদে চলিতে ছিল।

ফিরোজবক্ত পার্থিব যাবতীয় সুখ সম্ভোগের অধিকারী হইয়াও কিন্তু মনের সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন নাই। ফলতঃ এই বিপুল বিশ্ব মধ্যে সকলের অদৃষ্টে সম্পূর্ণ সুখসম্ভোগ ঘটিয়া উঠা বড়ই কঠিন। খোতানাধিপতি সকল সুখে সুখী হইয়াও সাংসারিক সুখে সুখী হইতে পারেন

নাই,—ঈশ্বরের প্রেমময় রাজ্যে সর্ব্বাঙ্গিন সুন্দর বস্তুর সুচারু সমাবেশ প্রায়ই ঘটে না, ফিরোজবক্তের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল। দিনে দিনে বয়োবৃদ্ধি সহ খোতন নৃমণি অপুত্র জনিত মর্ম্মযাতনায় অবসন্ন হইতে ছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে যাবতীয় বিষয়বিভব পরহস্তগত হইবে, আপনার বলিয়া যত্ন করিবার তাঁহার আর কেহ নাই—এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি উত্তরোত্তর সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করেন তাঁহার একান্ত বাসনা এবং মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য ফিরোজবক্ত স্বধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপাদির কিছুই ত্রুটি করেন নাই।

সরলপ্রকৃতি, ধর্ম্মবিশ্বাসী, লোকহিতপররত নৃমণির মনস্কামনা পূর্ণ না করিয়া ভক্তবৎসল ভগবান থাকিতে পারেন কি? ফিরোজবক্ত পুত্ররত্নলাভে বঞ্চিত হইয়া এতাবৎ কাল মন-দুঃখানলে দগ্ধবিদগ্ধ হইতে ছিলেন, আহার বিহারে তাঁহার কিছুমাত্র তৃপ্তি ছিল না; কিন্তু তিনি ষষ্ঠিতম বর্ষে উপনীত হইয়া পুত্রমুখ দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিলেন। বার্দ্ধক্যে পুত্ররত্ন লাভ করিয়া খোতন নৃপতি বিমল আনন্দে আনন্দিত হইলেন, তাঁহার সকল সাধ এক্ষণে পূর্ণ হইল, তাঁহার আর কোন অভাবই রহিল না।

ফিরোজবক্তের শাসন সময় হইতেই খোতন নগরে দারিদ্রের প্রকোপ আদৌ ছিল না, স্থানে স্থানে রাজসরকার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়, অতিথিশালা, পান্থনিবাস, ধর্ম্মমন্দির, চিকিৎসালয় প্রভৃতির সুচারু বন্দোবস্ত সত্বেও বৃদ্ধ বাদশাহ ফিরোজবক্ত পুত্রের মঙ্গলকামনায় এক বৎসরের জন্য প্রজাবর্গের নিকট হইতে

রাজস্ব গ্রহণ রহিত করিয়াছিলেন; কারাগারস্থ যাবতীয় কয়েদী তাঁহার অনুগ্রহে কারামুক্ত হইয়াছিল; অধিকন্তু অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থাপন্ন প্রজাগণের জন্য ধনাগার এককালে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রাজ্যের চতুর্দ্দিকে আনন্দউৎস ছুটিয়া ছিল।

কুমারের জন্মোপলক্ষে রাজ্যের পাঠমন্দির, ধর্ম্মশালা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত থাকিলেও, বহুল স্থানে সেই সমুদয় নবপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। খোতনপতি বহুকালাবধি পুত্ররত্নে বঞ্চিত ছিলেন, নবপুত্রলাভে 'জান আলম' অর্থাৎ পৃথিবীর আত্মা নামে তাহাকে অভিহিত করিলেন। বাস্তবিকই জান আলমের অলৌকিক রূপরাশি দর্শনে খোতননিবাসী সকলেই প্রীত হইয়াছিল; অধিক কি কেহ কেহ জান আলমের মুখারবিন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দর্পণে নিজ মুখের প্রতিবিম্ব দর্শনাপেক্ষা সমধিক প্রীতি লাভ করিত। দিনে দিনে জান আলম শশীকলা সম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, বৃদ্ধ ফিরোজ বক্ত জান আলমের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অপুত্র রাজার পুত্রলাভ—এ সুখের সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়াছিল; দীন দুঃখী রাজকোষ হইতে আশাতিরিক্ত অর্থলাভ করিয়া সকলেই জগদীশ্বরের নিকট কুমারের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল, জয় জয় ধ্বনিতে রাজপুরী প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। বাদশাহের পার্থিব কোন বিষয়েরই আদৌ অভাব ছিল না, তাহাতে জগদীশ্বর তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া বহু দিবসের পর মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, এ অবস্থায় লোকের মনে যে ভাবের বিকাশ হইয়া থাকে, ফিরোজবক্তের মনে সে ভাবের

ভাবান্তর হয় নাই। তিনি আনন্দসাগরে এককালে নিমগ্ন হইয়া দয়া ধর্ম্ম সকল বিষয়েই মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। একে ফিরোজবক্ত দানশীল ও নম্র প্রকৃতির বাদশাহ, তাহাতে তাঁহার পুত্র হইয়াছে, এ সংবাদে চতুর্দ্দিক হইতে দীন দুঃখী মধ্যবিত্ত সকল প্রকার লোকের সমাগম হইতেছিল, সকলেরই আকাঙ্ক্ষা রাজভাণ্ডার হইতে আপনাপন অভাব মোচন করা; ফলতঃ বাদশাহের তদ্বিষয়ে দ্বিরুক্তি ছিল না। অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের মনস্তুষ্টিই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিতে তিনি কোনরূপ শৈথিল্য করেন নাই।

বাদশাহ পুত্রের জন্মলগ্ন রাশি শুভাশুভ ফল, গ্রহাদির ভোগ নির্ণয়ার্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দেশবিদেশ হইতে অসংখ্য জ্যোতিষী ও গণককার আসিয়া রাজবাটীতে উপনীত হইতে লাগিল, ফিরোজবক্ত সকলকে যথাযোগ্য সমাদর করিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইলে, সমাগত সকলেই যাহার যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, একে একে সমস্তই উল্লেখ করিল। সকলেই এক বাক্যে রাজকুমারের সুযশ ঘোষণা, তাঁহার রাজত্ব কালে রাজ্যে সমধিক শ্রীবর্দ্ধন, অধিকন্তু বর্ত্তমান খোতনপতি যে ভাবে রাজ্যশাসন করিতেছেন, রাজকুমারের রাজত্ব কালে প্রজাবর্গের অপেক্ষাকৃত সুখ সম্পদের বৃদ্ধি হইবে ব্যক্ত করিল। প্রকৃত পক্ষে জান আলম পিতৃগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুখ সচ্ছন্দে প্রজা পালন করিবেন—এ কথা সকলের মুখেই ব্যক্ত হইল। কিন্তু জগতে সর্ব্বাঙ্গিন সুন্দর বস্তু অতীব বিরল! সাহাজাদা বিষয় কর্ম্মে, জ্ঞান ধর্ম্মে পিতৃপদানুযায়ী হইবেন বলিয়া ভবিষ্যৎবক্তাদিগের নিকট অনুমিত হইলেও

সকলেই ফিরোজবক্তের পুত্র সময়ে প্রণয়ানুরাগী হইয়া বিষয় কর্ম্মে, ভোগ বিলাসে উপেক্ষা করিয়া বৈরাগ্যভাবে দিনাতিপাত করিবেন, নির্দ্দেশ করিলেন। সর্ব্বগুণান্বিত জান আলম প্রণয়াবেগে সংসার বিরাগী হইয়া আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগপূর্ব্বক পথে ঘাটে দিনাতিপাত করিবেন, পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা করিয়া দীন হীনের ন্যায় নিরাশ্রয়ভাবে দেশবিদেশে কালযাপন করিবেন—গণককারদিগের এইরূপ উক্তি শ্রবণে রাজপুরীস্থ সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু ফিরোজবক্ত বিচলিত প্রকৃতির লোক ছিলেন না, ভগবানের প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। সংসার আশ্রমে থাকিয়া জীবন-স্রোত যে ভাবে অতিবাহিত হয়, তাহার ব্যতিক্রম করিবার শরীরীর সাধ্য নাই, ফিরোজবক্ত তাহা বিশেষ জানিতেন। ভবিষ্যৎ ঘটনা কল্পনা করিয়া বর্ত্তমান সুখে বঞ্চিত হওয়া অপৌরষেয় জ্ঞানে তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন এবং যে সকল সদ্‌গুণে ভূষিত হইলে লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়, আপন পুত্রকে সেই সকল গুণে গুণান্বিত করিতে বাদশাহ কিছুমাত্র যত্নের ত্রুটি করেন নাই। বাস্তবিকই বাল্যাবস্থাতেই পিতৃশিক্ষা গুণে জান আলমের যশ-গৌরবও চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল; বাদশাহও উপস্থিতে পুত্রের সুকৃতির পরিচয় পাইয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। তাঁহারই অনুরাগে সাহাজাদার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সেই বিবাহ উৎসবের উদ্যোগ হইল। সুরূপা সুলক্ষণসম্পন্না সুপাত্রীর অনুসন্ধানে দেশবিদেশে লোক প্রেরিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাহাজাদা জান আলমের বিবাহের জন্য নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। ফিরোজবক্তের আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি সোৎসাহে পুত্রের বিবাহোৎসবের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের গণনানুসারে পুত্র প্রেমান্ধ হইয়া সংসারধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া হৃদয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য দীনহীন বেশে দেশবিদেশে পরিভ্রমণ করিবে, এই আশঙ্কায় যৌবনের প্রারম্ভেই সর্ব্বগুণান্বিতা রূপবতী বালিকার সহিত জান আলমের বিবাহ দিয়া পুত্রকে প্রকৃতস্থ করিতে পারেন, বাদশাহের ইহাই একান্ত বাসনা। বিলাস বিভোগে যোগীর যোগ ভঙ্গ হইতে পারে, সতী নারীর চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিতে পারে, সুবিজ্ঞ ব্যক্তির মতিভ্রম ঘটিতে পারে, খোতনেশ্বর এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়াই অল্প বয়সে পুত্রের বিবাহের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

বাদশাহ-পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে অনেকেই অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু বিধাতার ভবিতব্য ব্যতীত সম্বন্ধের স্থির নির্ণয় হয় না। বহুল অনুসন্ধানের পর মাতেলাৎ নাম্নী পরম রূপবতী সাহাজাদির সহিত জান আলম পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ফিরোজবক্ত পুত্রবধূকে গৃহে আনিয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সাহাজাদার দিন দিন প্রণয়িনীর প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, জান আলাম ও মাতেলাৎ এক মন এক প্রাণ হইয়া প্রণয়-সমুদ্রে সন্তরণ করিতে লাগিলেন; রাজপুরী আনন্দে পূর্ণ হইল।

গণককারদিগের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া ফিরোজবক্ত পুত্রের জন্য যে সময়ে সময়ে বিচলিত হইতেন, এক্ষণে তাঁহার সেভাব

আর রহিল না। বিলাস ভবনে ভার্য্যাসহ সাহাজাদাকে সদাসর্ব্বদা বিহার করিতে দেখিয়া, তিনি গণককারদিগের ভবিষ্যৎবাণী এককালে অসার বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জান আলমের কার্য্যকলাপে এরূপ কোন ভাবই প্রকাশ পায় নাই, যাহাতে তিনি কালে সংসার আশ্রমে বিরাগী হইয়া উদাসীনবেশে কালাতিপাত করিবেন। জান আলমের বাদশাহ-প্রসাদে কোন বিষয়েরই অপ্রতুল নাই, তাহাতে তিনি সম্রাটের জীবন সর্ব্বস্বধন। পুত্র যাহাতে বধূসহ মনসুখে সুখী হইতে পারে, কোনরূপে যাহাতে তাহার মন বিচলিত না হয়, খোতনাধিপতির কেবল তাহাই লক্ষ। অপুত্রক বাদশাহ বৃদ্ধ বয়সে পুত্ররত্ন ভূষিত হইয়া নব-জীবন লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই জীবনসর্ব্বস্ব ধনকে সুখী করিতে পারিয়াছেন জানিয়া পরমানন্দে তিনি দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু অদৃষ্টের লিখন খণ্ডন হইবার নহে, যে দিন যাহা কিছু ঘটিতেছে—সমুদয়ই ভাগ্যানুবর্ত্তী, ভাগ্যের নির্দ্দিষ্ট পথ ব্যতীত অন্যদিকে বিচরণ করিবার মনুষ্যের শক্তি নাই। জান আলমের চিত্তবিনোদনে খোতনাধিপতি সতত উদ্যোগী রহিয়াছেন; জান আলমের যাহাতে প্রীতি হয়, তৎসাধনে বাদশাহের প্রাসাদে সকলেই ব্যস্ত, তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করেন, অবিলম্বে তাহা সম্পন্ন হয়। পৃথিবীতে যে সকল বিষয়ের অধিকারী হইলে লোকে আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া জ্ঞান করে, সাহাজাদার সে সকলের কোনটীরই অভাব ছিল না; কিন্তু এরূপ সাহাচার্য্যে পরিবেষ্টিত হইয়াও বাদশাহ-পুত্র কাল্পনিক অভাবে চিত্তপ্রসাদ লাভে বঞ্চিত হইলেন।

এক দিবস জান আলম নগর পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া ইতস্তত: ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে এক হাটে উপনীত হইলেন। তথায় কত শত লোক জনের একত্র সমাগম হইয়াছে, কেহ পণ্যসামগ্রী ক্রয় করিতেছে, কেহ বিক্রয় করিতেছে; কেহ বা কাহারও সহিত জিনিষের মূল্য লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছে—বাজারে এইরূপ বহু লোকের জনতা ও দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয় হইতেছে দেখিয়া, সাহাজাদা কৌতূহলবিশিষ্ট হইয়া তাহার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, চতুষ্পার্শ্বস্থ আপণশ্রেণী তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে লাগিল।

এইরূপ ভাবে সাহাজাদা বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক ব্যক্তির হস্তস্থিত একটী পিঞ্জরের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। পিঞ্জরাভ্যন্তরস্থ তোতাজাতীয় পক্ষী বাদশাহপুত্রের তৎপ্রতি লক্ষ দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাহার প্রতিপালককে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল,—"আজ আপনি ও আমি ধন্য, যেহেতু আমি সামান্য পক্ষী হইয়াও সাহাজাদার দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছি। আপনি এতাবৎকাল আমাকে লালন পালন ও রক্ষা করিয়াছেন, কোনরূপে আপনার প্রত্যুপকার করি, আমার এমন সাধ্য হয় নাই, এক্ষণে সৌভাগ্য বশতঃ বাদশাহপুত্র জান আলাম আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন, আপনি আমাকে সাহাজাদার নিকট বিক্রয় করিয়া মনোমত অর্থ সংগ্রহ করুন, আমিও প্রতিপালক ও রক্ষককে আশাতীত অর্থলাভে তুষ্ট দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বিদায় হই।" পক্ষীবিক্রেতা তোতার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া অনিমেষ নয়নে সাহাজাদার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পিঞ্জরস্থ পক্ষী দর্শনেই জান আলম গ্রহণার্থ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে উক্ত তোতার এবম্বিধ কথাবার্ত্তা শ্রবণে তিনি তাহা হস্তগত করিবার জন্য এককালে ব্যাকুল হইলেন। তৎপরে পক্ষীবিক্রেতার সমীপবর্ত্তী হইয়া যথাযথ সম্ভাষণানন্তর তাহাকে পক্ষীর মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পক্ষীবিক্রেতা সাহাজাদাকে সামান্য একটী পক্ষীর জন্য ব্যাকুল দেখিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "বাদশা সাহেব! আপনি সমগ্র খোতনরাজ্যের ভাবী অধিপতি, সামান্য একটী পক্ষীর জন্য আমার নিকট প্রার্থী হইয়াছেন, ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি; মূল্যাদি সম্বন্ধে আমার কোন কথাই নাই, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই দিবেন, আপনি পিঞ্জর সমেত তোতা এই দণ্ডে গ্রহণ করুন। আমার দ্বিরুক্তি নাই, আপনি যে আমার নিকট সামান্য একটী তোতার জন্য প্রার্থী হইয়াছেন, ইহাতেই আমি ধন্য হইয়াছি।" সাহাজাদা পক্ষীবিক্রেতার বিনয় সম্ভাষণে প্রসন্নচিত্তে এককালে লক্ষ মুদ্রার তোড়া বিনিময়ে পিঞ্জর সমেত তোতা লইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সামান্য ইতরপ্রাণী পক্ষী মনুষ্যের মত হিতাহিত বিবেচনাপূর্ব্বক কথাবার্ত্তা কহিতে পারে, অধিকন্তু তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে, সাহাজাদা তোতা সম্বন্ধে এইরূপ মনে মনে যতই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

জান আলাম পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়া এক অপূর্ব্ব তোতা লইয়া গৃহে আসিয়াছেন, এ সম্বাদ একে একে বাদশাহ পরিবার-ভুক্ত সকলেই জানিতে পারিলেন। তোতা সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কয়, জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয়, ভাল মন্দের

বিচার করে, অবয়বে পক্ষী জাতীয় হইয়াও যে শক্তিতে মনুষ্য জগতের যাবতীয় জীবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, অজ্ঞান তোতা তাহার কোন অংশেরই ন্যূন নহে! সকলে তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দর্শনে বিমোহিত হইল। সাহাজাদা পক্ষীর অপরূপ ক্ষমতায় বিমুগ্ধ হইয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রিয়তম প্রাণেশ্বরী মাতেলাতের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। দম্পতী যুগল একমন এক প্রাণ,—একের বিরহে অন্যে কাতর, একের সুখে অন্যের সুখ। জান আলম সাহাজাদির প্রণয়ে এরূপ অনুরক্ত হইয়াছেন যে, দুইটী প্রাণ যেন এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছে। প্রাণে প্রাণে ভেদাভেদ নাই জানিয়াই সাহাজাদা আদরের বস্তু পক্ষীটীকে প্রণয়িনীর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন; তোতাকে নয়নের অন্তরালে রাখিতে তাঁহার ভরসা হয় না। বিষয় কর্ম্ম নিবন্ধন যখন তাঁহাকে দরবারে বা স্থানান্তরে যাইতে হয়, সেই সময়ে তোতা সাহাজাদির সন্নিকটেই থাকে। দিনে দিনে মাতেলাৎ তোতার সঙ্গিনী হইয়াছেন, অহোরাত্র তাঁহার সহিত তোতার কত কথাবার্ত্তা ও গল্প সল্প হয়। পক্ষীর মনুষ্যোচিত বাক্‌শক্তি দর্শনে সস্ত্রীক সাহাজাদা তাহার সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তোতা উভয়েরই প্রাণাপেক্ষাপ্রিয় হইয়া উঠিল।

মাতেলাৎ আপনাকে অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্না বলিয়া জানিতেন। এক দিবস তিনি স্বীয় কক্ষে বিবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া তাম্বুলরাগে অধরদেশ রঞ্জিত করিয়া দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব দর্শনে আপনার অঙ্গ সৌষ্ঠবের গৌরব করিতেছেন এবং সমাগত সঙ্গিনীগণের প্রত্যেকের নিকটেই নিজরূপ

গরিমার পরিচয় লইতেছেন। সহচরীগণ একে একে সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার রূপ মাধুরীর প্রশংসা করিতেছে। মাতে-লাং তৎশ্রবণে আপনাকে জগতের অদ্বিতীয়া সুন্দরী জানিয়া সগর্ব্বে ও সোৎসাহে তোতার নিকট আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে, তোতা মিষ্টালাপে মাতেলাংকে পরিতুষ্ট করিল বটে, কিন্তু সাহাজাদী যে প্রশ্নের উত্তরাভিলাষিণী, তাহার যথাযথ কোন প্রত্যুত্তর দিল না। মাতেলাং মনোমত প্রত্যুত্তর না পাইয়া তোতার উপর এককালে বিরক্ত হইলেন। তোতা মিষ্টালাপে প্রভুপত্নীকে সন্তুষ্টা করিতে চেষ্টিত হইলেও মাতেলাং উত্তরোত্তর কথাবার্ত্তায় তোতার প্রতি এককালে এরূপ কুপিতা হইয়া উঠিলেন যে, তদ্দণ্ডেই তাহার হয়ত প্রাণসংহার করিতেন! পক্ষী পালয়িত্রীকে তুষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টিত হইয়াও বিফল-মনোরথ বুঝিয়া এবং জীবন-লীলা সম্বরণ সন্নিকট জানিয়া সদর্পে মাতেলাংকে উত্তর করিল, "পৃথিবীতে অদ্বিতীয়া রূপবতী রমণী নাই, আপনার অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক আছেন।"

সাহাজাদী পক্ষীর নিকট এইরূপ অবমানিত হইয়া এককালে ক্রোধান্ধা হইয়া পড়িলেন। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া তদ্দণ্ডে তোতার প্রাণসংহার উদ্দেশে পিঞ্জরের সন্নিকটবর্ত্তিনী হইতে-ছেন, এমন সময়ে জান আলম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতেলাতের সচঞ্চলা ভাব লক্ষ্য করিয়াই তিনি সাদরসম্ভাষণে প্রিয়াকে এরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, সাহাজাদী কোন কথাবার্ত্তা ব্যতিরেকে ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক নিস্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রণয়িনীর কোন উত্তর না পাইয়া

তাঁহারও আগ্রহ বাড়িল; এবং বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তোতা সাহাজাদার সেই ভাব সন্দর্শন করিয়া বলিল, সাহাজাদী বিচিত্র বসন ভূষণে ভূষিতা হইয়া আমাকে আপন রূপের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিয়াছিলাম, পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। আপনার অপেক্ষা কত শত রূপসী রমণী রূপের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সাহাজাদী তাহাতে রুষ্ট হইয়া আমার বিনাশ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আপনার শুভাগমন বশতঃ আমি রক্ষা পাইয়াছি, নতুবা ইতিপূর্ব্বেই আমার প্রাণবায়ু পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাইত।"

জান আলম তোতার মুখে প্রণয়িনীর ক্রোধের কারণ অবগত হইয়া প্রণয়সম্ভাষণে প্রাণেশ্বরীকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন, "সামান্য পক্ষীর কথায় তোমার ক্রোধ প্রকাশ অকর্ত্তব্য। তোতা সামান্য জীব; তাহার ভাল মন্দ বিচারশক্তি কিরূপে সম্ভবে? রাজরাজেশ্বরীর রূপের মহিমা সে কিরূপে বুঝিবে?'

মাতেলাৎ। সাহাজাদা! আপনার অঙ্কশায়িনী হইয়া আমাকে কি সামান্য পক্ষীকৃত অপমান সহ্য করিতে হইবে? তদ্য অপেক্ষা আমার মরণই শ্রেয়ঃ।

জান আলম। প্রাণেশ্বরি! তুমি যাহাকে প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছ, জগতে রমণী-কুলের শ্রেষ্ঠ জানিয়াই সে তোমায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে। পতির পূর্ণ প্রেমলাভেই সতীর প্রীতি, সে সুখে কি তুমি বঞ্চিত হইয়াছ? আমি যে তোমার রূপে গুণে আত্মহারা। তোমার রূপ কাহার জন্য? তোতা নিকৃষ্ট প্রাণী; তাহার কথায় কি আইসে যায়। জগতে তোমার তুল্য সুন্দরী কে?

তোতা। সাহাজাদা! আপনি আমার প্রভু, সাহাজাদী আমার প্রভুপত্নী; যতদিন আমায় এই পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া দিনাতিপাত করিতে হইবে, ততদিন আপনাদিগের অনুগ্রহেই আমাকে প্রতিপালিত হইতে হইবে। যাঁহার নিকট প্রতিপালিত হইতে হয়, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার মনোরঞ্জন করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু ন্যায় অন্যায় ভাবিয়া কার্য্য করা উচিত। ঈশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টি মধ্যে বাস করিয়া কেমন করিয়া বলিব যে, সাহাজাদী ব্যতীত আর দ্বিতীয় সুন্দরী নাই! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, ন্যায়পথ অতিক্রম করিতে আমি অক্ষম। আমি বলিতেছি, সাহাজাদী অপেক্ষা পৃথিবীতে সুন্দরী রমণীর অভাব নাই।”

জান আলম। তুমি নিতান্ত বাতুলের মত কথা কহিতেছ! পৃথিবীতে মাতেলাৎ অপেক্ষা রূপবতী রমণী অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ভাল, তোমার কথামত যদি প্রমাণ দেখাইতে পার, তাহা হইলে তোমার কথায় আমার আস্থা হইতে পারে, নতুবা ইহার প্রতিফল পাইবে।

তোতা। সাহাজাদা! যাহা রহিয়াছে, তাহা দেখাইতে অক্ষম নহি। তবে বহুদূরে যাইতে হইবে। পথে নানা বিঘ্ন, বহু কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। যাহার অন্নে প্রতিপালিত হইতে হয়, সর্ব্বপ্রকারে তাহার মঙ্গল কামনাই কর্ত্তব্য। আপনি আমার কথা শুনুন,—রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া সৌন্দর্য্যের লালসায় লোলুপ হইলে নানা বিঘ্ন বিপত্তি হইবে।

জান আলম। আমি তোমার কোন কথাই শুনিতে চাহি না, তোমাকে আমায় মাতেলাৎ অপেক্ষা রূপবতী রমণী দেখাইতে হইবে।

তোতা। সাহাজাদা, আমি আপনার মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি যে, রাজাধন, ভোগ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া দেশ-বিদেশ পর্য্যটনে আপনাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে। কিন্তু সৌন্দর্য্য পিপাসাই যদি আপনার একান্ত বলবতী হইয়া থাকে, আপনার চিত্তবিনোদন করিতে সাধ্যমত ত্রুটী হইবে না।

জান আলম। ভাল, তাহাই হউক।

তোতা। সাহাজাদা, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। পুনঃ পুনঃ নিষেধবাক্যেও যখন আপনি নিরস্ত হইলেন না, অগত্যা তখন আমাকে বলিতে হইতেছে যে, খোতন সহরের উত্তরে আজায়েব-জারনিগার নামে এক সমৃদ্ধিশালী নগর আছে। তত্রস্থ সাহাজাদী, আঞ্জামান আরা অদ্বিতীয়া সুন্দরী; আপনি তাহার রূপলাবণ্য দর্শনে নিশ্চয় চিত্তপ্রসাদ লাভ করিবেন। সাহাজাদী মাতেলাৎ তাঁহার চরণে দাসীরও যোগ্যা নহেন। কিন্তু উক্ত নগর এখান হইতে এক বৎসরের পথ।

জান আলম তোতার নিকট আঞ্জামান আরার পরিচয় শ্রবণে তাঁহার রূপরাশি দর্শন জন্য একবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং তদ্দণ্ডেই আজায়েব জারনিগার যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। তোতা সাহাজাদাকে সাতিশয় ব্যগ্র দেখিয়া বিনয় নম্রবচনে পর দিবস প্রাতে যাত্রা করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিল। তোতার কথামত জান আলম পর দিবস প্রাতে নগব পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়া উজীরপুত্র উদ্দেশে দূত প্রেরণ করিলেন।

উজীরপুত্র সাহাজাদার বাল্যসখা; উভয়েই সমবয়স্ক, একত্র বিদ্যাশিক্ষা, একত্র আহার বিহার বশতঃ পরস্পর

এরূপ স্নেহসূত্রে আবদ্ধ যে একে অন্যের অদর্শনে জগৎ শূন্য-প্রায় দেখেন। যাহা কিছু করিতে হয়, উভয়ে একত্র পরামর্শ করিয়া থাকেন। সাহাজাদা এক্ষণে রূপবতী রমণীর অনুসন্ধানে বিদেশ যাত্রা করিবেন, তাহাতে খোতন হইতে আজায়েব-জারনিগার সুদূরবর্ত্তী; এ সময়ে বাল্যসখার পরামর্শ ব্যতীত তিনি কোন ক্রমেই অগ্রসর হইতে পারেন না। সাহাজাদা এতাবৎকাল সুখভোগে দিনাতিপাত করিয়াছেন, কষ্টের লেশ মাত্রও তাঁহার কোমল শরীরে অনুভূত হয় নাই। রূপের লালসায় আসক্ত হইয়া একমাত্র সামান্য জীব তোতার সাহায্যে সুদূর পথে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে প্রিয়বন্ধু উজীরজাদাকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করিলেন। জান আলম উজীর পুত্রের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিলে উজীরজাদা তদ্দণ্ডে তাঁহার অনুগামী হইতে স্বীকৃত হইলেন। পর দিবস প্রত্যূষে অশ্বশালায় দুইটী দ্রুতগামী তুরঙ্গ সুসজ্জিত করিয়া অশ্বপালককে প্রস্তুত থাকিবার আদেশ দিয়া বাদশাহপুত্র বন্ধুবরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবং নিদ্রার শান্তিময়ী ক্রোড়ে ক্ষণকালের জন্য চিন্তার কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে প্রয়াসী হইলেন। অশ্বপালক যথাসময়ে সাহাজাদা ও উজীরপুত্রের জন্য দুইটী সুসজ্জিত তুরঙ্গ সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখনও পূর্ব্বদিকের অন্ধকার এক কালে বিলুপ্ত হয় নাই, অরুণদেবের আভামাত্র বিকাশ পাই-তেছে। সাহাজাদা সমস্ত রাত্রি আঞ্জামান আরার রূপরাশির কল্পনায় বিরামদায়িনী নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। আকাশের পূর্ব্বভাগে অরুণদেবের কিঞ্চিন্মাত্র

আরক্ত আভা দর্শনেই তিনি এককালে উজীরপুত্রের অনু-সন্ধানে যাইয়া তৎসমভিব্যাহারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হই-লেন;—হস্তে পিঞ্জরাবদ্ধ তোতা। তোতা সাহাজাদার পথ প্রদর্শক; পক্ষী যে পথে যাইতে বলিবে, উজীরপুত্রসহ জান আলম সেই পথের অনুগামী হইবেন। অনন্তর উভয়ে তুরঙ্গ-দ্বয়ে আরূঢ় হইলে নিমেষ মধ্যে তাঁহারা খোতন নগরীর সীমান্ত প্রাচীর সমীপে উপনীত হইলেন। রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে পদার্পণ করিবার সময়ে সহসা সাহাজাদার মন বিচলিত হইয়া উঠিল; দর দর ধারে নয়নযুগল হইতে বারিধারা বহির্গত হইতে লাগিল। এতাবৎকাল তিনি প্রণয়মোহে বিমুগ্ধ হইয়া সংসারের কথা ক্ষণকালের জন্যও ভাবিয়া দেখেন নাই;—স্নেহময় পিতা মাতা, প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণী, প্রিয়দর্শন আত্মীয় স্বজন, অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ খোতন রাজ্য, সমুদয় সুখ উপেক্ষা করিয়া এক মাত্র অদ্বিতীয় রূপবতী রমণী লাভের আশায় তিনি বিদেশগামী হইতেছেন। আজায়েব-জারনিগার খোতন হইতে বহু দিনের পথ, এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত ভালমন্দের সংঘটন হইতে পারে। বৃদ্ধ বাদশাহের তিনি একমাত্র জীবন সর্ব্বস্ব, তাঁহার অদর্শনে ফিরোজবক্ত অবশ্যই মর্ম্মাহত হইবেন; তিনি ব্যতীত তাঁহার গর্ভধারিণীর আর কেহই নাই, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া জান আলম ক্ষণকালের জন্য শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যপিপাসা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, পরক্ষণেই আত্মীয়-স্বজন-পরিবৃত সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ বিশালরাজ্য, তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া আঞ্জামান আরার অলোক-সামান্য রূপরাশি দেখিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক করিতে

স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। বাদশাহপুত্র আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পরিব্রাজকের ন্যায় দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

তোতা পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সাহাজাদার পথ প্রদর্শক হইল। নক্ষত্রবেগে তুরঙ্গদ্বয় ছুটিতে লাগিল, পক্ষীও বায়ুভরে উড্ডীয়মান হইয়া দ্রুতবেগে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে খোতন রাজধানী পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অশ্বদ্বয় দ্রুতবেগে দৌড়িতেছে, তোতাও প্রাণপণে পক্ষভরে উড়িতেছে ;—কাহারও বিরাম নাই, একদিনের পথ এক মুহূর্ত্তে যাওয়া অসম্ভব হইলেও সাহাজাদা ও উজীরপুত্রের একান্ত ইচ্ছা যে, তাহা কার্য্যে পরিণত করেন। যাইতে যাইতে জান আলম ও উজীরজাদা উভয়েই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়াছেন, কিন্তু পথশ্রমে কেহই গমনে বিরত নহেন। যত শীঘ্র সম্ভব, গন্তব্য স্থানে যাইতে উভয়েই কৃতসঙ্কল্প।

যাইতে যাইতে তাঁহারা এক সুবিস্তীর্ণ মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাঠের কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে দুইটী অপূর্ব্ব মৃগ সাহাজাদার দৃষ্টিপথে পড়িল ; তাহাদের শৃঙ্গ সুবর্ণমণ্ডিত ও পৃষ্ঠদেশ কারুকার্য্যশোভিত অপূর্ব্বদর্শন বহুমূল্য বস্ত্রাচ্ছাদিত। জান আলম হরিণ-যুগলের অপরূপ রূপ দর্শনে তাহাদিগকে ধৃত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহারা উভয়েই মৃগদ্বয়ের অনুসরণে ধাবিত হইলেন। হরিণ দুইটী

এতাবৎকাল স্বচ্ছন্দ মনে বিচরণ করিতেছিল; সহসা আততায়ী কর্ত্তৃক অনুধাবিত হইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। সাহাজাদা ও উজীরপুত্র উভয়েই অশ্বের প্রতি কশাঘাত করায় তাহারা নক্ষত্রবেগে ছুটিল। মৃগদুইটী বহুদূর যাইয়া উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথাভিমুখী হইয়া পড়িল; বন্ধুদ্বয়ও তাহাদের অনুসরণে ভিন্ন পথাবলম্বী হইয়া পড়িলেন, পরস্পরের আর দেখা সাক্ষাৎ হইল না। হরিণদুইটীর পশ্চাৎগামী হইয়া তাঁহারা উভয়েই পথভ্রান্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া তোতা যথাসাধ্য সাহাজাদার অনুগামী হইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ক্লান্ত হইয়া পড়ায় অবশেষে এক বৃক্ষশাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

মৃগদুইটী পরস্পর পৃথক হইবার সময় একটী অপরকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আজ কি মজাই হইয়াছে। সাহাজাদা আমাদিগকে প্রকৃত হরিণ জ্ঞানে আমাদের অনুসরণ করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ডাকিয়া আনিলেন। এখনও বুঝিয়া দেখিলে রক্ষা পাইতে পারেন। চল চল, দূরে লইয়া চল। বিপথে লইয়া চল। পথভ্রান্ত করিয়া দাও।" পরে জান আলম ও উজীরপুত্র উভয়েই আপনাপন লক্ষ্য মৃগের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, মায়াবলে মায়াবীরা মৃগসাজে তাঁহাদিগকে ছলনা করিতেছে, প্রকাশ করিলেও তাঁহারা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিয়ৎদূর যাইয়াই উভয় মৃগ অদৃশ্য হইল। সাহাজাদা ও উজীরজাদা কে কোন্ পথে তাহার কিছুই স্থির নাই, অথচ যে জন্য পরস্পর পৃথক হইয়াছেন, সহসা সে লক্ষ্যও ভ্রষ্ট হইল। ব্যর্থমনোরথ হইয়া সাহাজাদা চঞ্চলচিত্তে সাগ্রহ নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু কোথাও

কিছুই দেখিতে পাইলেন না। একে পথশ্রমে ক্লান্ত, তাহাতে প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড প্রতাপে শরীর ঝলসিয়া গিয়াছে; ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আপন লক্ষ্য হারাইয়া তিনি ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্ষুধাতৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন হইল। চিরদিন রাজভোগে কাটাইয়া সহসা তাঁহার আজ এ কষ্ট কিরূপে সহ্য হইতে পারে? তিনি মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইলেন। বিপদে বিপদকাণ্ডারী দীনবন্ধু জীবের জীবন পতিতপাবন জগৎপাতা জগৎনিধানের স্মরণ ব্যতীত অন্যোপায় নাই বুঝিয়া একান্ত চিত্তে সেই বিশ্বপতির স্মরণ করিতে লাগিলেন। সাহাজাদা মনে মনে স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, সেই নিঃসহায় অবস্থায় তাঁহার জীবনপ্রদীপ অচিরে নির্ব্বাপিত হইবে। যাঁহার অনুগ্রহে এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়াছে, তিনিই এক্ষণে এক মাত্র গতি। শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ঈশ্বর আরাধনায় কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত করিবার পর যখন নয়ন উন্মীলন করিলেন, অদূরে সুনির্ম্মল পয়ঃপ্রণালী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। জলধারার শীতল সলিলে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া সুস্থ হইবার মানসে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় জনৈক ঈশ্বরপরায়ণ প্রবীণ বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধের আকার ইঙ্গিতে বাদশাহ পুত্রের মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইল; এবং বিনয়-নম্র বচনে তাঁহাকে প্রীত করিয়া জান আলম আপন নিঃসহায় অবস্থা তাঁহার নিকট বিদিত করিলেন। বৃদ্ধ সাহাজাদার বাক্যে মুগ্ধ হইয়া সস্নেহে বলিলেন, "বাদশাহপুত্রের পরিব্রাজক জীবন নূতন বটে, কিন্তু বড়ই কষ্টসাধ্য, তাহাতে আবার মায়াপুরে প্রবেশ, পরিত্রাণ দেখি না।"

বৃদ্ধের কথায় জান আলমের চৈতন্যোদয় হইল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, আজায়েব-জারনিগারের সাহাজাদী আঞ্জামান আরার দর্শন ব্যতীত আমার এ প্রাণের ব্যাকুলতা কিছুতেই দূর হইবে না; যে রূপরাশির কল্পনায় মুগ্ধ হইয়া পিতামাতা, পরিজনবর্গ, রাজ্যধন, সুখ ঐশ্বর্য্য সকলে জলাঞ্জলি দিয়া আজি পথের ভিখারী হইয়াছি, আমি একবার তাহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী; এ জীবনে আমার আর অন্য কোন কামনা নাই। মহাশয়! ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনি আমার এ ভগ্ন হৃদয়ে উৎসাহ দিয়াছেন; আপনার সেই পরমেশ্বরের দিব্য, কি উপায়ে তাহার দেখা পাইতে পারি, এ শরণাগত দাসকে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া আমায় নবজীবন দান করুন।”

জান আলমের কথায় বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “বৎস! তুমি বালক মাত্র, দুষ্প্রাপ্য বস্তুর আশায় আপন অশেষ ভোগসুখে বঞ্চিত হইতেছ। যাহার জন্য তুমি পাগল, তাহার বারেকমাত্র দর্শনই যদি তোমার একমাত্র ধ্যেয় হয়, আমি তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারি মাত্র। কিন্তু ঘৃতাহুতিতে বহ্নির যেরূপ বৃদ্ধি, আঞ্জামান আরার রূপরাশিও তোমার পক্ষে সেইরূপ হইবে। তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব বটে, কিন্তু তুমি এ দর্শনে শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির শিখা প্রদীপ্ত করিবে। ভাল, যখন পুনঃ পুনঃ আমার নিষেধ বাক্যেও তোমার হৃদয়ের উত্তেজনা নির্ব্বাপিত হইল না, অগত্যা আমি তোমার অভীষ্ট সাধন করিব। তুমি একবার আপন নয়ন যুগল মুদিত কর।

বৃদ্ধের বচনানুসারে জান আলম চক্ষু মুদিত করিবামাত্রই আঞ্জামান আরার অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিতে পাইলেন।

সাহাজাদা আঞ্জামান আরার রূপরাশি কল্পনা-চিত্রে যেরূপ প্রতিফলিত করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা তাহাকে সমধিক সুন্দরী দেখিয়া এককালে মুগ্ধ হইলেন। মনোমোহিনীর মোহিনী প্রতিমা দর্শনে চক্ষু সার্থক করিবার আশায় যেমন নয়নদ্বয় উন্মীলন করিবেন, অমনি ভাগ্যক্রমে তাঁহার মনের আশা মনেই বিলীন হইল;—আঞ্জামান আরা আর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। 'এই ছিল, কোথায় গেল' ভাবিয়া জান আলম প্রণয়িনীর জন্য 'হা হতোহস্মি' করিতে লাগিলেন। নিমীলিত নয়নে যে বিশ্ববিমোহনরূপ তাঁহার জীবন পরিতৃপ্ত করিয়াছিল, উন্মীলিত নয়নে সে সৌন্দর্য্যরাশি এককালে লুকাইল,—এ কি অপরূপ ঘটনা! তিনি যতই এই ঘটনার আলোচনা আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বিষাদ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ সাহাজাদাকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া মিষ্ট বচনে বলিলেন, "বৎস! উতলা হইলে কোন কার্য্যই হয় না; যে অভিপ্রায়ে তুমি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা সুসম্পন্ন হওয়া সুদূরপরাহত। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। কিন্তু এককালে ধৈর্য্যচ্যুত হইলে পরিণামে কষ্ট পাইতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তুমি মায়াপুরীতে আসিয়া পড়িয়াছ, বিশেষ সতর্ক না হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। যদি আপনার মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে এ বিষম বাসনায় নিরস্ত হও। নতুবা তোমার প্রাণ রক্ষা সঙ্কট হইবে। আমার বাক্য অবধান কর, প্রকৃতিস্থ হও; আমি কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিতেছি, আহারাদি সমাপন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম কর।"

জান আলম পথশ্রমে ও রৌদ্রতাপে যখন নিতান্ত অবসন্ন, তখন যে প্রবীণের অনুগ্রহে বিশ্রামসুখ ও পেয় বস্তুর দর্শন লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার বাক্যের প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনি রুষ্ট হইতে পারেন আশঙ্কায় অগত্যা তাহাই করিলেন। বৃদ্ধ অবিলম্বে সাহাজাদার জন্য প্রচুর আহার সামগ্রী লইয়া আসিলেন। সাহাজাদা বহুক্ষণ ক্ষুধিত ছিলেন, এক্ষণে যথেষ্ট ভোজ্য সামগ্রী সম্মুখীন দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে তাহা গ্রহণ করিয়া আপন ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিলেন, এবং বৃদ্ধ বিশ্রাম উপভোগের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলে তথায় শয়ন করিয়া অচিরাৎ বিরামদায়িনী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পর দিবস প্রত্যূষে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়াই জান আলমের হৃদয়ে প্রণয়িনীর চারু প্রতিমা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণে দেখিলেন যে, তিনি যে স্থানে শয়ন করিয়া সুখে রাত্রিযাপন করিয়াছেন, এ সে স্থান নহে। তিনি মায়াপুরে কুহক চক্রে বিজড়িত হইয়াছেন ভাবিয়া, উদ্ধারের বিবিধ উপায় উদ্ভাবনে উদ্যোগী হইলেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তিনি সেই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে বিষম ভাবিত হইলেন; ক্রমশঃ তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে, যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, সেই স্থান হইতেই মৃগানুসন্ধানে যাইয়া বন্ধুর সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছিল। উজীরজাদা যদি তাঁহার মত মায়াবল প্রভাবে পুনরায় এই স্থানে নীত হয়, তাহা হইলে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবে! এইরূপ চিন্তায় মনে মনে এক

একবার উৎসাহ হইতে লাগিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে আশা বিলুপ্ত হইতেছিল। এই ভাবে কিয়ৎকাল কাটিয়া গেল।

সাহাজাদা ইতিপূর্ব্বে এই স্থানে তোতার নিকট কোন্ পথে যাইতে হইবে সন্ধান লইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বাল্য সহচর উজীরপুত্রের সহিত আর দেখা সাক্ষাৎ নাই; যে তোতা পথপ্রদর্শক হইয়া তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল, সেও কোথায় উড়িয়া গিয়াছে; অথচ জারনিগারে উপস্থিত হইয়া আঞ্জামান আরার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত প্রণয় মিলনে মিলিত হইয়া আমোদ প্রমোদে পরম সুখে কালাতিপাত করিবেন, সে সঙ্কল্প এখনও তাঁহার মনে অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। তিনি একাকীই তোতাকথিত পথের অনুসরণ করিলেন। জান আলম আপন মনে একাকী চলিয়াছেন, যেখানে এককালে চলিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন, ক্ষণকালের জন্য তথায় অপেক্ষা করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইতেছেন। নদীর জল, বৃক্ষের ফলমূলে সাহাজাদার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিত হইতেছে! দেহের ও জীবনের প্রতি তাঁহার আস্থা নাই; তিনি কতক্ষণে জারনিগারে উপস্থিত হইয়া প্রাণপ্রতিমা আঞ্জামান আরাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া সুখী হইবেন, এই চিন্তাই বলবতী রহিয়াছে।

এক দিবস সাহাজাদা এই ভাবে পথ ভ্রমণ করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে রৌদ্রের উত্তাপ বর্দ্ধিত হইল। তিনি আপন মনে চলিয়া যাইতেছেন, মার্ত্তণ্ড তাপের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না; কিন্তু এ ভাবে তাঁহাকে অধিকদূর যাইতে হইল না। ভূমি এরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল যে, মৃত্তিকায় পাদস্পর্শ করা লোকের

অসাধ্য হইয়া উঠিল। বায়ু সঞ্চালন এককালে রহিত হইয়াছে বলিলেই হয়;—পশু পক্ষী জীব জন্তুগণ সকলেই মৃতপ্রায়। দারুণ তপনতাপে জানআলমের কণ্ঠতালু শুষ্কপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, সন্নিকটে সরোবরাদি কিছুই নাই যে, গণ্ডূষমাত্র জলপানে কথঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইবেন; রৌদ্রতাপে প্রকৃতি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, চতুর্দ্দিকে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। সাহাজাদা ভাবিলেন,— "জীবনের এই পরিণাম! যাহার উদ্দেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া এতাবৎকাল অতিবাহিত হইল, ভাগ্যদোষে তাহার সাক্ষাৎ লাভে বুঝি বা বঞ্চিত হইলাম। যে অসহ্য কষ্টে কালযাপন হইতেছে, এভাবে ক্ষণকাল অতিবাহিত করিবার আর সাধ্য নাই। এই দণ্ডেই ধরাশায়ী হইয়া মনের আশা অনন্তকালের জন্য মনেই মিলাইতে হইবে; আত্মীয় স্বজনের এত যে মনস্তাপের কারণ হইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম, সেই পাপেই কি আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিল! আমার সকল আশা ভরসা বিফল হইল!"

সাহাজাদা মনে মনে এই সকল চিন্তা করিতেছেন ও সময়ে সময়ে আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন, এমন সময়ে সহসা যে নিয়ন্তার প্রসাদে পরিচালিত হইয়া তিনি আসন্নমৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছেন, সেই বিপদহারী ভগবানের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। যাঁহার অনুগ্রহে জীবন, যিনি নিগ্রহ অনুগ্রহের মূল, তাঁহার পবিত্র নাম লইয়া সুখে প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইবে, মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি এক মনে এক প্রাণে সেই পবিত্র নাম চিন্তা করিতে লাগিলেন। পথশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়াও তিনি অগ্রবর্ত্তী হইতে ক্ষান্ত হইলেন না, চলৎশক্তি হীন

হইয়াও তিনি কায়ক্লেশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়াই সাহাজাদা সুশীতল সলিলপূর্ণ একটী মনোহর কূপ দেখিতে পাইলেন। তৃষ্ণায় তাঁহার ছাতি কাটিয়া যাইতেছিল, এক্ষণে কূপ দর্শনে সত্বর তৎসন্নিকটে উপস্থিত হইয়া হস্তমুখাদি ধৌত করিয়া সলিল পানে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন; কিন্তু কূপসলিলে তাঁহার প্রণয়িনী আঞ্জামান আরার প্রতিবিম্ব লক্ষিত হইল; তিনি অনিমেষলোচনে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময়ে আঞ্জামান আরা যেন জল হইতে তাহার উদ্দেশে বলিল, "প্রাণেশ্বর! আমি তোমার প্রতীক্ষায় কূপমধ্যে রহিয়াছি; সত্বর আলিঙ্গন দানে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।"

জানআলম আঞ্জামান আরার রূপ লাবণ্যে একে বিমোহিত, তাঁহারই অনুসন্ধানে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অভাগা এতাবৎকাল দারুণ কষ্টভোগ করিতেছিল, এক্ষণে প্রণয়িনীর সাদর সম্ভাষণে ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে মনোমোহিনীর সহিত মিলিত হইয়া প্রেমালাপে কাটাইবেন ভাবিয়া, এককালে কূপ মধ্যে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক জলনিমগ্ন হইলেন। নিমেষ মধ্যেই ভূমিতলে চরণ ঠেকিল। কিন্তু যাহার জন্য অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, কূপ মধ্যেও পড়িয়াছিলেন, সে কোথায়! সমুদ্রে ডুবিলেন, রত্নলাভ হইল না! ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে পরিচালিত হইয়া সাহাজাদা যে বারে বারে প্রতারিত হইতেছেন, এক্ষণে তাঁহার সে বিষয় সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইল; সে মায়াকূপ অন্তর্হিত হইয়াছে; সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ ময়দান। বুঝিবা অন্ত নাই। ইহাও কি মায়া! এ মায়ার অন্ত কোথায়! মায়াচক্র ভেদ করিয়া কিরূপে কোন্ পথে যাইলে সহজে জারনিগারে

পৌঁছিতে পারেন, তিনি মনোমধ্যে এই বিষয়েরই চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু বারে বারে মায়াপুরীতে প্রতারিত হইয়া তাঁহার শরীর এককালে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বহুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে একস্থানে বসিয়া রহিলেন, বৃদ্ধের উপদেশ এক্ষণে তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরিত হইয়া তাঁহার অন্তরাত্মা ব্যথিত করিতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন তাপে তাপিত হইয়া জানআলম দারুণ কষ্টভোগ করিয়াছেন; অপরাহ্নে কষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যা আগতপ্রায়; সূর্য্যদেব অবসন্নভাবে অস্তাচলাভিমুখী হইয়াছেন, এখনও বৃক্ষশাখার স্থানে স্থানে রবির ক্ষীণ রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে। কিয়ৎকাল পরেই তাহাও থাকিবে না! দিবাভাগে কোথায় কি হইতেছে দেখিয়া শুনিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ ব্যক্তিও অন্যমনস্ক হইতে পারে। কিন্তু বিভীষিকাময়ী তামসী রজনীতে হৃদয়ের অন্ধকার আরও ঘনীভূত করিয়া তুলে। সাহাজাদা কিন্তু কিছুতেই বিচলিত হইবার নহেন। তাঁহার হৃদয় যে মোহিনী প্রতিমায় আলো করিয়াছিল, বাহিরের অন্ধকারে তাহা সমাচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ তিনি স্থির করিয়াছিলেন, জীবন ত তুচ্ছ। সকলেরই থাকে, সকলেরই যাইবে। কিন্তু আঞ্জামান আরা পৃথিবীতে দুইটী নাই। সে রমণী-রত্ন। আবার পৃথিবীতে প্রেমও দুর্লভ। সুতরাং আঞ্জামান আরার প্রেমের নিকট সংসার তুচ্ছ, জীবন তুচ্ছ,—সে বিহনে সবই বৃথা। তাঁহার হৃদয়ে ভয় নাই, প্রাণে মমতা নাই, অন্য আশা নাই; নিশাগমে বিঘ্ন বিপত্তির সম্ভাবনায় প্রণয়িনীর রূপ মাধুরীই তাঁহার একমাত্র

ধ্যান জ্ঞান। তিনি আত্মহারা হইয়া একমনে এক প্রাণে আঞ্জামান আরার রূপ মাধুরীই জীবনের সার স্থির করিলেন। নিবিড় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইতে চলিল, তথাপি তিনি ভীত বা বিচলিত হইলেন না।

জানআলম ইতস্ততঃ করিতে করিতে কিয়ৎদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া সম্মুখে বিবিধ পুষ্পরাশি শোভিত মনোহর কুসুমকানন-সংযুক্ত এক সুরম্য অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। বহুক্ষণ পরিভ্রমণের পর, এরূপ শান্তি-নিকেতন দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার হইল; কিন্তু যে দেশে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন, তথাকার সবই মায়াময় ভাবিয়া তাঁহার সে আনন্দ তিরোহিত হইল। প্রিয়া বিহনে তাঁহার বাঁচিয়া সুখ নাই, আপন জীবনের প্রতি হতাদর জন্মিয়াছিল। সুতরাং সেই পুষ্পোদ্যান সুশোভিত প্রীতি-নিকেতনে তাঁহার কোন ভয়ের কারণ ছিল না এবং উদ্যানের চতুস্পার্শে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রবেশদ্বার দেখিতে পাইয়া তিনি নির্ভয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পথি-পার্শ্বে স্থানে স্থানে মর্ম্মর প্রস্তরখচিত উৎস-মুখ হইতে জলধারা উদ্গারিত হইতেছে, বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট বিহঙ্গকুলের সান্ধ্য সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছে, প্রস্ফুটিত প্রসূনদামের সুরভি সংযুক্ত সুস্নিগ্ধ সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে;—স্বাভাবিক শোভা সৌন্দর্য্যে সাহাজাদার ভগ্ন হৃদয়েও প্রীতির সঞ্চার হইল। তিনি সাহসে ভর করিয়া আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিন্তু জন মানবের গতিবিধি নাই দেখিয়া, সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। অথচ যে ভাবে উদ্যানটী সজ্জিত রহিয়াছে, তাহাতে মনুষ্য সমাগম ব্যতীত এরূপ সুবন্দোবস্ত হইতে পারে না

ভাবিয়া, তিনি আপন মনে কতই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। যখন উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তখন ইহার সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবেন না, অধিকন্তু এই স্থানেই তাঁহাকে রাত্রিযাপন করিতে হইবে, এই সকল ভাবিয়া সাহাজাদা ক্রমে অট্টালিকার দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে মনোমোহিনী রমণীকণ্ঠধ্বনি জানআলমের কর্ণগোচর হইল। তিনি দ্রুতপদক্ষেপে সেই বাটীতে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে একখানি বিচিত্র সুরম্য গৃহ দেখিতে পাইলেন। কাহারও উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি তদ্দণ্ডে সেই গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সখীদলপরিবেষ্টিতা এক অপরূপ কামিনীকে তথায় সুরাপানে বিহ্বল দেখিয়া কিয়ৎকাল গৃহের এক প্রান্তে মৌনভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আগন্তুককে সহসা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া গৃহাধিকারিণী সাহাজাদাকে সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাহার আদেশে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন?"

সাহাজাদা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। অপরিচিত ব্যক্তিকে এরূপ অগ্রসর হইতে দেখিয়া সেই রমণী ক্রোধান্ধা হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "অপরের গৃহে অকস্মাৎ প্রবেশ করা কি ভদ্রোচিত? বিনা অনুমতিতে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আপনি যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে ফলভোগ করিতে হইবে।"

জানআলম আঞ্জামান আরার প্রণয়-চিন্তায় এরূপ বিমুগ্ধ ছিলেন যে, উক্ত রমণীর অপমানসূচক কর্কশ ভাষাতেও তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না। তিনি প্রণয়িনীর রূপ লাবণ্যে

তন্ময় ছিলেন। কলচালিত হইয়াই, যেন গৃহাধিকারিণীর পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

মায়াবিনী মায়াবলে এই বিচিত্রপুরী নির্ম্মাণ করিয়া সাহাজাদাকে প্রতারিত করিতেছে, জানআলম এই ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গ অবগত নহেন। ইতিপূর্ব্বে সেই বিষম কুহকিনী সাহাজাদার প্রণয় লোলুপ হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই। এতদিনের পর মায়াবিনীর মনবাসনা পরিতৃপ্ত হইবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে; সে মায়া-জাল পাতিয়া জানআলমকে এক্ষণে আবদ্ধ করিয়াছে। এ মায়াপাশ ছেদন করিয়া সাহাজাদা সহজে কিরূপে বিমুক্ত হইতে পারিবেন? জানআলমের প্রণয়ানুরাগী হইয়া মায়াধরীকে এক সময়ে বিস্তর কষ্ট ও অনুতাপ সহ্য করিতে হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাকে আয়ত্তাধীন করিয়াছে—প্রেমিক আপনি আসিয়া ধরা দিয়াছে, বাধা পড়িয়াছে। কুহকিনী মনে মনে বড়ই সুখী, অথচ সে জান আলমের সহিত এরূপ ভাবগতি প্রকাশ করিতেছে যে, তিনি তাহার অসৎ অভিসন্ধির কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু পুষ্পোদ্যান ও বাটীর সাজসজ্জা দেখিয়াই তাঁহার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, তিনি পুনরায় মায়াপুরীতে আবদ্ধ হইয়াছেন; যেহেতু সমাগত রমণীবৃন্দ যখন যে ফল খাইতে ইচ্ছা করিতেছে, সেই সমস্ত অবিলম্বে শাখাচ্যুত হইয়া তাহাদের মুখের নিকট নীত হইতেছে; অথচ যে বৃক্ষের যে ফলটী যে স্থান হইতে ছিন্ন হইতেছে, পরক্ষণে সেইরূপ আর একটী ফল সেই বৃক্ষের সেই স্থান অধিকার করিতেছে।

মুহূর্ত্তমধ্যে মায়াবিনীর সেই পরুষ ভাব অন্তর্হিত হইল। মিষ্ট বচনে, আতিথ্য সৎকারে সাহজাদাকে কিরূপে সন্তুষ্ট করিবে সে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। মায়াবিনী অবিলম্বে মদিরা ও বিবিধ খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন জন্য জনৈক পরিচারিকাকে আদেশ করিল। তদ্দণ্ডে সুরাপূর্ণ পাত্র ও বিবিধ উপাদেয় ফল মূলাদি বায়ুবেগে সন্নিকটে উপস্থিত হইল! জানআলম অবাক হইয়া মায়াপুরীর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিতে লাগিলেন! এবম্বিধ ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা এককালে শুকাইয়া গেল। কুহকিনীর করগত হইয়াছেন; সহজে যে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারেন, তাহার কোন উপায় না দেখিয়া মনের আবেগ মনেই সম্বরণ করিলেন।

কুহকিনীর সহিত জানআলমের তখন দাতা ও অতিথি সম্বন্ধ; মায়াবিনী গৃহাধিকারিণী, আর সাহাজাদা আগন্তুক পথিক। জানআলম মদিরা পানে অভ্যস্ত না হইলেও আশ্রয়দায়িনীর পুনঃ পুনঃ আকিঞ্চন ও অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কুহকিনী সাহাজাদা সহ মদিরাপানে বিহ্বলা হইয়া প্রেমে ঢল ঢল ভাবে বলিতে লাগিল, "এস, এস, বিদেশী পথিক! পথশ্রমে বড়ই কাতর হইয়াছ। এস! যৌবন-মদিরা ঘোরে সকল শ্রম দূরে যাইবে। এই সুকোমল ভুজবল্লীর শীতল স্পর্শে শীতল হইবে। আমার এই কুসুমসুরভিভরা নিভৃত নিবাসে তোমাকে অতি সযতনে অতি সঙ্গোপনে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করাইব।" এই বলিয়া নির্লজ্জা কামাতুরা বিহ্বলা হইয়া সাহাজাদাকে ভুজযুগল দ্বারা সাগ্রহে আপন বক্ষে চাপিয়া ধরিল। জানআলম মদিরাপানে অপ্রকৃতিস্থ হইয়াও মায়া-

বিনীর সহিত প্রেমালাপে ভয়ে ও ঘৃণায় কুণ্ঠিত হইয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কুহকিনী জানআলম কর্ত্তৃক প্রণয়ে হতাদৃত হইয়া সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল; সে ভীষণ হুঙ্কারে জানআলমের হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠিল। হৃদয়-প্রতিমাও যে সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই!

জানআলমের আঞ্জামান আরাই একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। সাহাজাদা আঞ্জামান আরার প্রণয় লোলুপ হইয়া দীনের দীন, পথের পথিক হইয়া দিনাতিপাত করিতেছেন। পাপিয়সীর অসদভিপ্রায় শ্রবণে হৃদয়ের প্রথম আবেগে তিনি শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি সাহসে ভর করিয়া একে একে অকপটে সকল কথাই মায়াবিনী সমীপে ব্যক্ত করিলে, কুহকিনী ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সেই গৃহ কম্পিত করিয়া বলিল, "আঞ্জামান আরা আমার দাসী, আমি এই দণ্ডে তাহাকে এই স্থানে আনিয়া আগুনে পুড়াইব; ক্ষণকাল মধ্যে তাহার ভস্মরাশি মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে! আর তুমি যে আমার বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতেছ, একথা কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি আমার প্রেমালিঙ্গনে হতাদর করিয়া কি নিস্তার পাইবে?—না, কখনই না। আমি তোমাকে ক্রীড়ার পুতুল করিয়াছি। ইহাও স্থির জানিও—তুমি আমায় ফাঁকি দিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার কোন উপায় নাই। চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখিতেছ—জানিও সমস্তই আমার ঐন্দ্রজালিক শক্তি-প্রভাবে। আমি কে, তাহা কি তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই! ইন্দ্রজালে ভুবনবিজয়ী মহাত্মা সাহুপালের প্রধানশিষ্য জয়পাল আমার পিতা। আমি মায়াবীশ্রেষ্ঠ পিতার আদরের

দুহিতা। নিশ্চয় জানিও, আমার অবমাননায় তোমার নিস্তার নাই। আমি তোমার প্রেমপ্রার্থী হইলাম, ভূতলে স্বর্গসুখে সুখী করিব বলিলাম—আর তুমি আমায় হতাদর করিলে! স্বর্গের সুখভোগ তোমার অদৃষ্টে নাই, ভাল—তবে নরক যন্ত্রণাই ভোগ কর।

মায়াবিনীর এইরূপ কর্কশ ও কঠোর বাক্যে জানআলমের আতঙ্ক হইল। স্বীয় জীবনের প্রতি তাঁহার তাদৃশ মমতা নাই, কিন্তু যে আঞ্জামান আরা তাঁহার জীবনের ধ্রুব তারা, যাঁহার প্রেমানুরাগে তিনি আত্মহারা, এক্ষণে সেই প্রণয়িনীর উচ্ছেদ সাধনের আপনিই একমাত্র কারণ হইতেছেন। মায়াবিনী তাঁহার জন্য আঞ্জামান আরার প্রতি পরুষ ব্যবহার করিবে! পিশাচিনীর হিতাহিত জ্ঞান নাই, হয়ত ভুবনমোহিনী আঞ্জামান আরাকে এককালে নিহত করিবে, এই নিদারুণ চিন্তায় সাহাজাদার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। এদিকে সেই মায়াবিনীর অসাধারণ ক্ষমতাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। বৃক্ষে বৃক্ষে সুপক্ক সুরম্য ফল। খাইতে ইচ্ছা হইলেই, মুখের সন্নিকটে ফলটি বৃন্তচ্যুত হইয়া আসে, অথচ যে বৃন্ত হইতে ফলটী খসিয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ অন্য ফল আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে! সুরাপূর্ণ পেয়ালা মুখের সন্নিকটে উপস্থিত হয়, অথচ কেহ কিছুই করিতেছে না, আপনাপনি সমুদয় হইতেছে! সাহাজাদা এই সমস্ত মায়ার কৌশল স্বচক্ষে দেখিতেছেন, এবং এক্ষণে মায়াবিনীর মনোভাব অবগত হইয়াছেন। তাহার নিকট হইতে অব্যাহতির উপায় নাই স্থির জানিয়া ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন।

সাহাজাদা আপনাকে নিতান্ত নিরুপায় বুঝিয়া মায়াবিনীর প্রীতিসাধন ভিন্ন গত্যন্তর নাই দেখিয়া অগত্যা বাধ্য হইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে সযত্ন হইলেন। কুহকিনী জানআলমের প্রেমালিঙ্গনে তাপিত প্রাণ শীতল করিতে আশা করিয়াছিল, যে কোন উপায়ে হউক প্রেমিকের মনস্তুষ্টিই তাহার প্রয়োজন; সে যাহার রূপে মোহিত হইয়া আপন ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাকে প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্যই ইতিপূর্ব্বে কপট তিরস্কারে হতাদর করিয়াছিল। এক্ষণে সে সাহাজাদার সুমিষ্টালাপে স্বর্গসুখ উপভোগ করিল; হৃদয়ের পোষিত আশা পূরণের এই উপযুক্ত অবসর জানিয়া কুহকিনী প্রণয়-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিল। সাহাজাদা মায়াবিনীকে কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত দেখিয়া কিয়ংপরিমাণে প্রীত হইলেন। যাঁহার অমঙ্গল ভাবিয়া জানআলম এককালে বিচলিত হইয়াছিলেন, তাঁহার যে রক্ষা হইল, ইহাতেই তিনি পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

পিশাচিনী নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। জানআলমকে আয়ত্তাধীন করিয়া এবং প্রণয়ীর মিষ্ট কথায় কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তন্মুহূর্ত্তে জনৈক সহচরীকে আহারাদির উদ্যোগ করিতে বলিল। মায়াপুরের কার্য্যাদি সকলই অদ্ভুত! কর্ত্রীর আজ্ঞা মাত্রেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইল—লোক নাই, জন নাই, খাদ্য পানীয় যথাস্থানে সংস্থাপিত হইল। সাহাজাদার আহারে প্রবৃত্তি নাই, ভাব গতি দেখিয়াই তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা লোপ পাইয়াছে, কিন্তু মায়াবিনীর নিকট আহারে আপত্তি অথবা মনোকষ্টের উল্লেখ করিলে নানা বিপত্তি ঘটিতে পারে, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ অন্যমনে চিন্তা করিতে লাগি-

লেন; পরে কুহকিনীর অনুরোধ রক্ষায় আহার করাই যুক্তি সঙ্গত ভাবিয়া ভোজনে কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না। মায়াবিনী সাহাজাদার সহিত একত্র আহারাদি করিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। জানআলম অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিশাচিনীর সহিত শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন।

যে স্থানে জানআলমের সহিত মায়াবিনীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, এ শয়নকক্ষটী সেই সুবৃহৎ গৃহের উপরি দেশে স্থাপিত, কোন দিক হইতে কাহারও সেই গৃহে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই। সুস্নিগ্ধ সমীরণ কুসুমদামের সুবাস সংগ্রহ করিয়া গৃহটী আমোদিত করিতেছে। গৃহটী বিস্তৃত, পরিমার্জ্জিত ও অপরূপ শোভায় শোভিত। সুচারু পর্য্যঙ্কের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যা; উহার বিচিত্র শোভা সন্দর্শনেই হৃদয় বিমোহিত হয়। সৌন্দর্য্যে চতুর্দ্দিকই হাস্য করিতেছে। গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অবধি একদিনের জন্যও সাহাজাদার এরূপ প্রীতি নিকেতনে রাত্রি যাপন হয় নাই। এই শোভা সৌন্দর্য্য সমুদয়ই মায়া-বিজড়িত জানিয়াও জানআলম উহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

পর দিবস প্রাতে মায়াবিনী জানআলম সহ সরাপ কাবাব ইত্যাদি ভক্ষণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বিনয় বচনে সাহা-জাদাকে জানাইল যে, তাহাকে মায়াধরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সাহুপাল সকাশে বেলা দশ ঘটিকা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে হইবে। জানআলম কুহকিনীর মোহ-চক্রে পড়িয়া এককালে বুদ্ধি হারা হইয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছামত কোন কার্য্য করিবারই ক্ষমতা ছিলনা; এক্ষণে

মায়াবিনী স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য অবসর দিয়া স্থানান্তরিত হইবার অভিলাষ জানাইলে, সাহাজাদা মনে মনে সাতিশয় প্রীত হইলেন; কিন্তু তিনি যে বিষম সঙ্কটে উপস্থিত হইয়াছেন, এপথে পদে পদে যাদুকরীর মনোরঞ্জন ব্যতীত অন্যভাবে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই ভাবিয়া, কৃত্রিম দুঃখপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন; "তুমি যাইবে, যাও—কিন্তু আসিতে যেন বিলম্ব না হয়! তোমার অদর্শনে আমাকে জগৎ শূন্য দেখিতে হইবে। এখানে তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই যে, তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় প্রীতিলাভ করিব।" অভিসারিকা প্রেমিকের এবম্বিধ প্রণয়ভাব দর্শনে মনে মনে পরিতুষ্টা হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিদায় গ্রহণ করিল।

এদিকে জানআলম পাপিষ্ঠার হস্ত হইতে কিয়ৎক্ষণ জন্য পরিত্রাণ পাইয়া প্রণয়িনী আঞ্জামান আরার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কত দিনে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, কবে তাঁহার রূপ মাধুরী দর্শনে নয়ন পরিতৃপ্ত করিবেন! যাহার জন্য তিনি পার্থিব সকল সুখ সম্ভোগ বিসর্জ্জন করিয়া বিদেশে বিপন্নভাবে কালাতিপাত করিতেছেন, বিধাতা কি তাঁহার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিবেন না! অভাগার মনসাধ কি পূর্ণ হইবে না! মৃণালে কণ্টক, অমৃতে গরল, কুসুমে কীট;—অবিমিশ্র সুখ হইবার নহে। তিনি সামান্য মনুষ্য হইয়া দেবী স্বরূপিণী আঞ্জামান আরার প্রণয় লোলুপ হইয়াছেন, তাঁহার মনসাধ পূর্ণ হইতে পদে পদে বাধা বিপত্তির সম্ভাবনা, তিনি নিয়ত এই সকল বিষয়েরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। মায়াপুরে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার স্বেচ্ছামত কার্য্য করিবার

শক্তি যে এককালে লোপ পাইয়াছে, সে ভাব ক্ষণকালের জন্য তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। কতদিনে তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, তিনি তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। হৃদয়ের আগুন চাপিয়া রাখিলেও তাঁহার সোণার বর্ণ কালি হইয়াছে; শরীরে বল নাই, দেহ অস্থিচর্ম্ম সার দাঁড়াইয়াছে।

তিনি সতত মুখে হা হতাশ করিতেছেন; কি ছিলেন কি হইলেন, তিনি এই ভাবিয়াই আকুল হইতেছেন! তোতার মুখে আঞ্জামান আরার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের পরিচয় শুনিয়া পক্ষীকে পথ প্রদর্শক করিয়া তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। সঙ্গের সাথী একমাত্র বাল্যসহচর উজীরপুত্র; কিন্তু পথিমধ্যে দৈব দুর্ব্বিপাকে মায়াপুরের অনুসরণে তিনি প্রিয়বন্ধু ও তোতা উভয়কে হারাইয়াছেন, পুনশ্চ যে তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই! সাহাজাদা আঞ্জামান আরার কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে মনে কতই আন্দোলন আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে এরূপ চিন্তামগ্ন হইতেন, যে তৎকালে বাহ্যজ্ঞানের কোন লক্ষণই অনুভূত হইত না।

মায়াবিনী জানআলমকে কয়েক ঘণ্টার জন্য ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না, সাহুপাল তাহার গুরুর গুরু। সেই মায়াধরের প্রভাবেই পাপিয়সী আজ সাহাজাদার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে সক্ষম হইয়াছে। নতুবা তাহার কি শক্তি যে, খোতনাধিপতির একমাত্র জীবন সর্ব্বস্ব পুত্রকে এইরূপ বন্দীভাবে আয়ত্ত রাখিতে পারে? পিশাচিনী যথাকালে সাহুপালের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিয়া দেখিল, জানআলম সাতিশয়

মনক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ অবস্থায় শূন্যপ্রাণে বসিয়া যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। সাহাজাদা তাহাকে দেখিয়াই মুখের হাসি হাসিয়া বিলম্বের জন্য কৃত্রিম কোপভাব প্রকাশ করিলে, সেই দুষ্টা মায়াবিনী তাঁহাকে প্রণয়াবদ্ধ করিয়াছে ভাবিয়া, সমধিক প্রীতি সহকারে পরিতুষ্ট করিতে লাগিল।

সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলে পূর্ব্বদিবসের মত খাদ্য-সামগ্রী প্রভৃতির আয়োজন হইল, সাহাজাদা ও মায়াবিনী উভয়ে আহারাদি করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে শয়ন করিল। এই ভাবেই কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

দিনে দিনে জানআলমের শরীর অবসন্নপ্রায় হইয়া পড়িল। একে সাহাজাদার মন-প্রাণ দারুণ চিন্তাবিষে জর জর, তাহাতে কামময়ীর সোহাগের ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া এবং দারুণ নিরাশায় তিনি এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার জীবনরক্ষা সঙ্কটপ্রায় হইয়া উঠিল। সাহাজাদার প্রাণের প্রতি স্নেহ মমতা ছিল না, শরীরের যে এরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তজ্জন্যও তিনি কাতর নহেন; কিন্তু এক্ষণে দিনে দিনে তাঁহার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তিনি যে, আঞ্জামান আরার সহিত মিলিত হইতে পারিবেন, সে সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। এত আশা, এত উৎসাহ সকলই বিফল হইল! যাহার জন্য তিনি আত্মীয় স্বজন ধন ঐশ্বর্য্য সকল সুখে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি রাজ্যেশ্বর হইয়াও পথের ভিখারী হইয়াছেন, যাহার প্রণয়ানুরাগী হইয়া তাঁহার মনোহর শরীর অস্থি চর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, ভাগ্যক্রমে তাহার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই হয়ত তাঁহাকে ইহসংসার ত্যাগ করিয়া

যাইতে হইবে, সাহাজাদার মনে যেন সহসা এই ভাবের উদয় হইল। তিনি পরাধীন, মায়াবিনীর ক্রীড়াপুত্তলি ; পাপিয়সী তাঁহাকে যে ভাবে চালাইবে, তাঁহাকে সেইভাবেই চলিতে হইবে। দীর্ঘকাল পিশাচিনীর আজ্ঞাবহভাবে কালযাপন করিয়া জানআলমের মনে সাতিশয় বিরক্তি জন্মিয়াছিল। যে কোন উপায়ে হউক, পাপিষ্ঠার কঠোর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে আর তাঁহার নিস্তার নাই, সাহাজাদা ইহাই স্থির করিয়া বড়ই বিচলিত হইলেন। কিন্তু ভগবানের কৃপা ব্যতীত উদ্ধারের যে অন্য উপায় নাই, তাহাও বুঝিলেন।

একদিন মায়াবিনী জানআলমের সহিত প্রণয়ালাপে নিমগ্ন রহিয়াছে, এমন সময়ে সহসা সাহাজাদার মলিন মুখ ও শীর্ণ শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পাপিয়সী মনে মনে কিঞ্চিৎ ব্যথিতা হইল। তিনি যে দিনে দিনে শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইতেছেন, দারুণ মনস্তাপানলে তাঁহার অন্তরাত্মা যে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে, সেই করুণ কাহিনী পিশাচিনীর হৃদয়ে তড়িতের মত দেখা দিয়া বিলুপ্ত হইল। পাপিয়সী সাদরে প্রণয়ীকে প্রেমালিঙ্গনে মোহিত করিয়া এরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, জানআলম বলিলেন, "তুমিও আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাও। শূন্যপ্রাণে চারি দিক শূন্য দেখি। নৃত্য সঙ্গীতে তোমার অভাব ঘুচে না।" মায়াবিনী আপনাকে প্রণয়ীর এরূপ অসুখের কারণ জানিতে পারিয়া মনে মনে সাতিশয় অনুতপ্তা হইল। ইতিপূর্ব্বে পিশাচিনী প্রেমিকের মনস্তুষ্টির জন্য সকল সহচরীকে প্রতিদিন তৎসমীপে প্রেমালাপ, সঙ্গীত, নৃত্যাদি

করিবার আদেশ দিয়াছিল, এক্ষণে অনন্যোপায় হইয়া, যে মায়াশক্তি প্রভাবে পাপিয়সী জানআলমকে আজ্ঞাবহ ভৃত্য প্রায় করিয়াছে, সেই মায়ার যাবতীয় মন্ত্রাদি প্রণয়ানুরাগে একে একে ব্যক্ত করিল; সেই সকল মন্ত্রাদি সংগ্রহই এ যাত্রার উপায় জানিয়া সাহাজাদা সাগ্রহে মায়াবিনীর নিকট হইতে সেই সমস্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

স্ত্রীজাতি যতই কুহক প্রকাশ করুক না কেন, সময়ে পুরুষের নিকট তাহাকে যে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? জানআলম একে একে পিশাচিনীর নিকট সমস্ত মন্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত মৌখিক প্রণয় দেখাইয়া এরূপ ভাবে বিমুগ্ধ করিলেন যে, পিশাচিনী নিঃশঙ্ক চিত্তে যে 'সোলেমানি নক্‌সা' কাগজ খণ্ডে মায়াবিদ্যার ক্রিয়া-কলাপাদি লিখিত ছিল, সাগ্রহে প্রণয়ানুরাগে তাহার একটী তাগা বাঁধিয়া প্রেমিকের হস্তে সযত্নে পরাইয়া দিল। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ যেরূপ কোন সুযোগে বাধা বন্ধন বিমুক্ত হইলে ভীতির কারণ হইয়া উঠে, সাহাজাদা মায়াবিনীর নিকট হইতে মায়াবিদ্যাদি হস্তগত করিয়া তাহার প্রতি বিরক্তি সূচক দৃষ্টিপাত করিলে পাপিয়সী ভীতা হইল।

কুহকিনী সাহাজাদার ভাবগতি দেখিয়া একান্ত বিষণ্ণ হইল। নিজ হস্তে আপনার উচ্ছেদের ব্যবস্থা আপনিই করিয়াছে, এক্ষণে অন্যবিধ উপায়ে রক্ষা নাই জানিয়া জানআলমের শরণাগত হইল। সাহাজাদা পাপিষ্ঠার প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া মায়াব্যূহ ভেদ হইতে সত্বর অব্যাহতি লাভের উদ্যোগী হইলেন। মায়াবিনী তৎপরে তাঁহাকে নানাবিধ

মন্ত্রবলে আয়ত্ত করিতে যথাশক্তি বিবিধ চেষ্টা পাইল; কিন্তু যাদু সম্বন্ধীয় যাবতীয় ক্রিয়াই ইতিপূর্ব্বে সাহাজাদার সংগ্রহ হওয়ায়, মায়াবিনীর তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা আর রহিল না, অগত্যা নিরুপায় হইয়া কুহকিনী মায়া কৌশলে বাদ-শাহ-পুত্রের মনোরথসিদ্ধির প্রতিবন্ধক হইতে লাগিল। জান-আলম সোলেমানি নক্‌সার প্রভাবে পাপিষ্ঠাকে এক কালে দলিত করিয়া মুক্তি লাভ করিলেন। মায়াবিনী তখন আপনার ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া নানাপ্রকারে রোদন করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জানআলম মায়াবিস্থার প্রভাবে মায়াপুরী হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া তোতার নির্দ্দিষ্ট পথানুসরণে অগ্রসর হইলেন। একাকী পথে ভ্রমণ করিতেছেন, সঙ্গের সাথী কেহ নাই যে, তাহার সহিত দুইটা কথাবার্ত্তা কহিয়া তাপিত হৃদয় জ্বালার কথঞ্চিৎ উপশম করেন। তিনি যেজন্য বাদশাহপুত্র হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, পদে পদে বিঘ্ন বিপত্তি সহ্য করিতে-ছেন, এখনও তিনি সেই চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। আঞ্জামান আরার অলৌকিক প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়-দর্পণে অহোরাত্র প্রতিবিম্বিত হইতেছে। হৃদয়ে সেই মোহিনী প্রতিমা লইয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ক্ষুধায় আহার, তৃষ্ণায় জল ব্যতীত মনুষ্যের শরীর রক্ষা হয় না। যে দিন জানআলম গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার শারীরিক সুখ সচ্ছন্দতার অভাব হইয়াছে। কয়েকমাস মায়াপুরীতে বাস করিয়া তাঁহাকে ভোজ্যা-পেয়াদির জন্য কোন অভাব অনুভব করিতে হয় নাই; কিন্তু তথায় মায়াবিনীর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া তাঁহার কষ্টের সীমা ছিল না। এক্ষণে সচ্ছন্দমনে যখন যেদিকে ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারিতেছেন। আঞ্জামান আরার অনুসন্ধানই তাঁহার একমাত্র ব্রত, এক্ষণে তদনুষ্ঠানেই তিনি সযত্ন হইয়াছেন। ক্ষুধা তৃষ্ণার অভাবজনিত ক্লেশে তাঁহাকে তাদৃশ বিচলিত করিতে পারে নাই; কিন্তু নৈসর্গিক নিয়ম ব্যতীত দেহ রক্ষা হয় না। কুহকিনীর মায়াচক্র ভেদ করিয়া সাহাজাদা পথভ্রমণে এককালে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন, অধিকন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল। জানআলম এরূপ দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াও একমাত্র বিপদের সহায় ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া কথঞ্চিৎ যেন নিশ্চিন্ত ছিলেন; অগ্রসর হইতে তাঁহার ইচ্ছা সমধিক বলবতী হইয়া ছিল। তিনি ক্ষুৎ পিপাসায় ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াও অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। অনাথের নাথ পতিতপাবনের নাম স্মরণ করিলে জীবের আর দুর্গতি থাকে না। সাহাজাদা কিঞ্চিৎ পথ যাইয়াই সম্মুখে অপরূপ শোভাসংযুক্ত এক ময়দান দেখিতে পাইলেন। হরিদ্বর্ণ তৃণাচ্ছাদিত মাঠের শোভা সন্দর্শনে তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল। তিনি অবিলম্বে ময়দানে পৌঁছিলেন। তথায় মৃদুমন্দ পবন সেবনে তাঁহার শরীর স্নিগ্ধ হইল। চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃক্ষলতাদিতে

সদ্যজাত প্রসূনরাশি প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। সহসা দেখিলেই অনুমান হয় যে, মনুষ্যের বুদ্ধি কৌশলেই এরূপ সুচারুভাবে তরু লতাদি সজ্জিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎসমুদয়ই স্বভাব-জাত। তথায় লোকের আদৌ সমাগম নাই! কে তথায় স্তরে স্তরে বৃক্ষ লতাদি এরূপ পরিপাটি ভাবে সাজাইয়া প্রকৃতি সুন্দরীর শোভা বৃদ্ধি করিবে? প্রকৃতপক্ষে স্থানটী অতীব মনোহর। বৃক্ষ লতাদির পার্শ্বে পার্শ্বে লহরমালায় সুনির্ম্মল জলরাশি দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইতেছে। তিনি তথায় ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

সারাদিন পথশ্রমে শরীরও অবসন্ন প্রায় হইয়াছে, সাহাজাদা চলৎশক্তি বিহীন হইয়াছেন। সূর্য্যদেব অস্তমিত প্রায়, অচিরে লোকালয় তিমিরজালে আবৃত হইবে। পথ ঘাট কিছুমাত্র দৃষ্টিপথে পতিত হইবে না। সাহাজাদার প্রাণের প্রতি মমতা না থাকিলেও বিদেশে মাঠের মধ্যে রাত্রিযাপন কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া বহুকষ্টে অগ্রসর হইলেন। কিঞ্চিৎ দূর যাইয়াই সম্মুখে এক সুশোভিত পুষ্পোদ্যান দেখিতে পাইলেন। একবার কুসুমকাননে প্রবেশ করিয়া মায়াপুরীতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, মায়াবিনীর কুহকে পড়িয়া তাঁহার পরিত্রাণের উপায় ছিল না। দৈবযোগে সে দুর্ব্বিপাকে অব্যাহতি পাইয়াছেন, পুনশ্চ সেই পথের অনুগামী হইতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি ক্ষণকালের জন্য দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সহসা অগণন রমণী-নূপুরধ্বনি সাহাজাদার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। জানআলম মায়াপুরীতে আবদ্ধ থাকিয়া যে কষ্টভোগ করিয়াছেন, তাহা এখনও তাঁহার স্মৃতিপথে জাগ্রত রহিয়াছে। অকস্মাৎ অসংখ্য রমণীর চরণাভরণের রুণু ঝুনু ঝঙ্কারে বিস্মিত হইয়া তিনি ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন ও হস্তস্থিত সোলেমানি নক্‌সাখানির মন্ত্রগুলি একে একে সমস্ত পাঠ করিলেন। তিনি যে মায়াবলে বলী হইয়াছেন, তাহাতে ডাকিনী পিশাচিনীগণের তাঁহার উপর আধিপত্য করিবার আর শক্তি নাই স্থির জানিয়া, সতৃষ্ণনয়নে কামিনীকুলের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। সমাগতা রমণীবৃন্দ সকলেই সমবয়স্কা, পূর্ণ যুবতী, রূপে ভুবন আলোকিত করিতেছে। জানআলম রমণীগণের অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইলেন। নারীবৃন্দের প্রত্যেকেই অসি, কৃপাণাদি বিবিধ অস্ত্রাদিতে সুসজ্জিতা, সকলেই রমণীয় বেশভূষা-ভূষিতা, সকলেই সালঙ্কৃতা। মোহিনীগণের বেশ ভূষা দেখিয়া স্বর্গীয় দেবকন্যা বা অপ্সরী বলিয়া তাঁহার সন্দেহ জন্মিল।

রমণীবৃন্দ একে একে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র তাহাদের রূপ মাধুরীতে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইল, সাহাজাদা নিস্পন্দভাবে তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এদিকে নারীগণ পুষ্পোদ্যানে সাহাজাদাকে দেখিতে পাইয়া পরস্পর তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। কেহ বলিল,—"বোধ হয় চন্দ্র আকাশ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।" দ্বিতীয়া প্রথমাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিল, "না—না, তোমার যেমন বুদ্ধি—সূর্য্যদেব স্বয়ং আসিয়া ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন!" তৃতীয়া দ্বিতীয়ার কথায়

বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "দূর, উনি নিশ্চয়ই স্বর্গের কোন দেবতা হইবেন! আহা কি রূপ, কি সুন্দর মুখশ্রী, কি যুগ্মভ্রূ— নিশ্চয়ই কোন দেবতা মর্ত্ত্যধামে আবির্ভূত হইয়াছেন!" এই ভাবে রমণীবৃন্দের মধ্যে সাহাজাদা সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। পরিশেষে জনৈক রমণী বলিল, "তোমাদের সব চক্ষুর দোষ হইয়াছে, সম্মুখে দিব্যকান্তি পুরুষটী দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর তোমরা আপন মনে কত কথাই বল্‌চ।" রমণীকুল একে একে দলবদ্ধ হইয়া সাহাজাদার সম্মুখ দিয়া চলিয়া আসিলে, পশ্চাতে কয়েকজন সুসজ্জিতা নারীপরিবৃতা একখানি শিবিকারোহণে আর একটী রমণী দেখা দিল। শিবিকারূঢ়া রমণী সাহাজাদার সন্নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতে, উভয়ের চক্ষু উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায়, দর্শনমাত্র উভয়ে উভয়ের প্রেমপিপাসু হইলেন; কিন্তু সাহাজাদা যে মূর্ত্তি হৃদয়ে ধরিয়া সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন; সে চিত্র এখনও পূর্ণভাবে তাঁহার অধিকৃত স্থানে একাধিপত্য করিতেছিল।

যে রমণী শিবিকারোহণে সাহাজাদা সমীপে উপনীতা হইলেন, তাঁহার নাম মেহের নিগার। তিনিও বাদশাহকুমারী— অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী। ইতিপূর্ব্বে যে চারি পাঁচশত সুসজ্জিতা পূর্ণ যুবতী জানআলমের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা সকলেই সাহাজাদী মেহের নিগারের সহচরী। তিনি তাহাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী। এক্ষণে সাহাজাদী জনৈক সহচরীকে জানআলম সমীপে উপস্থিত হইয়া সেখানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার কথামত সহচরী সাহাজাদার সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রশ্ন করিল, "আপনার কোথা

হইতে আসা হইয়াছে, আপনি কি বিপদ্গ্রস্ত হইয়া এস্থানে আসিয়াছেন ?” সহচরীর কথায় জানআলম মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, “বিপদ আমার শক্রর হউক। আমি স্বেচ্ছায় এখানে উপস্থিত হইয়াছি। কোথা হইতে আসিয়াছি—কেন—কি বৃত্তান্ত—সে কথায় তোমার প্রয়োজন কি ?” আগন্তুকের কথায় সহচরী অপ্রভিত হইয়া দণ্ডায়মানা রহিল। তাহা দেখিয়া সাহাজাদী স্বয়ং জানআলমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! আপনার কোথা হইতে আসা হইয়াছে, এখানেই বা উপস্থিত হইবার কারণ কি ?—সহচরী আপনাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করায় আপনি তাহাকে বিরক্তিসহ তিরস্কার করিলেন, ইহাই কি ভদ্রতার রীতি ?”

জানআলম সাহাজাদীর কথায় পুনশ্চ মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, “আমি সমতুল্য ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দিই, অন্যের প্রশ্নে দিতে ইচ্ছা করি না।”

মেহের নিগার। ভাল, আমি মহাশয়কে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বড়লোক, অবশ্য দাসীর কথায় উত্তর না দিতে পারেন; কিন্তু আমি বাদশাহকুমারী, এই সমস্ত ভূখণ্ড লোক জন সমস্তের আমিই এক মাত্র অধিশ্বরী। এক্ষণে আমি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছি. আপনি কোথা হইতে এ সময়ে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ?

জানআলম। আপনি শিবিকারোহণে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, ইহাই কি ভদ্রের রীতি ? আর আপনি ও আপনার সহচরীবৃন্দ সকলেই পূর্ণ যুবতী, এরূপ অবস্থায় পরপুরুষের সহিত এভাবে কথাবার্ত্তা কি যুক্তি সঙ্গত ?

তদ্দণ্ডে সাহাজাদী মেহের নিগার শিবিকা হইতে অবতীর্ণা হইয়া জানআলমের সমীপবর্ত্তী হইয়া মিষ্টালাপে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। উভয়ের সহিত উভয়ের কত কথাবার্ত্তা হইল। কত হাসির লহরী উঠিল, কত প্রণয়োচ্ছ্বাসে উভয়ে মাতোয়ারা হইলেন। মেহের নিগার জানআলমসহ যেরূপ প্রণয়ালাপে মত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সখিগণের স্পষ্টতঃ অনুমান হইয়াছিল যে, বাদশাহ-কুমারী আগন্তুকের প্রণয়াসক্ত হইয়াছেন। সহসা সাহাজাদী এরূপ বিদেশীকে প্রাণ সমর্পণ করিলেন দেখিয়া, তাহাদের মধ্যে কত কথা উঠিতে লাগিল। রূপেগুণে, কুলেশীলে জানআলম কোন অংশেই মেহের নিগারের অযোগ্য ছিলেন না। সাহাজাদীর মন তাঁহাতে যে স্বতঃই আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? অদম্য প্রণয় বাসনায় বাদশাহ-পুত্র সংসার বিরাগী, অতৃপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় তিনি উদাসীন। প্রণয়িনীর দর্শন লালসায় তিনি পরিব্রাজক, এ সকল কথা তখনও সাহাজাদীর অবিদিত ছিল। কিন্তু আদর আতিথ্যে, স্নেহ যত্নে, বনের পশু পক্ষীও বশ্যতা স্বীকার করে; আর এরূপ পুরুষ-রত্ন হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসার বিনিময়ে তাঁহাকে কি এক বিন্দুও স্নেহ দানে বঞ্চিত করিবেন? না,—ইহা কখনও হইতে পারে না। যাহার স্বভাব সুন্দর, সে তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারে না। ভালবাসা, যাহার স্বভাব—সে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। যাহার হৃদয় প্রেমময়, সে প্রেম বিতরণ না করিয়া থাকিতে পারে না। বাদশাহ-পুত্র তবে কেন তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন? নির্ম্মমের ন্যায় কেন তাঁহার শত সুখ স্বপ্নের মোহিনী-মালা ছিন্ন

ভিন্ন করিবেন? নিষ্ঠুরের ন্যায় কেন তাঁহার নবোদ্গত প্রেম-কলিকার উচ্ছেদ সাধন করিবেন? কৌশল ক্রমে তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণ করাইতে পারিলে আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে। এই আশার ছলনায় সাহাজাদী তজ্জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইলেন; এবং সাহাজাদা যদি তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ না করেন, এই আশঙ্কায় ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগানন্তর আপনার হৃদয়ের সাগ্রহ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নিকট জানাইয়া বলিলেন, "অতিথি সৎকার সংসারের সার ব্রত, অভ্যাগতের সম্মান গৃহিগণের মঙ্গল নিদান। আপনার নিকট এ সকলের উল্লেখ ধৃষ্টতা মাত্র।" জানআলম একে পথশ্রমে শ্রান্ত, ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত, তাহাতে আবার সাহাজাদীর সাগ্রহ নিমন্ত্রণ! তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মেহের নিগার পরমানন্দে জানআলম সমভিব্যাহারে সহচরীবৃন্দ সহ পদব্রজে প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। বাহকগণ শূন্য শিবিকা পশ্চাতে আনিতে লাগিল, যাইতে যাইতে সাহাজাদী নানাপ্রকারে তাঁহার প্রীতি বিধানে প্রয়াস পাইলেন। অবিলম্বে তাঁহারা আনন্দ-নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। জানআলমকে আনন্দ-নিকেতনে আনিয়া যেন কত জনমের সাধনার ধন গৃহে পাইয়াছেন ভাবিয়া মেহের নিগার আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

সাহাজাদা আনন্দ-নিকেতনের অদূর হইতেই নানাজাতীয় সুরভি কুসুমের অপূর্ব্ব পরিমলে বিমুগ্ধ হইয়া ছিলেন, সখীগণ পরিবৃতা সাহাজাদীর শিষ্টাচারও অসামান্য, কিন্তু এক্ষণে আনন্দ-নিকেতনে প্রবেশ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। দ্বারদেশে সারি সারি রূপসী প্রহরী কুসুমসাজে সজ্জিতা আর সুশোভিত

সুবাসে সমাচ্ছন্ন। নীল পীত লোহিত হরিতাদি বিচিত্র বর্ণের দীপাবলী সুসজ্জিত হইয়া শত ইন্দ্র ধনু শোভা ধারণ করিয়াছে। কোথাও আলোকের সরোবরে আলোকের শতদল ফুটিয়াছে, অপূর্ব্ব সুবাস ছুটিয়াছে, আলোকসজ্জায় পশু-পক্ষী, আলোক মালার কেলিকুটির। আর নিম্নে গৃহ-তলে প্রশস্ত বিচিত্র-শয্যায় অসংখ্য জীবন্ত চিত্র; সকলেই অকলঙ্ক শশীমুখী ষোড়শী রূপসী মোহিনী-প্রতিমা। কেহ বা বেণু বীণা মুরজ মন্দিরা হস্তে বসিয়া রহিয়াছে, কেহ বা দাঁড়াইয়া যেন কিসের প্রতীক্ষা করিতেছে। জ্ঞান আলম মোহ মদিরায় অবশ, বিহ্বল অচেতনপ্রায় হইলেন। সাহাজাদী পরম প্রেমভরে স্বহস্তে ধরিয়া তাঁহাকে এক বিচিত্র সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া আপনিও উঁহার এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

অমনি শত সুন্দরীচরণের নূপুর নিক্কণের সহিত বেণু বীণাদি ঝঙ্কারিয়া উঠিল, নৃত্যশীলা স্থির সৌদামিনীদিগের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের লহরী খেলিল; আবার সেই অনন্ত আবেশময় মুহূর্ত্তে সঙ্গীতের তরঙ্গ বহিল। সে সঙ্গীত বিচিত্র, বিহ্বলতাময়, বিশ্ববিমোহন। সেই সুসজ্জিত গৃহতলে, সেই রূপসী-মণ্ডলীর মধ্যে, সেই মোহন সঙ্গীত তরঙ্গে জ্ঞান আলম আত্মহারা হইলেন। সুযোগ বুঝিয়া সাহাজাদী অমনি সুবর্ণ পাত্রে সুবাসিত সুরা ঢালিয়া জ্ঞান আলমের মুখে ধরিয়া প্রেমভরে বলিলেন,—সখা! অনন্ত সুখের সুধা সাগরে কেন একা ভাসিবে! আমি তোমার সহচরী দাসী। সে স্পর্শ, সে ব্যাকুলতা, সে আত্ম সমর্পণ সেই সমবেত সঙ্গীত অপেক্ষাও সুমধুর, সুমোহন সঞ্জীবন। সাহাজাদা বিমোহিত হইলেন। পরমসুখে অর্দ্ধ

নিদ্রিত, অর্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায় সে সুখনিশি অতিবাহিত হইল।

সুখনিশি প্রভাতে সুখস্বপ্ন ভঙ্গের ন্যায় জান আলম সহসা চমকিত হইলেন। অতীত কাহিনী একে একে তাঁহার স্মৃতি পথে উদিত হইল। যে জন্য তিনি সংসার ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন, স্মরণ হইল। যাহার জন্য তিনি আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, জনক জননী, প্রেমময়ী প্রণয়িনী, সমস্ত সুখ সম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন ভাবে বিদেশে নানা কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছেন, তাঁহার তত্ত্ব না লইয়া রমণী মণ্ডলী মধ্যে বিলাস তরঙ্গে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন দেখিয়া লজ্জিত হইলেন এবং যে পর্য্যন্ত স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, ততদিন সর্ব্বপ্রকার ভোগ সুখে বিরত থাকিবেন, বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। আঞ্জামান আরাই তাঁহার জীবনের ধ্রুব তারা। মেহের নিগার যদিও প্রেমময়ী, রূপে গুণে যদিও তিনি অসামান্যা, কিন্তু কৈ, তাহাতে ত তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূরিল না। জান আলমের হৃদয় এইরূপ চিন্তায় আন্দোলিত হইলেও মৌখিক মিষ্টালাপে তিনি সাহাজাদীর প্রীতি সম্পাদনে যত্নের ক্রটী করিতেছিলেন না। কিন্তু হৃদয়ের প্রজ্বলিত দাবানল কতক্ষণ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে? তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্যও অধিকক্ষণ অলক্ষিত রহিল না। মেহের নিগারের প্রধানা সহচরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট তাঁহার কাপট্য প্রচ্ছন্ন রহিল না। সহচরী তাঁহার চিত্ত বিকারের উল্লেখ করিয়া কৌতুক বিস্ফারিত নয়নে সাগ্রহে বলিলেন, "সাহাজাদা! দেবদুর্ল্লভ পারিজাতেও কি আপনার মনস্তুষ্টি হইল না! ভুবনমোহিনীর মোহিনী-

প্রতিমাও কি আপনার চিত্তমালিন্য বিদূরীত করিতে পারিল না। প্রেম পুত্তলির প্রেমদানেও কি আপনার হৃদয়ের শান্তিলাভ ঘটিল না। ছি! সাহাজাদা আপনি প্রেমিক হইয়াও অপ্রেমিক!” মেহের নিগার সহচরীর কথায় বাধা দিয়া সলজ্জভাবে বলিলেন “সখি! অকারণ কেন উঁহাকে ভৎসনা কর। আমার মন প্রাণ ঐ চরণে সমর্পণ করিয়া আমি আপনি সুখী, আমার সুখে উঁহার কি তৃপ্তি? ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে; আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা হইল। উঁহাকে কেন দোষ দাও!” জান আলম সেই কাতর বচনে ব্যথিত হইলেন, কিন্তু হৃদয়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সেই রূপসীর অশ্রুধারায় ভাসাইবেন না, স্থির করিলেন।

প্রণয়ীর সেই ভাব দেখিয়া সাহাজাদীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি অন্তরের জ্বালা অন্তরে রাখিয়া মৌখিক হাস্য প্রেমালাপে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! আপনাকে একটী কথার উত্তর দিতে হইবে। যে ঈশ্বরের কৃপায় আপনি দুর্লভ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার অনুগ্রহে আপনি সুখময় পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার শপথ, আপনি আমাকে সত্য করিয়া বলুন, আপনার এই ক্ষুণ্ণতার কারণ কি? কে আপনাকে এ মর্ম্মব্যথায় ব্যথিত করিয়াছে? কেন বা এ তরুণ বয়সে সংসারত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসীর মত দেশবিদেশে বেড়াইতেছেন? আমার আর অন্য কামনা নাই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই প্রশ্নের উত্তরদানে সুখী করুন।”

জান আলম। সাহাজাদি! আমার পরিচয় আপনাকে কি জানাইব? আমি খোতন রাজ্যের স্বনাম খ্যাত মহাত্মা

ফিরোজ বক্ত বাদশাহের একমাত্র পুত্র। ধন সমৃদ্ধি পূর্ণ মহানগরী ফসুহৎ আবাদ আমাদের রাজধানী। আমি পিতা মাতার একমাত্র নয়ন পুত্তলী। তাঁহাদের কৃপায় আমার শিক্ষা হইয়াছে, গুরুজনের প্রসাদে সাধ্বী সতী পতিব্রতা আমায় পতিত্বে বরণ করিয়াছে, কিন্তু গ্রহ বৈগুণ্যে বাজারে বেড়াইতে যাইয়া এক ব্যক্তির হস্তে একটী অপরূপ তোতা দেখিতে পাই; পক্ষী মনুষ্যের মত কথা কহে শুনিয়া বিমুগ্ধ হই। বহু অর্থ ব্যয়ে সেই পক্ষীটিকে সংগ্রহ করি; কিন্তু সেই তোতাই আমার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে! আদরের পক্ষী আদরিণীর হস্তে সমর্পণ করি। সহধর্ম্মিণীও তোতার কথা শুনিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করেন। দিনে দিনে তোতা প্রিয়ার প্রিয় সঙ্গিনী ভাবে উপকথায় তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে থাকে। প্রেমময়ী তোতাকে প্রাণসম ভালবাসিতেন, কতই আদর যত্ন করিতেন। এক দিন কথায় কথায় প্রিয়ার সহিত তোতার মনোবিবাদ হয়। সামান্য জীব আমার প্রিয়াকে অবজ্ঞাসূচক কত কথাই বলিতে থাকে; কথাচ্ছলে আজায়েব জার নিগারের আঞ্জামান আরার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের কথা তাহার মুখে ব্যক্ত হয়। সেই জগন্মোহিনীর সাক্ষাৎ লালসায় আমার এই অবস্থা! এখন আপনার পরিচয় প্রদানে আমাকে পরিতৃপ্ত করুন।

মেহের নিগার। আপনি যে আঞ্জামান আরার কথা বলিলেন, সত্যই তিনি ভুবন মোহিনী। জগতে তাঁহার সদৃশ রূপসী আর নাই। আপনি তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় সংসার ত্যাগী হইয়াছেন, দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছেন,--ঈশ্বর করুন, আপনার মনস্কামনা

পূর্ণ হউক। আমি আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইলেও এরূপ প্রণয়পথের কণ্টক হইতে ইচ্ছা করি না। আমার বিষয় আপনাকে আর কি জানাইব? পিতা আমার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, অসংখ্য নরপতি তাঁহার অনুগত; সুবিশাল রাজ্য তাঁহার অধিকার ভুক্ত, আমি তাঁহার একমাত্র দুহিতা। পুত্র-রত্ন লাভে বঞ্চিত হইয়া পিতা মহাশয় সংসার ত্যাগ বাসনায় নৃপবৃন্দকে রাজ্য বিভক্ত করিয়া দেন; ধন ঐশ্বর্য্যে বীতস্পৃহ হইয়া জীবনের অবশিষ্টকাল নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তায় যাপন করিতে সঙ্কল্প করেন। সংসারের একমাত্র মায়াবন্ধন আমাকে পাত্রস্থ করিতে পারিলেই তাঁহার সকল বিভ্রাট ঘুচিয়া যায়। পাত্রানুসন্ধানে উদ্যোগী হইলে আমি তাঁহার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া পিতার বৈরাগ্য ব্রতের বিরোধী হই; যে পিতার স্নেহ যত্নে আমার জীবন, সেই পিতা জন্মের মত ত্যাগ করিয়া যাইবেন, এ জীবনে তাঁহার সহিত আর দেখা হইবে না, এই ভাবিয়া আমি পতি গৃহে যাওয়াপেক্ষা পিতৃপদ সেবায় জীবন উৎসর্গে প্রয়াস হইয়া তাঁহার নিকট সকাতরে মনোভাব ব্যক্ত করি। সদাশয় পিতৃদেব আমার কথায় সম্মত হইয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়া এই স্থানে নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তায় দিনাতিপাত করিতেছেন।

জান আলম। প্রিয়ম্বদে! আমি তোমার মিষ্টালাপে চরিতার্থ হইলাম। ঈশ্বর করুন, যদি পূর্ণ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসি, তাহা হইলে তোমার অভিলাষও পূর্ণ হইবে। আমি তোমাকে অসুখী করিয়া সুখী হইব না। কিন্তু আমার অবস্থা তুমিত সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছ।

সাহাজাদার কথায় মেহের নিগারের বিষণ্ণ ভাবের কথঞ্চিৎ উপশম হইল।

জান আলম। সাহাজাদি! আমি তোমার গুণে আবদ্ধ ও রূপে মোহিত হইয়াছি। তোমার নিকট বিদায় লইয়া কখনই আমি সুখী হইতে পারিব না। আমার জন্য তুমি যেমন কাতর হইবে, আমিও তোমার অদর্শনে সেই ব্যথা সহ্য করিব। তবে আমি নিরুপায়; আঞ্জামান আরার দর্শন লালসায় গৃহত্যাগী হইয়াছি, একবার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়। প্রেমময়ি! প্রত্যাগমনকালে উভয়ে মিলিত হইয়া যেন সুখী হই! জীবন থাকিতে তোমার কথা ভুলিতে পারিব না—এখন বিদায় হই।

মেহের নিগার। প্রাণেশ্বর! প্রাণ আপনাতেই অর্পিত হইয়াছে, আপনারই মোহনমূর্ত্তি হৃদয়চিত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে, এখন কোন প্রাণে বিদায় দিব? আমার হৃদয়ের হৃদয় প্রাণের প্রাণ তুমি! তোমাকে বিদায় দিব। আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। সবই তোমার, তোমার গতিরোধের শক্তি আমার নাই।

জান আলম। হৃদয়েশ্বরি! আমার অবস্থা তোমার ত কিছুই অবিদিত নাই; আমার উদ্দেশ্য সাধনে তুমি প্রতিবন্ধক হইলে, আমাকে মনস্তাপে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে হইবে। এক্ষণে বিদায় দাও। কার্য্য সিদ্ধ হইলে আবার আসিয়া যেন হাসিমুখ দেখিতে পাই।

মেহের নিগার। অভাগিনীকে শোকনীরে ভাসাইয়া যদি একান্তই আপনাকে যাইতে হয়, কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা

করুন। আমার পিতা পরম দয়ালু ও ধার্ম্মিক মহাপুরুষ; তাঁহার সহিত একবার দেখা করিয়া যাউন। কতকালে আবার সাক্ষাৎ হইবে, তাহার ত কিছুই স্থির নাই। পিতৃদেব আপনাকে দেখিয়া কতই আনন্দিত হইবেন, তাঁহার সহিত আপনার আলাপ পরিচয়ে বিশেষ উপকার হইবে। তিনি সর্ব্ব গুণ বিশারদ ও সুপণ্ডিত; বহুকাল হইতে পৃথিবীর রীতি নীতি দেখিয়া আসিতেছেন। আপনি পথিমধ্যে যে সকল বিঘ্ন বিপত্তির কথা বলিয়াছেন, সে সকল মায়াবিদ্যাও তাঁহার অবিদিত নহে।

প্রণয়িনীর কথায় জান আলম তাঁহার পিতার সহিত দেখা করিতে সম্মত হইলে, যুবতী তাঁহার প্রিয়সখীর সহিত প্রাণেশ্বরকে পিতৃ সমীপে পাঠাইয়া অনিমেষ লোচনে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি এরূপ প্রণয় বিহ্বলা হইয়াছিলেন যে, জান আলম তাঁহার হৃদয়দেশ এককালে অধিকার করিয়াছিলেন। যতক্ষণ সাহাজাদাকে দেখিতে পাইলেন, তিনি অনন্য মনে এক দৃষ্টিতে তাঁহাকেই দেখিতে লাগিলেন।

সহচরী সহ জান আলম মেহের নিগারের পিতৃ দর্শনে যাইয়া সম্মুখে সুরম্য মসজীদ দর্শনে বিস্মিত হইলেন। মর্ম্মর প্রস্তর খচিত গৃহতল, যেন মণি মুক্তাকে উপহাস করিতেছে। গৃহটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্রবেশ করিবামাত্রই আগন্তুকের মনে আনন্দ ও ভক্তির সঞ্চার হয়। গৃহাভ্যন্তরে একজন প্রাচীন, শুভ্র পরিচ্ছদে বিভূষিত; তিনি পশ্চিমমুখী হইয়া স্বীয় ধর্ম্মানুসারে প্রাতঃক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করিতেছেন। চতুর্দ্দিক নীরব ও নিস্তব্ধ। পরিচারিকা জান আলমকে মসজীদ দেখা-

ইয়া দিয়াই সে স্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। সাহাজাদা বৃদ্ধের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার অপেক্ষায় স্থাণুর ন্যায় দ্বারদেশের কিঞ্চিংদূরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৃদ্ধের ভজনাদি সমাপ্ত হইলে জান আলম তাঁহার সম্মুখীন হইয়া ভক্তি সহকারে অভিবাদন করিলেন। তিনিও প্রত্যাভিবাদন করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "বৎস! তুমি যে জন্য গৃহত্যাগী হইয়াছ, তাহা আমি সাবশেষ অবগত আছি; ঈশ্বর প্রসাদে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক। গতরাত্রিতে আমার কন্যার সহিত তোমার যে আলাপ পরিচয় হইয়াছে, তাহাও আমি জ্ঞাত আছি। আশীর্ব্বাদ করি—তোমার উদ্দেশ্য সফল হউক। মেহের নিগার আমার একমাত্র জীবন সম্বল, সংসারে আমার কন্যারত্নই একমাত্র অবলম্বন। মেহের নিগার তোমার প্রণয়াসক্ত হইয়াছে। তাই বলি বৎস! আমার এই অন্ধের নয়ন প্রাণ পুত্তলি তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। তাহার চিত্তবিনোদনে তুমি সচেষ্ট থাকিও। স্বামীর সোহাগ স্ত্রীজাতির প্রধান প্রার্থনায়। কুমারী যখন মনে মনে তোমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তখন তুমিই তাহার স্বামী। আজ হইতেই তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিও, তাহার রক্ষণাবেক্ষণে দৃষ্টি রাখিও। সংসারে রমণীর স্বামী সেবাই সার ব্রত, মেহের নিগার আমার সর্ব্ব সুলক্ষণা; তাহার সদাচারে অবশ্যই তুমি তুষ্ট হইবে। কিন্তু আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিও—তাহাকে কখন অযত্ন করিও না। জার নিগার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তুমি তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইও। আমার দুহিতাও তোমার

অদর্শনে ক্ষুণ্ণমনা থাকিবে—এ বৃদ্ধের আর কেহ নাই, তাহার সুখেই আমার সুখ। তুমি জার নিগার হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুহিতার পাণিগ্রহণ করিলেই আমি সুখী হইব। পথিমধ্যে বিবিধ বিঘ্ন বিপত্তির সম্ভাবনা আছে। তোমাকে একখানি কাষ্ঠফলক দিতেছি। বিশেষ যত্ন করিয়া ইহা রক্ষা করিও। কোন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিলে এই কাষ্ঠফলক-খানির প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রই তাহার প্রকোপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। আমার নিকট তোমার বিলম্ব করিবার আর প্রয়োজন নাই। আশীর্ব্বাদ করি, আঞ্জামান আরার সহিত মিলিত হইয়া সত্বর এখানে ফিরিয়া আইস।”

জান আলম মেহের নিগারের পিতৃদত্ত কাষ্ঠফলক খানি গ্রহণ করিয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। মেহের নিগার প্রাণেশ্বরকে পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিতে দেখিয়া, সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; সেই দৃষ্টি প্রেমময়, প্রীতিময় পবিত্রতাময় ও কাতরতাব্যঞ্জক।

জান আলম বৃদ্ধের নিকট যাইবার সময়ে সাহাজাদীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই। প্রণয়িনী তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন জানিয়া তিনি সত্বর তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। মেহের নিগার প্রাণকান্তকে পুনরায় দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। কিন্তু যাঁহাকে নয়নে নয়নে রাখিয়াও হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, যে রূপে তিনি বিমুগ্ধা, ক্ষণবিলম্বে সেই হৃদয়েশ্বর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হইবেন, পরস্পর আর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না,

এই সকল চিন্তায় তিনি এককালে শোকাকুলা হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণে সাহাজাদী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য জানআলমকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। সাহাজাদা বিদেশ বিভূমিতে যাত্রা করিতেছেন, রমণীসহ এরূপ ভ্রমণে বিপদের সম্ভাবনা আছে উল্লেখ করিয়া মেহের নিগারকে বিস্তর বুঝাইলেন। তথাচ সাহাজাদী পুনঃ পুনঃ আকিঞ্চন করিতে লাগিলেন ; তিনি বলিলেন, "আমি আপনার দাসী আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত হইলে পদসেবা করিয়া শ্রান্তি দূর করিব ; আমায় সঙ্গে লইয়া চলুন। আপনার অদর্শনে এ স্থান আমার পক্ষে মরুভূমি প্রায় বোধ হইবে, আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না।" তাঁহারা উভয়ে বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ না হইলেও পরস্পর এরূপ প্রণয় মিলনে মিলিত হইয়াছেন যে, একের কাতরতায় অন্যের প্রাণ দ্রব হইল। কিন্তু জান আলম যে অভিপ্রায়ে বিদেশে আসিয়াছেন, তাহাতে পরিণামে তাঁহার অদৃষ্টে যে কি ফল দাঁড়াইবে, তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে এরূপ অবস্থায় তিনি অধিকতর বিপদগ্রস্ত হইবেন, এইরূপ নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে তিনি মেহের নিগারকে তুষ্ট করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

জান আলমের সহিত মেহের নিগারের মনোমিলন হওয়ায়, প্রাণেশ্বরের বিদায় গ্রহণ কালে, সাহাজাদী সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। যতক্ষণ দেখিতে পাইলেন, পলকত্যাগ না করিয়া নিস্পন্দভাবে রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সাহজাদা তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলেন। মেহের

নিগার মনোভাব আর সঙ্গোপন করিতে না পারিয়া ব্যাকুল হইয়া প্রিয়তমের উদ্দেশে রোদন করিতে লাগিলেন।" লজ্জা সম্ভ্রম, লোক গঞ্জনা উপেক্ষা করিয়া এক মনে এক প্রাণে এতক্ষণ যাঁহার রূপরাশি দর্শনে তাঁহার নয়ন পরিতৃপ্ত হইতে ছিল, যাঁহার দর্শনে তিনি স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেছিলেন, সহসা তিনি অবলার প্রাণে শক্তিশেল হানিয়া চলিয়া গেলেন। সাহাজাদী জান আলমের বিষয়ে এইরূপ যতই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই তাঁহার অশান্তির বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সহচরীগণ বাদশাহ কুমারীর এরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রবোধ বাক্যে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিলেও কিছুতেই তাঁহার মন সান্ত্বনা মানিল না। সখীগণ সকলেই ম্রিয়মানা হইল, ক্ষণকাল পরে প্রধানা সহচরী আক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তরুণ তাপসের প্রতি আত্ম সমর্পণ করিয়াই আজ সাহাজাদীর এ দুর্দ্দশা।" তাহার কথায় বাধা দিয়া আর এক রমণী বলিল, "না না সাহাজাদা সেরূপ নীচ প্রকৃতির লোক নহেন, তিনি অবশ্য সত্বর আসিয়া প্রিয়সখীকে পরিতুষ্ট করিবেন। তিনি কি ইহার অন্যথা করিতে পারেন?" এইরূপ কথোপকথনে সখীগণ সকলেই মেহের নিগারের মনস্তুষ্টির প্রয়াস পাইল। সকলেই সাহাজাদীর মনস্তুষ্টির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মেহের নিগারের নিকট বিদায় হইয়া জান আলম জার নিগার উদ্দেশে পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এখনও প্রায় চল্লিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণীর মনে কষ্ট দিয়া জান আলমও কাতর হইয়াছিলেন। আঞ্জামান আরার সহিত মিলন বাসনায় তিনি আত্মসুখে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তিনি প্রণয় সাধনায় সংসার বৈরাগী হইয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম যত কিছু সমস্তই মনমোহিনীর প্রণয় পিপাসায় পরিণত হইয়াছে। তিনি প্রণয়িনীর প্রিয়মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে তোতার নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে পথের পথিক হইয়াছেন, তাহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা বা জীবনের আশঙ্কা কিছুই নাই। তিনি অনবরত চলিতেছেন। পথশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া সময়ে সময়ে বিশ্রাম করিতেছেন, আবার কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন।

বাদশাহপুত্র জান আলম চিরকাল আদর যত্নে লালিত পালিত হইয়াছেন, দুঃখের লেশমাত্রও সহ্য করেন নাই। তাঁহার পরিচর্য্যায় কত শত দাস দাসী নিযুক্ত ছিল, প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াই তাঁহার এ দুর্দ্দশা হইয়াছে। তিনি আঞ্জামান আরার চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া এক একবার আপনার গত জীবনের কথা ভাবিতেছেন। প্রিয় বন্ধু উজীর পুত্রের বিরহে তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইতেছে। শিবিকা, শকট ও অশ্বারোহণে এতাবৎকাল বিহার করিয়া গ্রহ বৈগুণ্যে এক্ষণে তাঁহাকে পদব্রজে বেড়াইয়া

দিনাতিপাত করিতে হইতেছে; পথিপ্রাপ্ত ফলমূলে জঠরানল নিবারিত হইতেছে; ঘোরতামসী রজনীতে সেই বিজন প্রান্তর মধ্যেই ভূমিতলে রাত্রি যাপিত হইতেছে। এইরূপে দুই দিবস অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিবসে অগ্রসর হইতে হইতে উত্তর দিকে বিচিত্র জ্যোতির বিকাশ দেখিতে পাইলেন; তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। অকস্মাৎ অলৌকিক আলোকচ্ছটা কোথা হইতে আসিল,—পুনশ্চ কি তিনি কোন ঐন্দ্রজালিক দেশে নীত হইয়াছেন, এই ভাবিয়া কথঞ্চিৎ বিচলিতও হইলেন। কিন্তু আলোকমালার মনোহর রশ্মি তাঁহার চিত্তকে এরূপ আকৃষ্ট করিল যে, তিনি তদভিমুখেই অগ্রসর হইলেন; যতই যাইতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর আশা আগ্রহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি সাগ্রহে আরও অগ্রসর হইয়া অবশেষে দেখিতে পাইলেন যে, বিবিধ মণি মাণিক্য খচিত সৌধ কিরীটিনী নগরীর এক তোরণদ্বারে সমাগত হইয়াছেন। সিংহদ্বারে অশ্বারোহী, পদাতিক প্রভৃতি অগণন সৈন্য সজ্জিত :—একদল আসিতেছে, একদল যাইতেছে, তাহাদের বিরাম নাই। অদূরে অত্যুচ্চ দুর্গ, তথায় স্তরে স্তরে ভিন্ন ভিন্ন গঠনের গোলা, কামান প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ সজ্জিত রহিয়াছে। অসংখ্য সেনা স্থানে স্থানে সুসজ্জিতভাবে যেন যুদ্ধের অপেক্ষা করিতেছে; তিনি পরিখার সুবন্দোবস্ত দেখিয়া বিমোহিত হইলেন।

সাহাজাদা তোরণরক্ষক দিগের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রবেশাধিকারের প্রার্থী হইলে, তাহারা সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁহার শুভাগমনের জন্য, আকিঞ্চন করিল। তিনি যে জারুনিগারে

উপস্থিত হইবার জন্য এতদিন এত কষ্ট সহ্য করিতে ছিলেন, দারুণ পথশ্রমেও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, প্রহরিমুখে শুনিলেন, এত দিনের পর তিনি সেই অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। অবগত হইয়া তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অবিরলধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। নগরের তোরণদ্বার বহুমূল্য মণি মুক্তাদিতে খচিত ছিল, জানআলম তোরণের শোভা দেখিয়াই মোহিত হইলেন এবং তিনি যে জগদীশ্বরের অনুগ্রহে সেস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইয়াছেন, এক্ষণে প্রণয়িনীর সাক্ষাৎ লাভে উৎসুক হইয়া সত্বরপদে রাজধানীতে প্রবিষ্ট হইলেন। সুন্দর সুদৃশ্য পথপার্শ্বে বিবিধ দ্রব্যপরিপূর্ণ বিপণিশ্রেণী। তিনি বিদেশী হইলেও, নগরবাসিগণ সাদরে তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রত্যেকেই আতিথ্যসৎকারের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তিনি নগরবাসীদিগের শিষ্টাচার ও ভদ্রতা দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। রাজপথ, বিপণিশ্রেণী প্রভৃতি সকলই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; স্থানে স্থানে নির্ঝরিণী, প্রস্রবণ ইত্যাদিতে সুশীতল সুগন্ধি সলিলরাশি অবিরল ধারে উদ্গারিত হইতেছে। তিনি যতই অগ্রসর হইলেন, ততই বিবিধ শোভায় তাঁহার চিত্ত আকুলিত হইতে লাগিল। পথিপার্শ্বস্থ ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষরাজীর সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত, অধিবাসিগণের ভদ্রতায় স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, দেশে দরিদ্রতার লেশমাত্র নাই, সকলেই স্বচ্ছন্দমনে কালাতিপাত করিতেছে।

নগরের শোভা দেখিতে দেখিতে জানআলম ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি যতই যাইতেছেন, ততই

তাঁহার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে। অবশেষে একটী সুরম্য প্রাসাদ তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। জারনিগারাধীশ্বরের ইহাই আবাসবাটী, মনে মনে অনুভব করিয়া তিনি উক্ত অট্টালিকার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তত্রস্থ প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার নিকট বাদসাহ-প্রাসাদের পরিচয় পাইয়া তিনি এককালে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু তাঁহার সুখস্বপ্ন নিমেষ মধ্যেই ভাঙ্গিয়া গেল; এত যে উৎসাহ ও অনুরাগ ভরে বিঘ্ন বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া তিনি প্রণয়িনীর অনুসন্ধানে জারনিগারে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তাঁহার আবাস বাটীর অনুসন্ধান করিলেন, অকস্মাৎ সেই বাটী হইতে দলে দলে কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদধারী লোক বহির্গত হইতেছে দেখিয়া, তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। অবশ্যই কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে নতুবা তিনি কি নিমিত্ত এ শোকচিহ্ন দেখিতে পাইলেন! যাঁহারা প্রাসাদ হইতে বাহিরে আসিতেছে, কেবল মাত্র তাহাদের পরিচ্ছদে যে দুঃখচিহ্ন এমত নহে, অধিকন্তু রাজবাটীর সকলেই ম্রিয়মাণ রহিয়াছে, কাহারও মুখে হাসির লেশমাত্রও নাই।

সাহাজাদা এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে মনে সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন, ক্ষণে ক্ষণে তিনি যেন সংজ্ঞাহারা হইতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুকাল গত হইলে খোজা মহশুব আলি খাঁ নবাব নাজির প্রাসাদের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহাকে দেখিয়া জানআলম যথাযথ অভিবাদন করিলে, খোজা সাহেব তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া সেস্থানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জানআলমের অলৌকিক দিব্য কান্তি, সদাচার ও শিষ্টালাপে নবাব নাজির

তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; এক্ষণে সাহাজাদার মুখে সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে সমধিক আদর যত্ন করিলেন। কিন্তু আগমনের কারণ জ্ঞাত হইয়া খোজা সাহেব এককালে বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। সাহাজাদা যে জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া বহু দূরের পথ খোতন হইতে জারনিগারে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, সে আপ্তা-মান আর। আর নাই! যাদুকর ইন্দ্রজাল প্রভাবে সেই ভুবনমোহিনীকে আজ চারি দিন হইল স্থানান্তরিত করিয়াছে। রাজপুরী সেই দুঃখে শান্তিহারা হইয়াছে, ঘন ঘন রোদন রোল উঠিতেছে। সাহাজাদা, খোজা নবাব নাজিরের নিকট এ অশুভ সংবাদ স্পষ্ট জ্ঞাত না হইলেও প্রাণপ্রিয়ার যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহার জানিতে বিলম্ব হইল না। তিনি সেই দারুণ সংবাদের আভাসে এককালে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলে বহুযত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে উদ্যোগী হইলেও কেহই কিছু করিতে পারিল না; তিনি সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় নিস্পন্দভাবে ধরাশায়ী হইয়া রহিলেন। তাঁহার দিব্যকান্তি দর্শনে সকলেই মনে মনে অনুতপ্ত হইলেন। একে বাদসাহ-জাদীর জন্য সকলেই বিষণ্ণ মনে কালাতিপাত করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার প্রণয়প্রার্থী আগন্তুক সুন্দর পুরুষের অকস্মাৎ এরূপ গতি হইল দেখিয়া, সকলেই অভিনব শোকাবেগে অভিভূত হইয়া পড়িল।

খোজা নবাব নাজির জারনিগারাধিপতির বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন; এইজন্য বাদসাহের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম্ম তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত থাকিত। তিনি সাহাজাদার শোচনীয়

অবস্থা দেখিয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে প্রভু সমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। বাদসাহ কন্যার বিচ্ছেদবশতঃ শোকাচ্ছন্ন হইয়া কালযাপন করিতে ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার কন্যার প্রণয়-লোলুপ হইয়া খোতনাধিপতির পুত্রের শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে শুনিয়া, তিনি সমধিক শোকগ্রস্ত হইলেন। অবিলম্বে সাহাজাদাকে তৎসমীপে উপনীত করিবার জন্য মহশুবের প্রতি আজ্ঞা হইল, বাদসাহের আদেশ মত জান-আলমকে অবিলম্বে তথায় আনয়ন করা হইল।

জার নিগারেশ্বর সাহাজাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই সুন্দর মুখশ্রী ও দিব্যকান্তি দেখিয়া তাঁহাকে জামাতৃপদে বরণ করিতে পাইলেন না ভাবিয়া অনুতপ্ত হইলেন। কন্যার বিরহজনিত শোকানল বাদসাহের হৃদয়ে দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। এক্ষণে জানআলমকে কোনরূপে সুস্থ করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। বাদসাহ জানআলমের পরিচর্য্যায় ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহার দাস দাসী কর্ম্মচারিগণ সকলেই আদেশ প্রার্থনার অপেক্ষা করিতে লাগিল। বহুক্ষণ সেবা শুশ্রূষার পর সাহাজাদার চৈতন্য হইল; কিন্তু তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়াও ক্ষণকাল কথা কহিতে পারিলেন না। পরে বাদসাহের স্নেহ যত্নে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তাঁহাকে যথোপযুক্ত বন্দনাদি করিলেন। বাদসাহ সাহাজাদার শিষ্ট ব্যবহারে সমধিক তুষ্ট হইলেন। অনন্তর জানআলম জার নিগারপতি মুখে আঞ্জামান আরা-হরণ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাত হইয়া তদ্দণ্ডে মায়াধরের হস্ত হইতে প্রণয়িনীর উদ্ধার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া বাদসাহ বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া

তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জানআলম যেরূপ যুক্তিপূর্ণ উত্তর করিতে লাগিলেন, তাহাতে অবশেষে বাদসাহকেই স্বীকৃত হইতে হইল।

আঞ্জামান আরা বাদসাহের একমাত্র কন্যা, তাঁহার অন্য কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় তিনি দুহিতার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন; কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে কন্যা যাদুকরের হস্তগত হওয়া পর্য্যন্ত তিনি জলস্পর্শ করেন নাই, দারুণ মনকষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলেন। আঞ্জামান আরা কেবল যে, পিতা মাতার প্রিয় ছিলেন এমত নহে, তত্রস্থ অধিবাসিগণ সকলেই তাঁহার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিল।

বাদসাহ জানআলমকে দেখিয়া কথঞ্চিৎ প্রকৃতস্থ হইয়াছিলেন। একে জরাজীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে শোকে তাপে অবসন্নপ্রায়, এরূপ অবস্থায় সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহার নির্জ্জনে দিনযাপনের একান্ত বাসনা ছিল; কিন্তু মনের সাধ পূর্ণ হয় নাই। এক্ষণে জানআলমকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক মনোভাব ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু সাহাজাদা তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, অপহৃতা কন্যার উদ্ধারসাধন ব্যতীত এক্ষণে অন্য ধর্ম্ম নাই। অসহায় স্বর্ণ-লতিকা মায়াবিনী হস্তে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, আর আমরা কাপুরুষের ন্যায় বিনা চেষ্টায় বালকের মত ক্রন্দন করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছি! সাহাজাদার কথা শুনিয়া বাদসাহ বলিলেন, “বৎস! সে যে মানবের চেষ্টার অসাধ্য। যাদুকর যেখানে আঞ্জামান আরাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, সে স্থান মনুষ্যের অগম্য; আমার কথা শুন, এই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি সমস্তই

তোমার; তুমি সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর; অভাগিনী আঞ্জামান আরার উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নাই; বৃথা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, কেন পরিণামে বিপজ্জালে জড়িত হইবে।”

জানআলম। জাঁহাপনা, আপনি আমাকে ক্ষণকালের জন্য বিদায় দিন, আমি সেই পাপিষ্ঠের সমুচিত প্রতিফল দিয়া অবিলম্বে আঞ্জামান আরা সহ আপনার শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইব; আমার কর্ত্তব্য পথে কণ্টক দিবেন না; আমি অবশ্যই মায়াধরের কুহক ভেদ করিয়া তাঁহার উদ্ধার করিব।

এদিকে বাদসাহ সহ জানআলমের এইরূপ তর্ক বিতর্ক হইতেছে, ওদিকে সেই বিশ্বস্ত খোজা নাজির অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, বেগমসমীপে সাহাজাদার কথা জানাইল। বাদসাহ-পত্নী, কন্যা শোকে এরূপ ব্যাকুলা হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং এককালে পতিসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং আঞ্জামান আরার অনুসন্ধানে যাহাতে সাহাজাদা না যাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার পুনঃ পুনঃ আকিঞ্চন ও বাদসাহের নিষেধ বাক্য জানআলমের যুক্তি সঙ্গত উক্তির নিকট একে একে স্থান পাইল না; তাঁহাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া তাঁহারা উভয়েই ক্ষুণ্ণ হইলেন, সাহাজাদা তদ্দণ্ডেই মায়াধরের অনুসন্ধানে ধাবিত হইয়া যথোচিত দণ্ডবিধানে উদ্যোগী হইতেছিলেন; কিন্তু গুরুজনের একান্ত অনুরোধে সে রাত্রি অগত্যা তথায় অবস্থিতি করিতে সম্মত হইলেন।

বিদেশ হইতে প্রণয়প্রার্থী জনৈক বাদসাহ পুত্র আঞ্জামান আরার উদ্ধারসাধন করিবেন, তাঁহার বুদ্ধিকৌশল ও মন্ত্র-

প্রভাবে মায়াধরের কুহকচক্র ভেদ হইবে,—এই সংবাদ জানিতে পারিয়া নগরবাসী সকলেই সাহাজাদাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল; কিন্তু জনসমাগমের পূর্ব্বেই তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় বিবিধ খাদ্যাদির আয়োজন হইলে, তিনি আহার করিতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। পরিশেষে উক্ত খোজার একান্ত অনুরোধে তিনি যৎসামান্য আহার করিয়া, নিদ্রার জন্য শয়ন করিলেন। কিন্তু নিদ্রা কোথায়! তাঁহার কি নিদ্রা শোভা পায়! তিনি রাজপুরীতে সুকোমল শয্যায়, আর তাঁহার বহু সাধনার ভুবনমোহিনী দেবী মায়াবীর নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে! এক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তেই নিশাবসানের কামনা করিতেছিলেন; রাত্রি প্রভাতেই প্রিয়ার উদ্দেশে গমন করিবেন, তথায় কৌশলক্রমে মায়াব্যূহ ভেদ করিয়া, প্রণয়িনীকে আততায়ীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন, ক্ষণে ক্ষণে তিনি সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় ছিলেন। দাসদাসীগণ তাঁহার নিদ্রা সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টিত হইলেও কিছুতেই তাঁহার নিদ্রা হয় নাই।

সময় কাহারও মুখাপেক্ষী নহে; দেখিতে দেখিতে পক্ষিকুলের কল কল ধ্বনি ও অধিবাসিগণের জাগরণ-শব্দে ধরার নিস্তব্ধতা দূর হইল। ক্রমে ক্রমে কোলাহলে প্রকৃতিরাণীর সুষুপ্তি ভঙ্গ হইল। জানআলমের নিদ্রা নাই, তিনি সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া প্রণয়িনীর উদ্ধারচিন্তায় ক্ষেপণ করিয়াছেন; এক্ষণে রজনী প্রভাতা প্রায় দেখিয়া, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া বাদসাহের নিকট বিদায় লইবার জন্য তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে, তিনি শোকাবেগে

তাঁহার অনুগামী হইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। জানআলম তাঁহাকে মায়াপুরীর অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা বহুল সৈন্য সমভিব্যাহারে বাদসাহ সহ জানআলম আঞ্জামান আরার উদ্ধার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

মায়াধরগণ যে স্থানে আঞ্জামান আরাকে লইয়া রাখিয়াছে, সে স্থানটী রাজধানী হইতে পাঁচক্রোশ দূরে; কিন্তু বাদসাহের সৈন্যবৃন্দ এরূপ ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল যে, এই পঞ্চ ক্রোশ ব্যবধান থাকিলেও, সে স্থান হইতে রাজধানীতে প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সংবাদাদি চলিতে লাগিল। তাঁহারা প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই রাজপথ জনতায় পূর্ণ হইয়াছিল। মায়াধরের সহিত মনুষ্যের যুদ্ধ দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া মায়াপুরীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাদসাহ সাহাজাদাকে অগ্রবর্ত্তী হইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎকালে তিনি রণোন্মত্ত হইয়া, গুরুজনের কথায় উপেক্ষা করিয়া, সমগ্র সৈন্যদলকে পশ্চাৎ রাখিয়া একাকী মায়াপুরীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। এই পুরীর চতুর্দ্দিকে দাবানল সদৃশ অগ্নি জ্বলিতেছে; অনলদেব অনিল সহায়ে ইতস্ততঃ জ্বালামালা বিকাশ করিতেছেন; তাঁহার প্রদীপ্ত শিখায় দূর হইতেই শরীর ঝলসিয়া উঠিতেছে; সম্মুখবর্ত্তী হইয়া উত্তাপ-নিবারণের চেষ্টা একবারে মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলিলেই হয়। জানআলম সে অগ্নিপর্ব্বত উপেক্ষা করিয়া অবলীলাক্রমে মায়াপুরীর দিকে যাইতে লাগিলেন। সহসা এক অভিনব দৃশ্য তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, সেই পর্ব্বত-

প্রমাণ অগ্নিকুণ্ড হইতে একটী হরিণ এক একবার বাহিরে আসিতেছে, পুনরায় অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতেছে; তিনি এই অলৌকিক ব্যাপারদর্শনে বিস্মিত হইলেন; কিন্তু মায়াধরের হস্তে পতিত হইয়া, তিনি মায়ার প্রকোপ সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াছেন। অবশ্যই এ সমস্ত কাণ্ড ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে ভাবিয়া, উপস্থিতে কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য মেহের নিগারের পিতৃপ্রদত্ত কাষ্ঠ ফলকখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

যখন যে কোন বিপদে পতিত হইবেন, কাষ্ঠ ফলকের নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করিলে তাঁহার কোন বিপদেরই সম্ভাবনা নাই; নির্ব্বিঘ্নে উদ্ধার পাইবেন বলিয়াই মেহের নিগারের পিতা তাঁহাকে এই ফলকখানি উপহার দিয়াছিলেন। এক্ষণে উহার ব্যবহারের প্রকৃত সময় স্থির জানিয়া, কাষ্ঠফলকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাকে চমকিত হইতে হইল; মনোমধ্যে কথঞ্চিৎ আশঙ্কারও সঞ্চার হইল; কিন্তু আঞ্জামান আরাই তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব; তিনি তাঁহার জন্যই সর্ব্বত্যাগী হইয়া যৌবনে যোগী সাজিয়াছেন; এক্ষণে যদি সেই প্রণয়িনীর উদ্ধারসাধনে তাঁহাকে কালকবলে পতিত হইতে হয়, তাহাতেও তিনি প্রস্তুত আছেন। কাষ্ঠফলকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি দেখিলেন যে, যে মৃগটী অগ্নিকুণ্ড হইতে একবার বহির্গত হইতেছে এবং পুনশ্চ প্রবেশ করিতেছে, যদি শরসন্ধানে তাহাকে বিনষ্ট করা হয়, তাহা হইলে আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না, সহজেই আঞ্জামান আরার উদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু যদি

তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন এবং হরিণটী অক্ষতশরীরে অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাঁহার ও প্রণয়িনীর জীবন সংশয় হইবে; প্রিয়তমার উদ্ধারজন্য প্রাণ দিবেন, ইহা অপেক্ষা জান আলমের গৌরবের কার্য্য কি আছে? তিনি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া, ধনুতে ~~শরসংযোগপূর্ব্বক মৃগকে~~ লক্ষ্য করিতে উদ্যত হইয়া, মায়ামৃগের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে হরিণটী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বাল্যকাল হইতে জানআলম অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ; তাঁহার লক্ষ্য অব্যর্থ হইল, ধনু হইতে তীরটী প্রক্ষিপ্ত হইবা মাত্রই মৃগের গ্রীবাদেশে বিদ্ধ হইয়া গেল, তদ্দণ্ডে বিকট চীৎকারে সে পঞ্চত্ব পাইল। সাহাজাদা পতিত মৃগের উদ্দেশে যাইয়া দেখিলেন, একটী বৃদ্ধা বাণবিদ্ধা হইয়া মায়ালীলা সাঙ্গ করিয়াছে। মায়াধরী হরিণ-বেশে বিচরণ করিতেছিল, এক্ষণে শরসন্ধানে তাহাকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার উল্লাসের সীমা রহিল না। চতুর্দ্দিকে সাহাজাদার জয় জয় ধ্বনি উত্থিত হইল; বাদসাহ কিছু দূরে সংবাদপ্রাপ্তির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে ছিলেন; সাহাজাদার জয়লাভের কথা শুনিয়া, তিনি পরম উল্লসিত হইলেন।

মায়াধরী বিনষ্ট হইবা মাত্র সাহাজাদা ক্রমাগত অগ্নিকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইয়া, সুবৃহৎ পাবক দুর্গ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আগমনমাত্রেই অগণন অগ্নিময় মূর্ত্তি দুর্গ হইতে বাহির হইয়া একে একে কে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহাদের আর কিছুই সন্ধান হইল না। প্রণয়িনীর উদ্ধার-সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য; তিনি ক্রমাগত মায়াপুরী অভিমুখে

অগ্রসর হইতে লাগিলেন; এমন সময় শূন্যে স্থাপিত এক সুবৃহৎ সুন্দর গৃহ ঘূর্ণ্যমান অবস্থায় তাঁহার মস্তকোপরি প্রতীয়মান হইল; তিনি তথায় ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিয়া কাষ্ঠ-ফলকের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কয়েকটী মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার মুখ হইতে কথা কয়েকটী নিঃসৃত হইবামাত্র বাটীটি এককালে চলৎশক্তিরহিত হইল। শূন্যগৃহ আকাশে স্থিরভাবে অবস্থিত হইলে, তদভ্যন্তর হইতে কে যেন বিকট চীৎকারে জানআলমকে ভয় দেখাইয়া বলিতে লাগিল, 'যদি প্রাণের প্রতি আস্থা থাকে, এই দণ্ডে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যা; নতুবা আর নিস্তার নাই, অবিলম্বে তোকে খণ্ড খণ্ড করিয়া এই বিষম রোষানলে আহুতি দিব।' জানআলম সেই কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, 'তোর বিনাশের জন্য আমি এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। যদি প্রাণে বাঁচিবার সাধ থাকে, এই দণ্ডে প্রস্থান কর, নতুবা আমার হস্তে কিছুতেই তোর নিস্তার নাই।' অভ্যন্তর হইতে উত্তর হইল, 'নির্ব্বোধ! এ মায়াপুরীতে কোন্ সাহসে প্রবেশ করিলি? তোর দিব্য কান্তি ও অপরূপ রূপ দেখিয়া তোকে হত্যা করিতে আমাদের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইতেছে; তুই এইমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিস্, এ তরুণ বয়সে কেন আমাদের করাল হস্তে প্রাণ হারাইবি।' জানআলম তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া, সদম্ভে বলিলেন, "শীঘ্রই তোদের মায়া ঘুচাইতেছি, মায়ামৃগের ন্যায় মায়াপুরীরও ধ্বংস সাধন করিব।" পরক্ষণে তিনি উহার প্রতিকারে উদ্যোগী হইলেন; এদিকে মুষলধারে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। জানআলম চতুর্দ্দিকেই অগ্নি ব্যতীত কিছুই দেখিতে

না পাইয়া কথঞ্চিৎ শঙ্কিত হইলেন; কিন্তু বিপদ্ সময়ে তাঁহার প্রতিকারের চেষ্টাই প্রয়োজনীয়, তদ্ব্যতীত পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। তিনি একমনে হস্তস্থিত কাষ্ঠফলকের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কোন সুযোগে কাষ্ঠখণ্ড ঘূর্ণ্যমান গৃহে সংলগ্ন করিতে পারিলেই আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন অবগত হইয়া, তাহারই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং যেন কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন; কিন্তু গৃহটী শূন্য দেশে ঘুরিতেছে, কি উপায়ে তাহাতে কাষ্ঠখণ্ড সংলগ্ন করিবেন। গৃহখানি অধোদেশে না আসিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় নাই; তিনি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে সহসা একটী মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। অবিলম্বে গৃহখানি বহু উচ্চদেশ হইতে নিম্নে আসিতে লাগিল। জান-আলম সুযোগ মতে কাষ্ঠখণ্ডখানি গৃহ মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। কাষ্ঠখণ্ড মায়াগৃহে পতিত হইবামাত্র ভীষণ শব্দে ধরাতল কম্পিত হইল, পরক্ষণে আর কোথাও কিছুই দেখা গেল না, সেই ঘূর্ণ্যমান গৃহের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইল না; সে হুঙ্কার শব্দ, সেই অগ্নিবৃষ্টি, আর কোথাও কিছু নাই—কেবল মাত্র সুবিস্তৃত ময়দান, মধ্যভাগে স্থানে স্থানে স্তূপাকার বালুকারাশি, তন্মধ্যে অপরূপ রূপবতী ভুবন-মোহিনী একটী যুবতী বসিয়া আছেন। আর দ্বিতীয় প্রাণী নাই।

জানআলম একদৃষ্টিতে সেই সুন্দরীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মনে মনে তাহাকেই সাধনার ধন বলিয়া বুঝিলেন। অথচ সময়ে সময়ে মায়ার কাণ্ড ভাবিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। সাহাজাদা আঞ্জামানআরার রূপাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিপদ্-সমুদ্রে ঝাঁপ

দিয়াছিলেন, এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে উদ্ধার হইয়াছেন। তাঁহার সোহাগের ধন, প্রেমনিধি প্রণয়িনীকে সম্মুখে দেখিয়া এক কালে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে প্রণয়িনী সমীপে উপস্থিত হইলেন। আঞ্জামান আরা সাহাজাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অবনত মস্তকে মৌনাবলম্বন করিলেন। সাহাজাদা আঞ্জামান আরার জন্য এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া রূপবতীর সম্মুখীন হইয়াছেন, এক্ষণে প্রাণপ্রেয়ার এবম্বিধ ভাব দেখিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে সাহাজাদীর অধিকতর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রমণী! আমি তোমার প্রেমে পাগল হইয়া সংসার ধর্ম্ম তুচ্ছ করিয়া বিপদ্-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া এক্ষণে ঈশ্বর কৃপায় এখানে উপস্থিত হইয়াছি।"

আঞ্জামান আরা সাহাজাদার প্রতি দৃষ্টিপাতেই রূপলাবণ্যে মুগ্ধা হইয়াছিলেন, কিন্তু মনোভাব অপ্রকাশ রাখিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি আগন্তুক, আমি রমণী, যুবতী,—আমার প্রতি এরূপ নির্জ্জন সম্ভাষণ কি আপনার কর্ত্তব্য?"

জানআলম। প্রাণেশ্বরি! মহাসাগরে ডুবিয়া আজ মহারত্ন পাইয়াছি—হৃদয়ে ধারণ করিব। তুমি জান না, তোমার জন্য সুবিশাল রাজ্য, স্নেহময় জনক জননী, পতিব্রতা পত্নী—সকল পরিত্যাগ করিয়াছি। বহু দেশ অতিক্রম করিয়া বহু বিপদে উত্তীর্ণ হইয়া এস্থানে আসিয়াছি। আমার বুদ্ধি কৌশলেই মায়াবিনীর হস্ত হইতে তোমার উদ্ধার হইয়াছে।

আঞ্জামান আরা। আপনি কে, কোথায় নিবাস, কি বৃত্তান্ত কিছুই অবগত নহি, আপনি নিজ মুখেই বলিতেছেন,

আমার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনার এ স্থানে থাকা ভাল দেখায় না।

আঞ্জামান আরার কথায় সাহাজাদা কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। প্রণয়বেগে তিনি এককালে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন! প্রণয়িনীর এরূপ কথায় দুই এক পদ চলিতে না চলিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সাহাজাদী জান আলমের অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। যথার্থই প্রণয়ানুরাগী হইয়া জান আলম যে, তাঁহার অনুসরণে বহু কষ্টে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, সাহাজাদী বিলক্ষণ বুঝিলেন। তিনি সাহাজাদার সুশ্রূষার জন্য সত্বর তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া সাদরে তাঁহার মস্তকটী উরুদেশে সংস্থাপনপূর্ব্বক অঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন। সে সুশীতল সুকোমল সঞ্জীবন স্পর্শে সাহাজাদার চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিলেন, প্রণয়িনীর অঙ্কে তাঁহার মস্তক ন্যস্ত রহিয়াছে, নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন, করুণাময়ীর সকাতর দৃষ্টিতে সুধাবৃষ্টি হইতেছে; কিন্তু তাঁহাকে সচেতন দেখিয়াই আঞ্জামান আরা সরমে সঙ্কুচিতা হইয়া স্থানান্তরে যাইবার উপক্রম করিলেন; অথচ মরমের বেদনা অপ্রকাশ রহিল না। জান আলম প্রিয়ার সচঞ্চল ভাব দেখিয়া মনে করিলেন যে, যদি তাঁহার চৈতন্য না হইত, তাহা হইলে আরও ক্ষণকাল ভুবন-মোহিনীর উরুদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া সুখ শয়নে পূর্ণশশী সন্দর্শন করিতাম।

জান আলমের অগ্নি প্রবেশ, মৃগ সন্ধান, মায়াবিনীর পরাজয় সংবাদ, তুমুল শব্দ, এবং মায়াগৃহের উচ্ছেদ ইতি পূর্ব্বেই বাদশাহের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তৎপরেই সমুদয় নীরব—

গভীর নিস্তব্ধতা। তিনি আশা, আশঙ্কা, উদ্বেগে জান আলমের উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন।

জানআলম আঞ্জামান আরা সহ প্রণয়ালাপে মত্ত ছিলেন, এদিকে স্বয়ং বাদশাহ অগণন সেনাপরিজনাদি সহ তাঁহাদের অভিমুখে আসিতেছেন দেখিয়া, সাহাজাদা বাদশাহের অভিনন্দন জন্য অগ্রসর হইলেন; আঞ্জামান আরা লজ্জাভরে জান আলমের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। অবিলম্বে পরস্পরের সাক্ষাতে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল; বাদশাহ হারানিধিকে হৃদয়ে লইলেন। জান আলমকেও তিনি অকৃত্রিম প্রেমভরে হৃদয়ে লইয়া মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন, "আইস বীর! তোমার স্পর্শে পবিত্র হই। তোমাকে হৃদয়ে রাখিব—কি মস্তকে রাখিব, বুঝিতে পারিতেছি না।" সমবেত লোকারণ্য মধ্যেও সহস্র কণ্ঠে অজস্র ধন্যবাদ সমুত্থিত হইল। সকলেই সেই বিজয়ী পুরুষের সন্দর্শনের জন্য ব্যগ্র। সকলের মুখেই এক কথা—ধন্য বিদেশী, ধন্য রাজকুমার! আপনার অনুগ্রহেই বাদশাহজাদীর উদ্ধার হইল, নতুবা মায়াবিনীর কঠোর হস্ত হইতে তাঁহার উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বাদশাহ ইহজন্মে আর যে স্নেহময়ী নয়ন-পুত্তলীর দেখা পাইবেন, সে আশা ছিল না; কিন্তু তোমার বীরত্বে আজ তিনি হারানিধি ফিরিয়া পাইলেন।

প্রান্তরের মধ্যভাগে এরূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ অতিবাহিত করা নিষ্প্রয়োজন জানিয়া বাদশাহ সকলকেই পুরী অভিমুখে প্রত্যাগমনের আদেশ করিলেন। আদেশ মাত্র সকলেই প্রস্তুত হইলে, তিনি জানআলমকে আপনার দক্ষিণভাগে বসাইয়া

উভয়ে একাসনে মহাসমারোহে পুরী অভিমুখে চলিলেন। প্রান্তর হইতে রাজপুরী পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে দর্শকমণ্ডলী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই উৎফুল্ল, সোৎসুক; কাহারও মুখে বিষাদের চিহ্নমাত্র নাই, সকলেরই মুখে জয় জয় শব্দ। সকলেই একদৃষ্টিতে জ্ঞানআলমের প্রতি চাহিয়া স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। সাহাজাদা তোরণ দ্বারে প্রবেশ করিয়া [illegible] ইঙ্গিত মাত্রেই রাজপুরী ধ্বজ-পতাকায় সুশোভিত হইয়াছে, মঙ্গল বাদ্য বাজিতেছে, বন্দিগণ বাদশাহ ও [illegible] স্তুতিপাঠ করিতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাদশাহ-প্রাসাদ আজ আনন্দে পূর্ণ। আনন্দ প্রতিমার অদর্শনে পুরী শূন্যপ্রায় বিষাদ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, আবার সেই স্থান কোলাহলে মাতিয়া উঠিল। পথে পথে আনন্দলহরী, মুখে মুখে হাস্য বিকাশ, কণ্ঠে কণ্ঠে জয় জয় শব্দ। সে আনন্দস্রোতে অন্তঃপুরের গভীর শোকানল অচিরেই নির্ব্বাপিত হইল। 'মা, মা,—কোথায় মা আমার' বলিতে বলিতে বেগম উন্মাদিনীর ন্যায় কন্যাকে দেখিবার জন্য পুরীর বাহিরে আসিলেন। কন্যাকে পাইয়া বুকে লইয়া অজস্র অশ্রুধারে দারুণ শোকানল নির্ব্বাপিত হইল। পুরবাসীদিগের হর্ষ কোলাহল কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে, সাহাজাদার শ্রম বিদূরণ ও চিত্তবিনোদনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইল।

বাদশাহ-গৃহে সুখ সমৃদ্ধির অভাব নাই; দাস দাসী, বিলাস বিভোগ—আজ্ঞা মাত্রই সমুদায়ের ব্যবস্থা হইল। সুখশান্তির কিছুই অভাব রহিল না। জানআলম তথায় মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি বাদসাহের আদর মমতা স্নেহ যত্ন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি সাহাজাদা পুত্র নির্ব্বিশেষে যত্ন করিতে লাগিলেন।

জানআলম, আঞ্জামান আরার অলৌকিক রূপলাবণ্যের পরিচয় পাইয়া প্রণয়ানুরাগে বহুকষ্টে এ দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সাহাজাদীর সহিত প্রণয়-সূত্রে মিলিত হইয়া তিনি মনোবাসনা পরিতৃপ্ত করিবেন, এই নিমিত্তই তিনি রাজ্যধন পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব সকল সুখে বঞ্চিত হইয়াছেন, এক্ষণে সাহাজাদীর পাণিগ্রহণ ব্যতীত তাহার পূর্ণ শান্তির সম্ভাবনা নাই; অধিকন্তু জান আলম যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া আঞ্জামান আরাকে মায়াপুরী হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে সাহাজাদী প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত বাদশাহও জান আলমের ভদ্রোচিত ব্যবহার ও বীরত্ব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছেন; এরূপ সুযোগ্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান তাঁহার পক্ষে গৌরবের বিষয়।

আঞ্জামান আরা সর্ব্বপ্রকারে বিবাহের উপযোগী হইয়াছেন, একে একে যৌবনের চিহ্ন সকল তাঁহার দেহে স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে। বেগম কন্যাকে প্রাপ্তযৌবনা দেখিয়া ভর্ত্তৃ-সমীপে দুহিতার বিবাহের জন্য বিশেষ আকিঞ্চন করিতেছিলেন। শাস্ত্রমতে প্রাপ্তবয়সে কন্যার বিবাহ না দিলে নিরয়গামী হইতে হয়, আঞ্জামান আরা যৌবনে পদার্পণ করিয়া-

ছেন, এই সময়েই তাঁহাকে পাত্রস্থ করা কর্ত্তব্য, এজন্য বাদশাহ-পত্নী পতি-সমীপে কন্যার বিবাহের জন্য এইরূপ কথার উত্থাপন করিলে, তিনি তদ্দণ্ডেই বিবাহের উদ্যোগাদি করিবার আদেশ দিলেন। জানআলমের সহিত আঞ্জামান আরার বিবাহ যুক্তিসঙ্গত কি না এবং তদ্বিষয়ে কন্যার সম্মতি আছে কি না, সবিশেষ অনুসন্ধান জন্য বাদশাহ বেগমের প্রতি ভারার্পণ করিলেন। পতিপত্নী উভয়েই খোতনাধিপতির পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ জন্য উদ্যোগী, কন্যার এ বিষয়ে মতামত জানিতে পারিলেই শুভকার্য্য শুভক্ষণে নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু সাহাজাদী এক একবার জানআলমের প্রতি এরূপ বীতানুরাগ দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে যেন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে-লাগিল যে, যদিও জানআলম তাঁহাকে মায়াপুরী হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দ্বারা তুষ্ট করিলেই আর কোন গোলযোগ থাকে না। কথায় কথায় এ সংবাদ বেগমের কর্ণগোচর হইল, তিনি কন্যার এরূপ কৃতঘ্নতার পরিচয় পাইয়া মনে মনে দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সে দুঃখ অচিরে অন্তর্হিত হইল। আঞ্জামান আরা মনোভাব গোপন রাখিলেও সখীগণের নিকট তাঁহার কোন কথাই অপ্রকাশ থাকিত না। তাহারা সাহাজাদীর সকল কথাই অবগত ছিল; বেগমকে মনক্ষুণ্ণ দেখিয়া আঞ্জামান আরার জনৈক সহচরী আসিয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিল। জানআলমের প্রতি দুহিতার প্রণয়ানুরাগ শুনিয়া তিনি সাতিশয় প্রীত হইলেন, অবিলম্বে এ সংবাদ বাদশাহের কর্ণগোচর হইল। ফসহৎ আবাদাধিপতির অন্য সন্তানাদি আর কিছুই নাই, আঞ্জামান আরাই তাঁহার

জীবনসর্ব্বস্ব ; একমাত্র কন্যার বিবাহ দিলেই তাঁহার সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, তিনি দুহিতার মুখ চাহিয়াই মায়াসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছেন। আঞ্জামান আরার বিবাহোৎসব ব্যতীত তাঁহার জীবনে আনন্দের দিন আর কি আছে ? তিনি বেগমের মুখে সবিশেষ বিবরণ অবগত হইয়া কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দুহিতার অদর্শনে বিষয় সম্পত্তি সমস্ত জানআলমকে প্রদান করিতে ইতিপূর্ব্বেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ; এক্ষণে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য দুহিতা ও জামাতা উভয়ে ভোগ করিবেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর সুখের বিষয় কি আছে ? তিনি অবিলম্বে মন্ত্রীকে ডাকাইয়া বিবাহের আয়োজনাদির ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন। দেশবিদেশে এ সংবাদ প্রচারিত হইল। বাদশাহ, খোতনাধিপতির একমাত্র জীবনসর্ব্বস্ব সর্ব্ব গুণাধার পুত্রকে কন্যাদান করিয়া জীবন সার্থক করিতে উদ্যোগী হইলেন।

সাহাজাদার সহিত আঞ্জামান আরার বিবাহের কথা অবিলম্বে নগরী মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বিজয়ী বিদেশীর সহিত বাদশাহ-পুত্রীর বিবাহের কথা শুনিয়া সকলেই উৎফুল্ল হইলেন, কিন্তু আঞ্জামান আরা বিবাহের নাম শুনিলেই যেন বিরক্তি ভাব দেখাইতে থাকেন। কেন, কি বৃত্তান্ত, সাহাজাদী সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। বাদশাহ-কন্যা যে লোকলজ্জায় মৌখিক এরূপ মনোবিকার দেখাইতেছেন, একথা কেহ আদৌ জানিতে পারে নাই। বেগম কন্যাকে সবিশেষ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সাহাজাদী তাঁহাকে বলিল, "তোমাদের হিতাহিত জ্ঞান নাই। জান আলম কে, কোথায় নিবাস,

তাহার সবিশেষ পরিচয় গ্রহণ না করিয়া বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইতেছ, এ কেমন কথা—আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" প্রকৃত পক্ষে সাহাজাদী কতক্ষণে জানআলমের অঙ্কলক্ষ্মী হইবেন, প্রণয়সূত্রে মিলিত হইয়া সেই পুরুষরত্ন লাভ করিবেন, প্রতি মুহূর্ত্তে যেন সেই শুভক্ষণের অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। তাঁহার মনোগত ভাব বেগমের অজ্ঞাত থাকিলেও সখিগণের অবিদিত ছিল না। তাহারা সাহাজাদীকে অন্ত-রালে পাইয়া এরূপ প্রতারণাপূর্ণ কথাবার্ত্তার জন্য বিস্তর তির-স্কার করিল। আঞ্জামান আরা একটু মধুর হাসিয়া বলিলেন, "সখি! আমি কি কেবল মায়াবীবিজয়ী সুন্দর পুরুষকেই আত্মসমর্পণ করিব! সকলেই কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট ও আকৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই ভুবনমোহন মহাবীর যে একজন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজরাজেশ্বর, এখনও অনেকেই তাহা বুঝে নাই! বাদশাহ যাঁহাকে জামাতৃপদে বরণ করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, তিনি কে, তোমরাও হয়ত জান না। রূপে, গুণে, কুলে, শীলে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত না হইলে প্রেমিক অন্তরের প্রতি কক্ষে অবিরাম আনন্দলহরী প্রবাহিত হয় না।"

বাদশাহের অর্থাগারে ধনের অভাব নাই। আঞ্জামান আরাকে গৃহে আনিয়া তিনি এককালে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। দীনদুঃখী প্রজাবৃন্দ আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিবে, তাহাদের যে কোন অভাব সমস্তই রাজকোষ হইতে পূরণ করা হইবে। রাজকোষ হইতে অর্থ গ্রহণে কাহারও নিষেধ রহিল না; যাহার যেরূপ আবশ্যক, সে ব্যক্তি সেই মত অর্থ গ্রহণ

করিতে লাগিল; সমস্ত নগরময় চারি দিবস আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা হইল, গৃহে গৃহে নৃত্যগীতবাদ্য ও সুমিষ্ট আহারাদির ব্যবস্থা হইল; হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই রাজসরকার হইতে স্বেচ্ছামত অর্থ লইয়া চারি দিবসের জন্য আনন্দস্রোতে অঙ্গ ভাসাইল। হিন্দুর দেবমন্দির, মুসলমানের মস্‌জীদ, পীরের দরগা ইত্যাদি সকল স্থানেই রাজসরকার হইতে অর্চ্চনাদির জন্য প্রচুর অর্থ প্রদত্ত হইল। তত্রস্থ অধিবাসিগণ যে যাহা কামনা করিল, সকলেরই মনোসাধ পূর্ণ হইল। বাদশাহ কোন বিষয়েই ব্যয়কুণ্ঠিত হইলেন না, পরমানন্দে দানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

জার নিগার হইতে খোতনরাজ্য বহু দূরের পথ, এই নিমিত্ত বিবাহের সংবাদ জানআলমের পিতৃ সমীপে প্রেরিত হয় নাই। বাদশাহ জানআলমকে পুত্রভাবে গ্রহণ করিয়া উজীরকে নিজ কন্যা প্রদানপূর্ব্বক এরূপ আয়োজন করিলেন যে, যেন উজীরকন্যা আঞ্জামান আরার সহিত বাদশাহ-পুত্র জানআলমের বিবাহ হইতেছে। এই উপলক্ষে রাজধানী হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে উজীরের একখানি সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল; পিতৃ আদেশে আঞ্জামান আরা সেই স্থানে প্রেরিতা হইলেন। বাদশাহ মহা সমারোহে বর লইয়া উজীরের গৃহে উপনীত হইলেন। পথিমধ্যে বাজনা বাদ্যের তুমুল শব্দে বিহগকুল বৃক্ষাদি পরিত্যাগ করিয়া আকাশমার্গে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। দীপমালার এরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, রাত্রিকালে দিবাভাগের মত আলোক হইয়াছিল। যথাকালে বিবাহোৎসবাদি সমাপ্ত হইলে, রাত্রি এক প্রহরের সময়

তিনি বর ও কন্যা লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। উজীর-পত্নী কন্যাকে ভর্ত্তৃ-গৃহে পাঠাইবার সময়ে মাতার ন্যায় কাতর-ভাবে রোদন করিলেন। মঙ্গলানুষ্ঠানের কোন অংশে ত্রুটি হইল না। বিবাহের পূর্ব্বেই বহুল গণকের সমাগম হইয়াছিল; তাঁহারা যে লগ্নে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, ঠিক সেই লগ্নেই বিবাহ হইয়াছিল।

জানআলম আঞ্জামান আরার প্রণয়ানুরাগী হইয়া যৌবনে যোগী সাজিয়া সংসার ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বহু কষ্টে প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি সতৃষ্ণ নয়নে প্রিয়ার সহিত শুভমিলনের শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সাহাজাদীর মনোভাবও কিঞ্চিন্মাত্রও বিভিন্ন নহে।

এদিকে মহা সমারোহে ভোজনাদি সম্পন্ন হইলে, নিশাগমের প্রাক্কালেই আঞ্জামান আরা এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, যেন তিনি একান্ত নিদ্রাতুরা, সাহাজাদাও সময়ে সময়ে চক্ষু মুছিয়া নিদ্রার অবমাননা করিতে লাগিলেন; প্রেমিক প্রেমিকা উভয়েই সুখবাসরে শুভযামিনী যাপন বাসনায় বিচলিতচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। যথাকালে যুবক যুবতী সুকোমল শয্যায় শায়িত হইলে, বাসর-গৃহ-পার্শ্বস্থ ছিদ্রাবলী দিয়া আত্মীয় স্বজন স্ত্রীলোকগণ বর কন্যার কথোপ-কথন শুনিবার জন্য কৌতুকোৎফুল্লচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

জানআলম প্রণয়িনীর প্রতি একান্ত আসক্ত, কথায় কথায় আঞ্জামান আরাকে হৃদয়ে ধরিয়া কত কথাই জানাইলেন,

তাঁহার প্রেমের উৎস যেন এককালে ফুটিয়া উঠিল। তিনি সোহাগে আদরে সোহাগিনীকে হৃদয়ে ধরিয়া সুমিষ্ট সাদর সম্ভাষণে কত কথাই জানাইলেন। একে একে সুখময় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যে দিবস যেখানে যেভাবে যাপিত হইয়াছে, প্রিয়া সমীপে হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। আঞ্জামান আরা মেহের নিগারের কথা শুনিয়া, এককালে জ্বলিয়া উঠিলেন; ক্রোধে স্বামীর প্রতি কত ভৎসনাই করিলেন; কিন্তু সাহাজাদার আদরের নিকট তৎক্ষণাৎ তাহা প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে জল সেচনবৎ নির্ব্বাপিত হইল। পুনরায় তিনি সোহাগে স্বামীর গ্রীবাদেশ জড়াইয়া ধরিলেন, সে সুন্দর ভাবের বর্ণনা হয় না। পতিপত্নী উভয়ে দুই হইলেও, অনুরাগে যেন এক দেহ হইয়া গেলেন; উভয়ের হৃদয় উভয়কে আকৃষ্ট করিল। একে দুগ্ধফেণনিভ শয্যা, তাহাতে বিবিধ কুসুমরাজির সুমধুর সুবাস, প্রণয় পীড়িত বর-কন্যার প্রীতি বর্দ্ধিত করিতে ছিল; উভয়ে উভয়ের প্রতি চাহিয়া অজ্ঞাতসারে নিদ্রাক্রোড়ে অভিভূত হইলেন। অর্দ্ধ নিদ্রিত, অর্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায় সেই সুখময়ী রজনী অতিবাহিত হইল। সে নিদ্রা স্বপনে সঙ্গীতে সোহাগে সরমে বিজড়িত।

বাদশাহ, জামাতা ও কন্যার মনোরঞ্জনার্থ নেশাৎ আফজা নামক এক মনোহর পুষ্পোদ্যান সংযুক্ত অট্টালিকায় তাহাদের প্রমোদভবন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। যুবক যুবতী প্রণয়ভরে সেই রম্য স্থানে উপনীত হইয়া, প্রণয়ালাপে পরস্পর মিলিত হইয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। আঞ্জামান আরার সহিত মিলিত হইবার জন্য জানআলম এত যে কষ্ট

ভোগ করিয়াছিলেন, প্রমোদভবনে প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হওয়ায় তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইল। ঈশ্বরই অভীষ্ট সাধনের মূল জানিয়া তিনি পরম প্রেমভরে যথাবিহিত আরাধনা ও বন্দনা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জান আলম মেহার নিগারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিলে দিনে দিনে সাহাজাদীর সদা প্রফুল্ল মুখ বিষাদ কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইল। তাঁহার আহার বিহারাদি কিছুতেই সুখ নাই, সদাদাই যেন অন্যমনস্কা, কি যেন কি এক ভাবে নিমগ্না; সহচরীগণ সেই চিত্তবিকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কাহাকেও কোন প্রত্যুত্তর দিতেন না, অধিকন্তু মনস্তাপানলে যেন আহুতি পড়িত। অবস্থা দেখিয়া সখীগণ তাঁহার সান্ত্বনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু সহচরীদিগের সান্ত্বনা বাক্যে সে বেদনা দূরীভূত হইবার নহে। বাদশাহ-কুমারীর প্রিয়সহচরী তাঁহার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া, সবিশেষ পাইচন বাক্যেতে তিনি জান আলমকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া, যথেষ্ট তিরস্কার করিল; কিন্তু মেহের নিগার তাহাতে মনোযোগিনী হইলেন না। তিনি আপন মনে প্রণয়ীর চিন্তাতেই নিমগ্না। যুবতী এতাবৎকাল বিলাস বিভোগে মনের সুখে কাটাইয়াছেন, দুঃখের লেশ মাত্র অনুভব করেন নাই, এক্ষণে সাহাজাদার প্রণয়লোলুপ হইয়া তাঁহার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে! যে দিন জান আলম তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া

গিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তিনি পার্থিব সকল সুখে বঞ্চিত হইয়াছেন। যে স্থানে বাদশাহ পুত্রের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সাহাজাদী একাকিনী সেই বৃক্ষতলে উপবিষ্টা হইয়া প্রাণেশ্বরের দর্শন আশায় কতই বিলাপ পরিতাপ করিতে থাকেন।

মেহের নিগারকে অবলম্বন করিয়াই সখীদিগের আমোদ প্রমোদ; এক্ষণে তাঁহার যখন এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, সখীদিগের মনেও আর তাদৃশ সুখ রহিল না, সকলেই সাহাজাদীর চিত্তমালিন্য দূর করিতে উদ্যোগী হইল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনব্যথা ঘুচিল না; তাঁহার চিত্তবিনোদার্থ জনৈক সহচরী নিম্নলিখিত আখ্যায়িকার উল্লেখ করিল;—

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের আধিপত্য বিস্তারিত হইলে, ইংলণ্ডনিবাসী কয়েকজন গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত বণিক কলিকাতায় আসিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল; সে ব্যক্তি দিনে দিনে ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তিও বাড়িল। কিন্তু অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ও মহামান্য হইয়াও সেব্যক্তি মনের সুখে কালযাপন করিতে পারে নাই; যেহেতু ভাগ্যদোষে পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইয়া তাহাকে মনকষ্টে দিনযাপন করিতে হইয়াছিল। সেই ব্যক্তির এক পরম রূপবতী কন্যা ছিল। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইংরাজ, যে ব্যক্তি সেই যুবতীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিত, সেই মোহিত হইত। কিন্তু রমণী আপনার রূপেই আপনি বিভোর, প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদিগের শত প্রার্থনায়ও ভ্রূক্ষেপ করিত না।

পিতার দোকানে ক্রয় বিক্রয়াদি পর্য্যালোচনার জন্য প্রতি-দিন সেই যুবতী উপস্থিত হইলে, ক্রেতাগণ এক দৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিত; কিন্তু যুবতী কাহারও প্রতি কটাক্ষপাত করিত না। এই ভাবে কিছুদিন গত হইলে, এক দিবস জনৈক বিজ্ঞ ও ঐশ্বর্য্যশালী ইংরাজ বণিকপুত্র উক্ত দোকানে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে উপস্থিত হয়। তথায় উক্ত যুবতী উপস্থিত ছিল। দৈবক্রমে উভয়ের দৃষ্টি উভয়কে আকৃষ্ট করে। যুবক রমণীর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া এককালে তাহার অপরূপ চিত্রখানি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিল, কিন্তু সহসা পরস্পর প্রেমা-লাপ করিতে সাহসী হয় নাই। যে যুবতী এতাবৎকাল অসংখ্য লোকের প্রেম প্রার্থনায় অবহেলা করিয়া আপনার গৌরবে প্রমত্তা ছিল, এক্ষণে উক্ত সওদাগর পুত্রের প্রতি সহসা তাহার আসক্তির সঞ্চার হইল; বণিকদুহিতা আগন্তুকের সহিত বিশেষ কোন কথা বার্ত্তা কহিতে লজ্জা বোধ করিয়া অজ্ঞাত-সারে তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। যুবক, যুবতীর মনোভাব বুঝিতে পারিল, কিন্তু সহসা কোন কথা কহিতে তাহার সাহস হইল না; আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করিয়া প্রস্থান করিল। এদিকে যুবতীও যথাসময়ে গৃহে প্রত্যাগতা হইল; কিন্তু উভয়েই উভয়ের কথা মনে মনে ভাবিতে লাগিল। পরদিবস যথাকালে উভয়ের সহিত উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হইল, যুবক আসিয়া বিবিধ দ্রব্য দেখিয়া শুনিয়া দুই একটী সামগ্রী ক্রয় করিল। অন্য কোন দ্রব্যক্রয় তাহার উদ্দেশ্য নহে, যুবতীর প্রণয় প্রাপ্তি আশাতেই সে ব্যক্তি সেই সম্ভ্রান্ত বণিকের দোকানে আসিয়া-ছিল, কিন্তু দুই একটী সামগ্রী না কিনিলে লোকে সহসা তাহার

জিনিষ সন্দিগ্ধ হইতে পারে, এইজন্য যুবক বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটী জিনিষ ক্রয় করিল। এ দিবসও পূর্ব্বমত উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু কিছুই কথা বার্ত্তা হইল না। একবার অনুরাগ সঞ্চার হইলে বাধা পাইয়া ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যুবক যুবতীর পক্ষেও তাহার অন্যথা হইল না। দিনে দিনে উভয়ের প্রেমালাপ হইতে লাগিল, উভয়েই উভয়ের জন্য আকুল ভাব দেখাইল, একের অদর্শনে অন্যের প্রাণে ব্যথা বাজিল।

প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পর সাক্ষাৎ ও প্রেমালাপ ক্রমশঃ সওদাগরের কর্ণগোচর হইল। তাঁহার বংশ মর্য্যাদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এক্ষণে এবম্বিধ প্রণয়ালাপে তাঁহার খ্যাতির পক্ষে ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কায় একদিন যুবক দোকানে উপস্থিত হইলে, সেই ব্যক্তি সুমিষ্ট বচনে তাহাকে তথায় আসিতে নিবারণ করিলেন। দুহিতাকে ইতিপূর্ব্বেই দোকানে আসিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। যদিও বৃদ্ধ তাহাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাতের পথ রুদ্ধ করিলেন, কিন্তু যুবক যুবতীর হৃদয়ে পরস্পরের প্রেমপিপাসা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল; তাহাদের আত্মীয় স্বজন উভয়ের মনস্তুষ্টির জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। কথাচ্ছলে এক দিবস উক্ত যুবকের জনৈক বন্ধু তাহাকে জনষ্টোন নামক জনৈক ধনশালীর পুত্রের কথা শুনাইল।

জনষ্টোন বিলাত হইতে আসিয়া কলিকাতা মহানগরীতে ব্যবসাসূত্রে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া অর্থ সঞ্চয় দ্বারা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন। অর্থাভাবজনিত কষ্ট ইহজীবনে তাঁহাকে অনুভব করিতে হয়

নাই। তথাচ ধনলালসা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে। জনষ্টোন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও অর্থাগমের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। স্বল্পদিনেই জনষ্টোনের খ্যাতি প্রতিপত্তি ইংরাজ মহলে রাষ্ট্র হয়। তিনি উত্তরোত্তর বিশাল সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন, কিন্তু তাঁহার এত বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিবার কেহই ছিল না, যেহেতু তাঁহার সন্তান সন্ততি হয় নাই। জনষ্টোন এক্ষণে বংশরক্ষার জন্য লালায়িত হইয়া ঈশ্বর সমীপে পুত্র কামনা করিলেন; ভগবান তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে চাহিলেন; যথাসময়ে তিনি পরম রূপবান পুত্রের পিতা হইলেন। দিনে দিনে তাঁহার পুত্র শশীকলা সম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি যথাকালে পুত্রের বিদ্যাধ্যয়নের ব্যবস্থা করিলেন। স্বল্পদিনের মধ্যে সওদাগরপুত্র পিতার ন্যায় বিদ্যাবান্ ও কার্য্যদক্ষ হইয়া উঠিল। এক্ষণে জনষ্টোনের আর সুখের সীমা রহিল না। তাঁহার শত শত অর্ণবপোত বিদেশে যাতায়াত করিতে লাগিল; এদিকে উপযুক্ত পুত্র হইয়াছে। চরমদশায় সেই পুত্র তাঁহার বিষয় কর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলে, তিনি ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে কাটাইবেন মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলেন।

জনষ্টোনের পুত্র বয়োপ্রাপ্ত হইয়াই বিদেশে স্বয়ং বাণিজ্য করিতে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইল। পুত্রের ব্যবসার প্রতি মনোযোগ দেখিয়া পিতা প্রীত হইলেন, কিন্তু আপাততঃ তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে নিষেধ করিলেন। পুত্র পিতার কথায় তাদৃশ আস্থা প্রকাশ না করায়, অগত্যা জনষ্টোন তাহার বিদেশ ভ্রমণোপযোগী বাণিজ্যপোতাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে জনষ্টোন পুত্র বিবিধ পণ্যাদি পূর্ণ পনের যোল খানি অর্ণবপোত লইয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করিল। কয়েক দিবস নিরাপদে যাইয়া সহসা প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে একে একে তাহার সমুদয় তরণীগুলি জলমগ্ন হইল। অবশেষে যে অর্ণবপোতে সওদাগর পুত্র ছিল, সেখানিও জলমগ্ন হইল। হতভাগ্য যুবক স্বয়ং প্রাণের মমতায় ভগ্নতরণীর একখণ্ড সুবৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করিয়া অতলজলে ভাসিতে লাগিল।

সওদাগর পুত্রের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া প্রভঞ্জন প্রকোপ এককালে হ্রাস হইল। অভাগা সেই কাষ্ঠখণ্ডে ভাসিতে ভাসিতে সাত দিবস কাটাইয়া অবশেষে এক বিশাল দ্বীপে উপনীত হইল। একে যথাসর্ব্বস্বে বঞ্চিত, তাহাতে অনাহার বারিধি বক্ষে দারুণ বিভীষিকা ও আশঙ্কায় সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন প্রায়, অভাগা এককালে চলৎশক্তি বিহীন। কিন্তু অকূলে কূল পাইয়া আপন সাহসে সাহ্লাদে ধীরে ধীরে কূলে উঠিয়া সন্নিকটস্থ লতা পাতায় কাষ্ঠখণ্ডখানি বাঁধিয়া উহাতে সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড চাপা রাখিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু তথায় জন প্রাণীরও সমাগম নাই দেখিয়া, তাহার মনে মনে বিস্ময় জন্মিল।

স্থানটীর শোভা দর্শনে জনষ্টোন পুত্রের আনন্দ সঞ্চার হইতেছিল বটে, কিন্তু মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ কাহারও কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া যুবক মনে মনে সাতিশয় চিন্তাকুল হইল। এদিকে বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী পূর্ণ বিপণিশ্রেণী সারি সারি শোভিত রহিয়াছে, অথচ আদৌ লোকের সমাগম নাই; এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া তাহার

মনে মনে বিবিধ ভাবনা হইতে লাগিল। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় তাহার এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে যে, প্রাণের প্রতি আর মমতা নাই, যাহা হইবার তাহাই হইবে; অদৃষ্টের উপর একমাত্র নির্ভর করিয়া যুবক সেই পথ ধরিয়া বরাবর চলিল। এই ভাবে কতক দূর যাইয়া সম্মুখে একখানি অট্টালিকা দেখিতে পাইল। বাড়ীটি দেখিয়া তাহার মনে কতকটা সাহস হইল যে, এইবার অবশ্যই লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইবে। বিপণিশ্রেণী সজ্জিত রহিয়াছে, অথচ জন মানবের যখন সমাগম নাই, অবশ্যই কোন না কোন কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, নতুবা এ আশ্চর্য্য দৃশ্য নয়নগোচর হইবে কেন! সওদাগর পুত্র এই সকল কথা মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিল। এ কক্ষ সে কক্ষ বহু স্থান অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে একটী মনুষ্যাকৃতি ভূতলে বস্ত্রাচ্ছাদিত ভাবে শায়িত রহিয়াছে দেখিতে পাইল। তথায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াই সেই বস্ত্রখানি টানিয়া দেখিতে পাইল যে, এক পরম রূপবতী যুবতী ভূতলে শায়িতা রহিয়াছে। রমণীকে এভাবে ধূলি বিলুণ্ঠিতা অবস্থায় দেখিয়া যুবক সসম্ভ্রমে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যুবতী ব্যগ্রভাবে বলিল, "আপনি কে? কিরূপে বা এখানে উপস্থিত হইলেন, যদি প্রাণের প্রতি মমতা থাকে, তাহা হইলে এইদণ্ডে এস্থান পরিত্যাগ করুন।"

রমণীর কথা শুনিয়া জনষ্টোন পুত্রের মনে অধিকতর সন্দেহ হইল। যুবক কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিল, "সুন্দরি! এখান হইতে আমায় চলিয়া যাইতে বলিতেছেন

কেন? একাদিক্রমে আমার সাত দিন আহারাদি হয় নাই; বহু কষ্টে আপনার এখানে আসিয়াছি, আমার প্রতি দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করুন।”

যুবতী। খাদ্য! বহুকালাবধি খাদ্যের আস্বাদন ভুলিয়া গিয়াছি; অনশনই আমার জীবনের প্রিয় হইয়াছে। মহাশয়! খাদ্য চাহিয়া আমায় লজ্জিত করিতেছেন কেন?

যুবক। আপনার কথার রহস্য কিছুমাত্র আমি ভেদ করিতে পারিতেছি না। আহার ব্যতীত কি মনুষ্য জীবিত থাকিতে পারে? আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিবেন না, ক্ষুৎপিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুষ্কপ্রায় হইয়াছে; অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বর জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করুন; নতুবা নরহত্যা মহাপাপে আপনাকে লিপ্ত হইতে হইবে।

যুবতী। মহাশয়! আমি আপনার সহিত কোন প্রকার চাতুরী করি নাই, চতুরতা আমার ধর্ম্ম নহে; আমি এই সমগ্র দ্বীপের একমাত্র অধিশ্বরী; কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে দীনের অধম হইয়া দিনাতিপাত করিতেছি। সে অনেক কথা। আপনি উদ্যানে যাইয়া ফল মূলাদি আহার করিয়া উদর পূর্ণ করুন, এ স্থানে দাঁড়াইয়া আপনার কোন উপকার হইবে না। যাহা করিতে হয়, এই বেলা করুন; আর অধিক সময় নাই। আপনাকে সত্বরই এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে; নতুবা আপনার জীবন সংশয়।

যুবক। যুবতি! তুমি সে জন্য চিন্তিত হইও না, আমি বৃক্ষ লতাদি হইতে ফল মূলাদি আহরণ করিয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হই, তৎপরে এখানকার সবিশেষ বিবরণ অবগত হইব।

আপনি কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কিতা হইবেন না। স্থির জানিবেন, অচিরে আপনার উদ্ধার সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত করিব।"

যুবকের কথায় রমণী মনে মনে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। যুবকও ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া জঠরানল নিবৃত্তি করিয়া রমণীর নিকট সবিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য তৎসমীপে উপস্থিত হইল। রমণী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া একে একে তাহার পূর্ব্ব কথা সমস্তই জানাইল;—

এক দিবস আমি আত্মীয় স্বজন সহ নদীতটে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে সহসা কয়েকটা সর্প জল হইতে আমাদিগের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি তাহাদের একটীকে শর সন্ধান করি, তাহাতে সর্প বাণবিদ্ধ হয় কি না, তাহার কিছুই স্থির জানা যায় না। কিন্তু তদ্দণ্ডে সর্পগণ ভূমিতে উঠিয়া আমাদের সকলকেই দংশন করে, তাহাতে সমস্ত দ্বীপ এককালে সর্পময় হইয়া উঠে। যে যেমন ছিল, সকলেই সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করে, অধিবাসীদিগের মধ্যে আমি ব্যতীত আর কেহই জীবিত থাকিল না। সর্পকুল অভাগিনীকে এককালে নিরাশ্রয় করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাদের দলপতি প্রতিদিন অপরাহ্নে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে বিবিধ যন্ত্রণায় দগ্ধ বিদগ্ধ করিতে থাকে।

যুবতীর নিকট সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া জনষ্টোনপুত্রের মনে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল; কিন্তু যুবক রমণী সমীপে কোন কথার উল্লেখ না করিয়া সর্পের অত্যাচার হইতে যুবতীকে উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

তাহাদের পরস্পর এইরূপ কথা বার্ত্তায় সূর্য্যদেব পশ্চিম

গর্গন্ধে চলিয়া পড়িলেন, অপরাহ্ণ জানিয়া যুবতী যুবককে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আকিঞ্চন করিতে লাগিল; কিন্তু যুবতী যতই তাহাকে প্রস্থানের জন্য অনুরোধ করিল, জনষ্টোনের পুত্র ততই যেন উত্তরোত্তর সমধিক তেজস্বিতা দেখাইতে লাগিল। পরে কোথাও বারুদ পাওয়া যায় কি না সন্ধান লইয়া যথেষ্ট বারুদ সংগ্রহ করিল। যুবক জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া নদীতট হইতে সর্পের যাতায়াত পথ ও নির্দ্দিষ্ট আসন জ্ঞাত হইয়া, সেই সমস্ত স্থানে গর্ত্ত কাটিয়া মাটি তুলিয়া সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া উপরিভাগে ঘাস বসাইয়া দিল; এরূপ ভাবে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইল যে, বহির্ভাগ হইতে তাহার চিহ্ন মাত্রও দৃষ্ট হইল না। তৎপরে উক্ত আসন ও সুড়ঙ্গে রীতিমত বারুদ পূরিয়া রাখিয়া সর্পের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই সর্প আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জনে আসনোপবিষ্ট হইবামাত্র যুবক সুড়ঙ্গের মুখে অগ্নি সংযোগ করিল, অগ্নি সংযোগ মাত্রেই এক ভীষণ বিকট শব্দ হইয়া সর্প ও নির্দ্দিষ্ট আসনাদি কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না। সে দিন সর্পভয় হইতে অব্যাহতি পাইয়া মনের আনন্দে যুবক যুবতী মিলিত হইল। কিন্তু তখনও উভয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। এই ভাবে দুই এক দিন অতিবাহিত হইল, আর কোন আশঙ্কার সূত্রপাত হইল না। তখন তাহারা একাদিক্রমে সাত বৎসরকাল আমোদ প্রমোদে মনের সুখে কালযাপন করিল। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে দুইটী পুত্র সন্তান লাভ করিয়া উভয়েই এক্ষণে লোকালয় দর্শনে লোলুপ হইয়া কোন সুযোগে সেই দ্বীপ হইতে চলিয়া আসিবার জন্য সচেষ্ট হইল; কিন্তু

সেস্থানে লোকের আদৌ যাতায়াত নাই, একমাত্র কাষ্ঠফলকখানি ভরসা; যুবক সেই কাষ্ঠফলক অবলম্বনে একবার কূল পাইয়া ছিল; এক্ষণে স্ত্রী পুরুষে দুইটী পুত্ররত্ন লইয়া সেই কাষ্ঠফলকে নির্ভর করিয়া অকূল জলধি অতিক্রম করিয়া কূলে আসিবে—লোকজনের সাক্ষাৎ হইবে, মনে মনে স্থির করিয়া উভয়ে পুত্র দুইটীকে বুকে লইয়া নদীতটে উপস্থিত হইল। যুবক একটী পুত্রকে লইয়া কাষ্ঠফলকে উঠিয়াছে, যুবতী অন্য পুত্রটীকে লইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, এ দিকে যে অবলম্বনে কাষ্ঠফলকখানি এত দিন বাঁধা ছিল, তাহারও বন্ধন কতক পরিমাণে শিথিল করা হইয়াছে, এমন সময়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্পর্শমণির কথা মনে পড়িল। দ্বীপস্থ যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি সমস্তই ত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে, এ স্থান হইতে কিছুই লইয়া যাইবার সুবিধা নাই, কিন্তু স্পর্শমণি খণ্ড সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলে, তাহাদিগকে অভাব অনুভব করিতে হইবে না; যখন যে অবস্থাই হউক না কেন, পরশমণি-স্পর্শে স্বর্ণ লাভ হইবে, এ সুযোগ পরিত্যাগ যুক্তিসঙ্গত নহে ভাবিয়া, উভয়েই সেই দুর্লভমণির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। তখন এক জন পুত্র দুইটীকে লইয়া অপেক্ষা করিবে, অপরে অবিলম্বে মণি লইয়া আসিলে সকলে কাষ্ঠফলকে আরোহণ করিবে এইরূপ ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ভগবানের লীলা কে বুঝিতে পারে? সহসা প্রবল প্রভঞ্জনে যুবক যুবতীর এত আশা উদ্যোগ সকলই ব্যর্থ হইয়া গেল। নিমেষ মধ্যে প্রবল ঝটিকায় সেই কাষ্ঠফলক দ্বীপ হইতে সুদূরে ভাসিয়া গেল। অভাগা পুত্ররত্নকে বুকে লইয়া অকূলে ভাসিল, অভাগিনী অন্য পুত্রকে বুকে ধরিয়া দ্বীপে দাঁড়াইয়া পতিপুত্রের উদ্দেশে রোদন

কাঁদিতে লাগিল। আবার নিমেষ মধ্যে ঝটিকার উপশম হইল, কিন্তু সেই প্রকৃতির ক্ষণেক ব্যতিক্রমে যুবক যুবতীর অবিচ্ছেদ্য প্রেম মিলনের মধ্যে বুঝিবা চিরবিরহের লবণাম্বুরাশি ব্যবধান পড়িল। যে কাষ্ঠ খণ্ডখানিতে যুবক পুত্ররত্নকে বক্ষে ধারণ করিয়া পত্নীর আগমন প্রতীক্ষায় ছিল, সহসা ঝটিকার তাড়নে, তরঙ্গের বেগে তাহার বন্ধন ছেদিত হওয়ায় এক দিকে ভাসিয়া চলিল; কোথায় যাইল, তাহার কিছুই নির্ণয় হইল না। রমণী পুত্রবস্ত্র সহ কূলে দাঁড়াইয়া রহিল, অনিমেষ নয়নে বিশাল বারিধির প্রতি চাহিয়া দেখিল, বহু কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু কোথাও পতি পুত্রের দেখা পাইল না। অভাগিনী কূলে থাকিয়া অকূলে ভাসিল।

কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বনে পুত্র সহ যুবক জলে ভাসিতেছে, কোথায় যাইবে তাহার কিছুই স্থির নাই, অভাগা কোন সুযোগে কূলে উঠিলেই পরিত্রাণ লাভ করে; কিন্তু অকূল বারিধির কূল কোথায়? সওদাগর পুত্রের অর্থের অভাব ছিল না, বৃদ্ধ পিতার এক মাত্র পুত্র, আজন্মকাল সুখভোগে কাটাইয়াছে, বাণিজ্যে আসিয়া পথিমধ্যে দৈব দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়া তাহার এরূপ দুর্দ্দশা দাঁড়াইয়াছে; দ্বীপে রমণীর সহিত প্রণয়ালাপে মত্ত হইয়া যুবক পথকষ্টের কথা বিস্মৃত হইয়াছিল, একে স্ত্রী পুত্র বিরহ, তাহাতে স্বয়ং ও পুত্র সামান্য কাষ্ঠখণ্ডে বিশাল সমুদ্রবক্ষে ভাসিতেছে, তাহার মনে নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল। সহসা প্রচণ্ড বায়ু বেগে কেন এমন দুর্ঘটনা হইল, অভাগা মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিতে করিতে স্থির ভাবিল যে, ইহা ঝড় নহে, বোধ হয় আদ জাতির প্রকাণ্ড জাহাজ এই দিক দিয়া বাহিয়া

যাইতেছে, সেই জাহাজের তুফানেই তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কিন্তু কোথাও কিছুই দেখিতে না পাইয়া, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কাষ্ঠখণ্ডখানি আরোহীদ্বয় সহ স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। এ যাত্রায় যে প্রাণে বাঁচিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইবে, সে আশা জনষ্টোন-পুত্র এককালে বিসর্জ্জন দিয়াছে. তবে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ—আশায় নির্ভর করিয়া এখনও দেহে প্রাণ রাখিয়াছে। সঙ্গে জীবন সর্ব্বস্ব ধন পুত্র—যদি কোন সুযোগে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে পিতার ক্রোড়ে পৌত্ররত্ন উপহার দিবে—মনে মনে তাহার কতই আশা, সেই বলে বলী হইয়া অভাগা সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে আবার চাহিয়া দেখিল। সহসা একখানি জাহাজ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল, কিন্তু সেখানি কোন্ পথ দিয়া কোথায় যাইতেছে, বহুদূরে থাকায় তাহার কিছুই নির্ণয় হইল না; এক মাত্র ঈশ্বর ভরসা জানিয়া সওদাগরপুত্র একদৃষ্টিতে সেই অর্ণবপোতখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। অভাগা পুত্রসহ এরূপ বিপদগ্রস্ত, জাহাজের কোন ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইলে অবশ্যই প্রাণ রক্ষার উপায় হইবে ভাবিয়া, অনিমেষ লোচনে জাহাজ খানির প্রতি চাহিয়া থাকিয়া জানিতে পারিল যে, পোতখানি তাহাদের অভিমুখেই অগ্রসর হইতেছে। বণিকপুত্র প্রাণরক্ষার উপায় হইল জানিয়া, উচ্চৈঃস্বরে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জাহাজ সংলগ্ন একখানি পান্‌সী তীরবেগে আসিয়া তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইল। সওদাগরের আনন্দের সীমা রহিল না, পুত্রসহ অবিলম্বে নৌকাখানিতে উঠিয়া পড়িল। যদিও পিতা পুত্রে

অল্পকাল মাত্র জলে ভাসিয়া ছিল, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই উভয়েই অবশ ও বিকলাঙ্গপ্রায় হইয়াছিল। এক্ষণে নাবিক-গণের যত্নে তাহারা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, পোতাধ্যক্ষ পিতা পুত্রকে সাদর সম্ভাষণে আহ্বান করিলেন।

পোতাধ্যক্ষের অনুগ্রহেই পুত্রসহ বণিকতনয় আসন্ন মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এক্ষণে রক্ষাকর্ত্তা ডাকাইয়া পাঠা-ইয়াছেন, সপুত্র সওদাগর সত্বর তৎসমীপে উপস্থিত হইল। পোতাধ্যক্ষ দেখিবা মাত্রই জনষ্টোনের পুত্রকে চিনিতে পারি-লেন এবং আদ্যোপান্ত সমুদয় জিজ্ঞাসা করিলেন। জনষ্টোনের সহিত পোতাধ্যক্ষের বিশেষ সখ্যতা ছিল। বন্ধুপুত্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, বৃদ্ধ জনষ্টোন পুত্রের অদর্শনে কতই ব্যাকুল আছেন, এক্ষণে পুত্র তৎসমীপে উপস্থিত হইলে, তাঁহার তাপিত প্রাণ শীতল হইবে, মনের উদ্বেগ দুর হইবে, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া পোতাধিপতি আপ-নাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন, এবং বিশেষ আদর যত্নে তাহা-দিগকে লইয়া যথাসময়ে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

জনষ্টোন জীবনসর্ব্বস্বধন পুত্রকে বিদায় দিয়া অবধি তাহার আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতভাবে কালাতিপাত করিতে ছিলেন; দেখিতে দেখিতে কতদিন কত মাস কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরস্পর আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। সমুদ্রপথে বিপাকে পড়িয়া পুত্র যে প্রাণ হারাইয়াছে, ইহ-জন্মে তাঁহার সহিত আর পুত্রের সাক্ষাৎ হইবে না, তিনি পুত্রবান্ হইয়াও পুত্রহারা হইয়াছেন, মনে মনে ইহা স্থির জানিয়া জনষ্টোন প্রতিনিয়ত দুঃখে দিনাতিপাত করিতেছিলেন।

নয়নাসারে বৃদ্ধের চক্ষু দুইটী দৃষ্টিহীন হইয়াছিল; উত্তরোত্তর যতই দিন যাইতেছিল, বৃদ্ধ ততই শোকসাগরে ভাসিতেছিলেন। সংসারের প্রতি এক্ষণে তাঁহার বিতৃষ্ণা দাঁড়াইয়াছে, তথাচ মায়া-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে এখনও তাঁহাকে সকল কার্য্য করিতে হইতেছে।

পোতাধ্যক্ষ বাটীতে আসিয়া বন্ধুপুত্র ও পৌত্রকে বিশেষ সমারোহপূর্ব্বক আহারাদি করাইয়া অনতিবিলম্বে তাহাদের লইয়া বন্ধুসমীপে উপস্থিত হইলেন। জনষ্টোন ম্রিয়মাণ অবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন, বহুদিবসের পর বন্ধুর সহিত দেখা সাক্ষাতে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন; অধিকন্তু বন্ধু সমভিব্যাহারে পুত্রকে দেখিয়া এককালে বিস্মিত হইলেন। পুত্রের সহিত ইহজন্মে আর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না, তিনি মনে মনে স্থিরই জানিয়া ছিলেন; এক্ষণে পুত্রের দর্শন পাইয়া তাঁহার ভগ্ন-হৃদয়ে উৎসাহ আসিল, নির্ব্বাপিত দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিল। সওদাগরের অর্থের কিছুমাত্র অভাব ছিল না, একমাত্র পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইয়া তিনি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, সোণার সংসার অরণ্য ভাবিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। বণিকের বাটীতে মহোৎসব হইতে লাগিল, নৃত্য গীত বাদ্য ভোজ ইত্যাদিতে মহানন্দে কয়েক দিবস কাটিয়া গেল।

পুত্র অবিবাহিত অবস্থায় সমুদ্র যাত্রা করিয়া এতাবৎকাল বিপাকে পড়িয়া বিদেশে কালযাপন করিয়াছে, সংসার ধর্ম্মের প্রতি তাহার তাদৃশ অনুরাগ হয় নাই; এজন্য জনষ্টোন, পুত্রের বিবাহের জন্য উৎসুক হইলেন। কিন্তু পৌত্রের পরিচয়ে সবিশেষ

জ্ঞাত হইয়া তাঁহার মন সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল; এক্ষণে পুত্র কোন রূপে সংসার আশ্রমে আবদ্ধ থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করিলেই বৃদ্ধ অন্তিমদশায় মনের তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু পুত্রের ইচ্ছা ব্যতীত সে আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। জনষ্টোন এক দিবস নিভৃতে পুত্রকে ডাকাইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলেন। পুত্র জাহাজ মগ্ন হওয়ায় নিরাশ্রয় অবস্থায় একখানি কাষ্ঠ অবলম্বনে দ্বীপে পৌছিয়াছিলেন, তথাকার রাজকুমারীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, সেই দ্বীপে তাহার আর এক পুত্র আছে, এই সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া জনষ্টোন পুত্রকে পুনরায় সেই দ্বীপে যাইতে নিবারণ করিলেন; অধিকন্তু বলিলেন যে, জগদীশ্বরের অনুগ্রহে তোমাকে ফিরিয়া পাইয়াছি, কিন্তু এবার সেস্থানে যাইলে তোমাকে জন্মের মত হারাইব—আর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না, তুমিও সে রমণীর অনুরাগভাজন হইতে পারিবে না। সংসারে রমণী, কাঞ্চন ও ভূমি বড়ই মায়াবী; পৃথিবীতে যত কিছু বাদ বিসম্বাদ সংঘটিত হইয়া থাকে—স্ত্রীলোক, অর্থ ও ভূমি এই তিন বস্তুর কোনটী না কোনটী তাহার মূল কারণ জানিবে। লোকে কুহকে পড়িয়া এই ত্রিবিধ বস্তুর একটীর প্রতি আসক্ত হইলে, আর তাহার নিস্তার থাকে না। আমি ভাবিয়াছিলাম, দেখিয়া শুনিয়া তোমার বিশেষ জ্ঞানলাভ হইয়াছে; কিন্তু এখনও যখন প্রলোভনে মুগ্ধ হইতেছ, তখন কোনক্রমেই নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই।

পিতার কথায় পুত্রের কিঞ্চিন্মাত্র চৈতন্য লাভ হইল না, অধিকন্তু যুবক পিতাকে উত্তর করিল যে, আসিবার সময়ে

প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে, যদি বাঁচিয়া দেশে যাইতে পারি, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের সহিত দেখা করিব; এক্ষণে কিরূপে সেই বিবাহিতা ভার্য্যা ও ঔরসজাত পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারি? পিতা পুত্রকে পুনঃ পুনঃ বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পুত্র কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। পিতা পুনরায় বলিলেন যে, তুমি যাহার জন্য এরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছ, সে তোমার সহিত কথাও কহিবে না, তোমাকে সেই হতাদর জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইতে হইবে। যদি তোমার মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে আমার কথা শুন, অতীতের কথা এককালে বিস্মৃতি-জলে ভাসাইয়া দিয়া ঐহিক মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি আপনার ভাল-মন্দ অবশ্যই বিবেচনা করিতে পার। কথায় বলে, তরবারি ও স্ত্রীলোক, যখন যাহার অধীনে থাকে, তখন তাহারই মনস্তুষ্টি করে। তুমি তোমার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না বলিয়াই এরূপ পুনঃ পুনঃ আমার কথার অবমাননা করিতেছ। সম্মুখীন বিপদে সাবধান হইয়া কার্য্য করিলে, পরিতাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে হয় না; নতুবা পদে পদে বিপদ জানিও। তুমি এক্ষণে নিতান্ত বালক নহ, হিতাহিত বিবেচনা করিবার শক্তি হইয়াছে; আমার কথা যদি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা না কর, তাহা হইলে তোমার পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক বিবেচনা করিবে—তাহাই করিতে পার; কিন্তু তোমার পরিণামের বিষয় ভাবিয়া দেখা একান্ত কর্ত্তব্য। পিতা পুত্রের মঙ্গল কামনাই করিয়া থাকে, আমি সেই জন্যই তোমাকে পুনঃ পুনঃ সে স্থানে যাইতে নিষেধ করিতেছি, পিতার কথায় অমান্য করিলে, তাহার ফল অবিলম্বেই বুঝিতে পারিবে।

জনষ্টোন কর্ত্তৃক পুত্র এইরূপ ভর্ৎসিত হইয়া কয়েক দিবস মৌনাবলম্বনে দিনযাপন করিল; কিন্তু বিধাতা যাহার অদৃষ্টে যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, মনুষ্য তাহার অন্যথাচরণে যথাশক্তি চেষ্টিত হইলেও কার্য্যে কিছুই ফল দর্শে না। সওদাগর-পুত্র মনে মনে যে প্রণয়িনীর অনুসন্ধানে পুনরায় সেই দ্বীপে উপস্থিত হইবে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, পিতার শত সহস্র নিষেধ বাক্যে উপেক্ষা করিয়া সেই স্থানে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইল। জনষ্টোন পুত্রের ঈদৃশ সংকল্প দেখিয়া সাতিশয় অনুতপ্ত হইলেন, কিন্তু কিছুতেই পুত্রের মতিগতির পরিবর্ত্তন হইবার নহে স্থির জানিয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও জাহাজাদি প্রস্তুতের জন্য কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিলেন। তাঁহার সংসার সাধ সমস্তই মিটিয়াছে, একমাত্র পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়াই তিনি এতাবৎকাল সংসার আশ্রমে আবদ্ধ ছিলেন; এক্ষণে পুত্র কোনমতেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল না। যদি পুত্রই সেই বিশাল সমুদ্রস্থ দ্বীপে যাত্রা করে, তাহা হইলে তিনিই বা কি সুখে নিশ্চিন্ত মনে গৃহে বসিয়া থাকিবেন? পিতা পুত্র উভয়েরই সমুদ্র যাত্রার ব্যবস্থা হইল, কর্ম্মচারিগণ প্রভুর আদেশমত উদ্যোগের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

জাহাজাদি প্রস্তুত হইলে, বহুল লোকজন সহ পুত্রকে লইয়া জনষ্টোন জলপথে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে সওদাগর, পুত্রকে পরিণামের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিতে বলিলেন, কিন্তু পিতার কথায় পুত্র কর্ণপাতও করিল না। নির্দ্দিষ্ট দিবসে দ্বীপ সমীপে জাহাজ পৌঁছিল, সওদাগরপুত্র ইতিপূর্ব্বে দ্বীপে উঠিয়া যেরূপ অবস্থাদি দেখিয়াছিল। এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ

অপরূপ দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ হইল। বহুক্ষণ তীরে অপেক্ষা করিবার পর তত্রস্থ একজন অধিবাসীর দেখা পাইয়া সেই দ্বীপের সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল; তাহার মুখে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া জনষ্টোনপুত্র প্রকৃত স্থানেই আসিয়াছে জানিয়া প্রীত হইল; কিন্তু পূর্ব্বে সেখানে আসিয়া যেরূপ দেখিয়াছিল, এক্ষণে সেভাব নাই দেখিয়া কথঞ্চিৎ যেন ভাবিত হইল—সে দ্বীপের সে ভাবের চিহ্ন মাত্রও নাই;—যে স্থান বন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, এক্ষণে তথায় বিবিধ জাতীয় শস্যাদির আবাদ হইয়াছে; পূর্ব্বে যেখানে জনপ্রাণীরও সমাগম ছিল না, এক্ষণে তথায় বহুল লোকজনের যাতায়াত দেখিয়া তাহার অধিকতর সন্দেহ হইল। কথায় কথায় জনষ্টোনপুত্র সেই আগন্তুকের নিকট রাজকুমারীর কথা জিজ্ঞাসায় জ্ঞাত হইল যে, প্রতি-দিন প্রাতেঃ ও সন্ধ্যাকালে তিনি অশ্বারোহণে বায়ু সেবনার্থ সমুদ্রতটে আসিয়া থাকেন। প্রথম সাক্ষাৎ পথিমধ্যে হইবে ভাবিয়া সওদাগর-পুত্র রমণীর দর্শন আশয়ে পথপার্শ্বে অপেক্ষা করিতে লাগিল; যথাকালে রাজকুমারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু সওদাগরপুত্র বিনয়নম্রবচনে তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেও রাজকুমারী কোন কথা না কহিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। জনষ্টোন পুত্রমুখে সবিশেষ অবগত হইয়া তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন এবং উক্ত রমণীর সাক্ষাৎলাভ বাসনা এককালে যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়াই বিবেচনা করিলেন, কিন্তু তথনও পুত্রের বাসনা পূর্ণ হয় নাই। যুবক মনে মনে অনুমান করিতেছে যে, হয়ত রাজকুমারী তাহাকে আদৌ দেখিতে পায় নাই, নতুবা এতকাল একত্র প্রেমালাপে

মিলিত থাকিয়া এক্ষণে নিতান্ত অপরিচিতের ভাব দেখাইবেন কেন?. যাহা হউক পুনশ্চ দেখা সাক্ষাৎ ব্যতীত এ সন্দেহ কিছুতেই বিদূরিত হইবে না ভাবিয়া, পর দিবস যথাকালে সেই মহিলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিল। জনষ্টোন পুত্রকে বলিলেন, "এখনও সাবধান হইলে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না, কিন্তু তুমি গুরুজনের কথার অমান্য করিলে কর্ম্মের ফলভোগ করিবে। যদি একান্তই সেই মায়াবিনীর সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া যে কোন প্রকারে হউক শুনাইবে,—'শোণিতের লোহিত্ব কদাচ বিবর্ণ হইবার নহে, তোমার গর্ভজাত পুত্রকে ক্রোড়ে লও।' কিন্তু তুমি নিজে অশ্বসমীপে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারীর গতিরোধ করিও, নতুবা আজ তোমাকে বিমর্ষমুখে প্রত্যাগত হইতে হইবে।"

বণিককুমার পুত্রসহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজকুমারীর আগমন প্রতীক্ষায় থাকিল। যথাসময়ে রাজকুমারী বায়ু সেবনে উপস্থিত হইলে, সওদাগরপুত্র তাহাকে বিনয়নম্রবচনে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "প্রিয়তমে, পূর্ব্বে তুমি কাহারও সম্মুখে বাহির হইতে অবমাননা বোধ করিতে, কিন্তু এক্ষণে তোমার এ কি ভাব দাঁড়াইয়াছে; তুমি এত লোকজনের সম্মুখে বহির্গত হইয়াও কিছুমাত্র শঙ্কিতা বা সঙ্কুচিতা হইতেছ না, এই কি রমণীর ধর্ম্ম!" রাজকুমারী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপন মনে অশ্ব চালাইতে লাগিলেন দেখিয়া, যুবক পুত্রকে অবিলম্বে মাতার অশ্বের গতিরোধ করিবার জন্য সম্মুখীন হইতে বলিল। পিতার আদেশ মত পুত্র জননীর অশ্ব সমীপে উপস্থিত হইলে, রমণী

ঘোটকের গতিরোধ করিলেন বটে, কিন্তু কটিদেশ হইতে পিস্তল লইয়া এককালে সন্তানকে লক্ষ্য করিলেন; শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বালক ধরাশায়ী হইল। রাজকুমারী অশ্বকে কশাঘাত করায় সে বায়ুবেগে ধাবিত হইল।

সওদাগরপুত্র রমণীর ঈদৃশ নিষ্ঠুর আচরণে মর্ম্মাহত হইল। পরক্ষণে মৃতপুত্রের দেহ লইয়া অবিলম্বে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীর কথা সবিশেষ জ্ঞাপন করিল। জনষ্টোন, পুত্রকে ইতি পূর্ব্বেই যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া আসিবার সময় রোদন করিতে করিতে আসিতে হইবে বলিয়া দিয়া ছিলেন; প্রকৃতপক্ষে এক্ষণে সেই দুর্ঘটনাই উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, তিনি পুত্রকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন ও অবিলম্বে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু হতভাগ্য রমণীর কুহকজালে এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছিল যে, পুত্রনাশ দেখিয়াও পিতার কথায় উপেক্ষা করিল।

পৌত্রের বিনাশজনিত শোকে জনষ্টোন এককালে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া ছিলেন, তাহাতে পুত্রেরও ভবিষ্য কষ্টের বিষয় আশঙ্কা করিয়া অধিকতর আতঙ্কিত হইলেন। প্রথম বার রাজকুমারী স্বামীর কথায় কর্ণপাত করেন নাই, দ্বিতীয় বারে এতাদৃশ অবমাননা ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও পুত্রের কিছুমাত্র চৈতন্য হইল না দেখিয়া, তিনি আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রলাভ হইয়াছে, এতাবৎকাল তাহার সুখ সম্পাদনে ক্ষণেকের জন্যও জনষ্টোন উপেক্ষা করেন নাই, তাঁহার বারম্বার নিষেধেও পুত্রের মতি গতির কোনমতেই পরিবর্ত্তন হইল না, অথচ পুত্রকে এরূপ ডাকিনীর হস্তে

সমর্পণ করিয়া যাইতেও তাঁহার মন সরিল না। তিনিও তখন পুত্রের মতানুযায়ী কার্য্যে বাধা দিতে পারিলেন না।

ইতিপূর্ব্বে দুইবার দর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, অদ্য তৃতীয় বার রাজকুমারী যথাসময়ে সমুদ্রতটে উপস্থিত হইলেন। সওদাগরপুত্র প্রণয়িনীর আগমন প্রতীক্ষায় যথাস্থানে অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু জনষ্টোন পুত্রবাৎসল্যে জড়িত হইয়া তাহাকে নয়নের অন্তরাল করিতে পারেন নাই, তিনিও পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীর আগমন জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজকুমারী তথায় আসিলেন, এবং জনষ্টোন যেখানে দাঁড়াইয়া আছেন, এককালে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "সওদাগর, তোমার দাড়ী গোঁপ পাকিয়াছে, বয়সেও প্রবীণ হইয়াছ, কিন্তু সংসার-নীতি সম্বন্ধে এককালে তুমি অনভিজ্ঞ, নতুবা নির্ব্বোধের মত তোমায় এভাবে দেখিতে পাইব কেন? তোমার পক্ষে এরূপ ব্যবহার কদাচ সঙ্গত নহে!"

রাজকুমারীর নিকট অপদস্থ হইয়া জনষ্টোনের চৈতন্য হইল। তিনি এতদিন মায়াজালে আবদ্ধ থাকিয়া পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া, লোকগঞ্জনা সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু এ বৃদ্ধ বয়সে রমণীর ভর্ৎসনায় তাঁহার সংসারের প্রতি বীতানুরাগ জন্মিল, তিনি পুত্রকে শেষ অনুরোধ করিলেন, "বৎস! যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তোমাকে আমি পূর্ব্বাবধিই বলিতেছি যে, উক্ত রমণীর সহিত তোমার ইহজন্মে মিলন হইবে না; কিন্তু বারে বারে তুমি আমার কথায় আস্থা প্রদান না করিয়া, পদে পদে আপনি অপমানিত হইতেছ ও আমাকেও অপমানিত করিতেছ। ক্ষান্ত হও, গত ঘটনা

স্বপ্ন মাত্র ভাবিয়া আসক্তি পরিত্যাগ কর, নিদ্রাঘোরে লোকে স্বপ্নযোগে কত রূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া থাকে,• কিন্তু চৈতন্যোদয়ে আর তাহার সেভাব থাকে না। তাই বলি— আমার কথা শুন, তুমি উক্ত স্ত্রীলোকের সহিত মিলিত হইবার জন্য মনে মনে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহা চিরকালের জন্য বিস্মৃত হও। এ বৃদ্ধ পিতাকে আর শোক তাপে জর্জ্জরিত করিও না, তোমার জন্য আজ আমায় বিস্তর অবমাননা সহ্য করিতে হইয়াছে। আমার এই শেষ অনুরোধ রক্ষা কর।"

পিতার কথায় পুত্র কিছু মাত্র উত্তর দিল না, পুনরায় রমণীর সহিত সাক্ষাতের জন্য উদ্যোগী হইল; জনষ্টোন পুত্রের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া হতাশচিত্তে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। পিতা পুত্রে আর দেখা সাক্ষাৎ হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সওদাগর-পুত্র বন্ধুমুখে জনষ্টোনপুত্রের আখ্যায়িকা শুনিয়াও প্রণয়িনীর উদ্দেশে সমভাবে অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু নিষ্ঠুর সওদাগর ইতিপূর্ব্বেই যুবক যুবতীর পরস্পর দেখা সাক্ষাতের পথরোধ করিয়া ছিলেন, এজন্য হতভাগ্য মনে মনে দারুণ অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন। প্রিয়তমার সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাতের সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। তখন দিবা রাত্র বণিকতনয়ার রূপলাবণ্য চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলেন। সহচর-

গণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও প্রবোধ বাক্যেও কিঞ্চিন্মাত্র তাঁহার চৈতন্য হইল না, তিনি এক মনে সেই কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

বণিকপুত্র দিনে দিনে আহার নিদ্রা সমস্তই ত্যাগ করিলেন। শরীর পালনের প্রতি তাদৃশ যত্ন থাকিল না, যথা সময়ে উপযুক্ত আহারাদি না করিয়া তিনি অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িলেন। ইহ-জীবনে যদি প্রেমিকার অনুরাগ লাভ করিতে পারেন, তাহা হই-লেই জীবন রক্ষা করিবেন, নতুবা দেহপতনই স্থির করিলেন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আত্মীয় স্বজন সকলেই যুবতীর প্রতি প্রণয়ানুরাগ বিসর্জ্জন দিবার জন্য অনুরোধ আকিঞ্চন করিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মতিগতির পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি এক মনে সেই মনোমোহিনীর চিন্তায় সংযত থাকিলেন। বিষয় বাসনা সুখবিলাসে আস্থা না থাকায়, ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল; উত্থানশক্তি রহিত হইয়া আসিল। যুবক আপনার অবস্থা জানিতে পারিয়া বন্ধুবর্গকে ডাকাইয়া পাঠা-ইলেন। যথাকালে তাঁহারা উপস্থিত হইলে, অভাগা তাহাদিগকে আপনার অবস্থা জানাইলে, তাহারা সকলেই যুবকের আসন্ন মৃত্যু জানিয়া ম্রিয়মান হইল।

তৎপরে যুবক উপস্থিত বন্ধুমণ্ডলীকে যথাযথ সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রিয় বন্ধুগণ! আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, অবিলম্বে আমাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে; এ অন্তিম সময়ে তোমরাই আমার একমাত্র ভরসা, এক্ষণে আমার এই মাত্র অনুরোধ যে, যে রমণীর প্রণয়ানু-রাগী হইয়া আমার জীবনদীপ নির্ব্বাণ হইবার উপক্রম হইয়াছে,

প্রকৃতই আমি তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি; সেইজন্যই তাহার ধ্যানে থাকিয়া প্রাণ বিসর্জ্জনেও আমি কিছুমাত্র ব্যথিত নহি; কিন্তু আমার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। আমার মনে মনে বড় আশা ছিল, প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হইয়া প্রণয়ালাপে সুখে কালযাপন করিব; ভগবান আমার সে সাধে বাদ সাধিয়াছেন! মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমি সেজন্য কিছুমাত্র বিচলিত নহি; কিন্তু আমার এই অনুরোধ যে, আমি কালগ্রাসে পতিত হইলে, যখন সমাধির জন্য এই অনিত্য দেহ স্থানান্তরিত করা হইবে, সেই সময়ে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া আমার প্রণয়িনীর বাটীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া আমাকে সৎকার করিতে লইয়া যাইও। আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও তাহার রূপরাশিই দেখিতে পাইতেছি; সুন্দরী যেন মিলন প্রতীক্ষায় আমার অপেক্ষা করিতেছে! এ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।"

যুবকের কথা শুনিয়া সকলেই কাতরকণ্ঠে একবাক্যে বলিল যে, তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করা হইবে। কিন্তু বন্ধুর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া সকলেই শোকসন্তপ্তচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইল। অভাগা মৃত্যুমুখে পতিতপ্রায়, তথাচ প্রণয়িনীর রূপ চিন্তায় নিমগ্ন—সে ভাবের আর বিরাম নাই।

যে দিবস তাঁহার বন্ধুগণ আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া গেল, সেই রাত্রিতেই তিনি কালকবলে পতিত হইলেন। বন্ধুগণ একে একে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎপরে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ হইতে লাগিল। যুবকের বন্ধুগণ অন্তিম অনুরোধ অনুসারে মহাসমারোহে তাঁহার

মৃতদেহ তাঁহার প্রণয়িনীর আবাস বাটীর সম্মুখ দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল; এমত সময়ে লোকের জন-কোলাহল ও বাদ্যাদির বিকট শব্দ তাঁহার প্রণয়িনী সেই বণিকদুহিতার কর্ণগোচর হইল। রমনী শশব্যস্তে গৃহের ছাদোপরি উঠিয়া সবিশেষ কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন যে, তিনিই উক্ত যুবকের মৃত্যুর কারণ; যেহেতু এই যুবকই তাঁহার প্রণয়াভিলাষী হইয়া এতকাল তাঁহারই ধ্যানে জীবনযাপন করিয়াছেন। অভাগা, যুবতীর জন্য ভোগবিলাস, সুখসাচ্ছন্দ্য সমস্তই ত্যাগ করিয়া অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছে। যুবতী আপনাকেই হতভাগ্য যুবকের অকাল মৃত্যুর একমাত্র কারণ জানিয়া এককালে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন, অতীতের যত কথা তাঁহার স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল। যুবক যেরূপ প্রণয়ানুরাগে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিল, তিনিও সেইরূপ যুবকের বিচ্ছেদজনিত কষ্ট মনে মনে অনুভব করিয়াছিলেন। পিতার ভয়ে মনের ভাব মনেই গোপন করিয়াছিলেন, তাঁহার মুখ হইতে একটীও কথা নিঃসৃত হয় নাই; কিন্তু তিনি এরূপ শোচনীয় অবস্থায় আর মনোভাব সংগোপন রাখিতে পারিলেন না। প্রাণনাথের সহিত মিলিত হইবার জন্য পতিপ্রাণার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। ইহজন্মে যদিও তিনি পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইলেন, তথাচ পরজন্মে পতির সহিত মিলিতা হইয়া সুখে কালযাপন করিবেন, আর বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া এককালে ছাদের উপর হইতে মৃতদেহের আধারের উপর পতিতা হইলেন। সমাগত ব্যক্তিগণ একদৃষ্টিতে যুবতীর

প্রতি চাহিয়া রহিল। রমণী পতির মৃতদেহে পতিতা হইবা মাত্র পঞ্চত্বপ্রাপ্তা হইলেন; এককালে উভয়ের অবয়ব উভয়ে মিলিয়া গেল। দুই দেহ ভিন্ন হইলেও উভয়ের একদেহ হইতে দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের হৃদয় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইল। সকলেই প্রেমিক প্রেমিকার স্তুতিবাদ করিতে করিতে সমাধি-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দম্পতীর সমাধি কার্য্য সমাধা করিয়া যে যাহার গৃহে ফিরিয়া আসিল।

মেহেরনিগার প্রিয়সখীর নিকট বণিককুমারের উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "সখি! বণিকপুত্র প্রেমের জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, পৃথিবীতে সেরূপ নির্ম্মল প্রেম কয়জনের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে? জীবন ত যাইবেই। যদি এইরূপে জীবন যায়, তাহার অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি আছে? আমি জানআলমকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি; যদি এ জীবনে তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলেই এ জীবনের আবশ্যক, নতুবা এ অসার জীবনধারণে আর প্রয়োজন কি? তিনি আমার প্রাণেশ্বর, তাঁহার বিহনে আশায় আশায় আর কতদিন প্রাণ থাকিবে?"

এদিকে জানআলম, আঞ্জামানআরার সহিত প্রণয়ালাপে কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিয়া বাটী আসিবার জন্য সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। মেহেরনিগারের নিকট বিদায় গ্রহণকালে জানআলম উক্ত যুবতীর পিতার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, আঞ্জামানআরার নিকট হইতে আসিবার সময়ে, তিনি পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং মেহেরনিগারের সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে

প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি আঞ্জামান-আরাকে পাইয়া, সেই প্রেমময়ীর কথা বিস্মৃত হইয়াছেন! বোধ হয়, মেহেরনিগারের ব্যাকুলতা, কাননকান্তার অতিক্রম করিয়া জানআলমের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল; তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। অধিকন্তু সহসা তাঁহার পিতার ও মেহেরনিগারের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ স্মরণ হইল। জানআলম যদি যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া কুমারীর পাণিগ্রহণ না করেন, তাহা হইলে হয়ত অভিমানিনী মনোদুঃখে প্রাণত্যাগ করিবেন; এই সকল কথা জানআলম যতই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে আঞ্জামানআরার নিকট স্বদেশ গমনের প্রস্তাব করিলেন।

আঞ্জামানআরা প্রাণেশ্বরের স্বদেশ গমনের কথা শুনিয়াই এককালে শোকবিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। জানআলম শ্বশুরের নিকটও স্বদেশ যাত্রার কথা জানাইলেন। বৃদ্ধের আঞ্জামান আরা ব্যতীত আর কেহই নাই; দুহিতাকে জামাতৃ হস্তে সমর্পণ করিয়া বৃদ্ধের মনে মনে আশা হইয়াছিল যে, সময়ে জানআলম তাঁহার বিষয় সম্পত্তি রক্ষার জন্য মনোযোগী হইবেন এবং তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইবেন। কিন্তু জামাতার মুখে স্বদেশযাত্রার কথা শুনিয়া তিনি চমকিত হইলেন এবং অনুনয়বিনয়সহকারে জান-আলমকে এরূপ অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই যুবকের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইল না।

পতির স্বদেশে যাইতে একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া, আঞ্জামানআরা

তাঁহার অনুগামিনী হইবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ উপায়ান্তরবিহীন হইয়া কন্যাকে জামাতৃসহ ভর্ত্তৃগৃহে পাঠাইতে উদ্যোগী হইলেন।

আঞ্জামানআরা ভর্ত্তৃগৃহে যাইবেন, এ সম্বাদ রাজধানীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই কর্ণগোচর হইল। সকলেই সেই মায়াবীবিজয়ী মহাপুরুষের স্বদেশগমন উপলক্ষে মহাসমারোহ সন্দর্শনের জন্য অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বৃদ্ধের সন্তান সন্ততি আর কেহই নাই, আঞ্জামানআরাই তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব। ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই, বিষয় বিভবে যতদূর সুখলাভ হইতে পারে, বৃদ্ধ সমুদয়ই সম্ভোগ করিয়াছেন। একমাত্র কন্যারত্ন লইয়া তাঁহার সংসার। যেদিন আঞ্জামানআরার বিবাহ দিয়াছেন, সেইদিন হইতেই কন্যার অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন। বিবাহের সময় স্বয়ং বরের পিতা হইয়া উজীরকে কন্যাকর্ত্তা সাজাইয়া শুভকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে নববধূ কিরূপে শ্বশুরগৃহে নীতা হইয়া থাকে, দেখিবার জন্য তাঁহার সাধ হইল। বাদশাহ স্বয়ং উজীরের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় কন্যাকর্ত্তা সাজাইয়া নিজে বরের পিতা সাজিয়া নগর সীমান্তে উপস্থিত হইলেন। উজীর আঞ্জামানআরাকে মহাসমারোহে ভর্ত্তৃগৃহে পাঠাইতে উদ্যোগী হইলেন। অগণন দাস, দাসী, হয়, হস্তী, নর্ত্তক, নর্ত্তকী ও বাদ্যকর প্রভৃতির মহা আয়োজন হইতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে মহোৎসবে উজীর আঞ্জামানআরাকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিলেন, বৃদ্ধ বাদশাহ নববধূর শুভাগমন প্রথা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তৎপরে তিনি

জামাতা ও কন্যাকে বিদায় দিয়া শূন্যপ্রাণে স্বীয়নগরে প্রত্যাগত হইলেন। সাহাজাদীর সহিত যেরূপ লোকজন গিয়াছিল, তাহাতে নগরী যেন এককালে লোকশূন্য হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়া সকলকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। সান্ত্বনাবাক্যে বেগমকে বিবিধপ্রকারে প্রবোধিত করিয়া সকলের শান্তি সম্পাদনে উদ্যোগী হইলেন; কিন্তু আঞ্জামানআরার বিচ্ছেদে নিজেই ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। শোকের উৎস এককালে উৎসারিত হইল। বাদশাহ যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াও রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পূর্ব্ব হইতেই কন্যার বিচ্ছেদ বেদনায় বাদশাহের শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছিল, এক্ষণে রোদনের সহিত রোদন মিলাইয়া তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

এদিকে জানআলম স্ত্রী সমভিব্যাহারে শ্বশুরের রাজ্য হইতে স্বদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি যেরূপ সমারোহে বহির্গত হইয়াছেন, তাহা দেখিয়াই লোকের মনে হয় যে, যেন কোন নৃপতি এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে যাত্রা করিতেছেন। প্রতিদিন চারি পাঁচ ক্রোশ করিয়া তাঁহারা যাইতে লাগিলেন। যেস্থানে যাইয়া উপস্থিত হন, সেইস্থানেই যেন এক বহুজনাকীর্ণ নগরী হয়।

জানআলম পথিমধ্যে মেহেরনিগারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে প্রণয়িনীর রাজ্যে উপস্থিত হইবেন বলিয়া সমভিব্যাহারী লোকদিগের প্রতি আদেশ করিলেন। হয় হস্তী সৈন্য সামন্ত সমবেত সেই বিচিত্র সমারোহ মেহেরনিগারের দেশের অভিমুখেই অগ্রসর হইতে

লাগিল। কয়েকদিন পরে জানআলম মেহেরনিগারের বাটীর সন্নিকটেই উপস্থিত হইলেন।

এদিকে মেহেরনিগারের জানআলমই ধ্যান জ্ঞান। সাহাজাদী সহচরীর মুখে জনৈক বাদশাহ-পুত্রের আগমন বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। মহাসমারোহে এক সাহাজাদা উপনীত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া, মেহেরনিগার মনে মনে কত আন্দোলন, আলোচনা করিতে লাগিলেন। সাহাজাদা যে সেরূপে সমাগত হইয়াছেন, কোন ক্রমেই সাহাজাদীর প্রতীতি জন্মিল না; তিনি সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহার প্রিয়সখী আসিয়া জানাইল যে, প্রকৃতই জান-আলম মহাসমারোহে তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ আসিয়াছেন। তথাপি তাঁহার বিশ্বাস হইল না; যেহেতু জানআলম তাঁহার নিকট পরিব্রাজকভাবে আসিয়াছিলেন। এত লোকজন, ধন ঐশ্বর্য্য তিনি কোথায় পাইবেন? ইহা কদাচ সম্ভব নহে। সাহা-জাদী এই সকল কথার যতই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাকে আকুল করিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

সখীগণের মুখে জানআলমের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মেহেরনিগার মনে মনে স্থির ভাবিয়াছিলেন যে, তাহারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য এরূপ বলিতেছে; কিন্তু তাঁহার মনে এক একবার সন্দেহ হইতে লাগিল যে, হয়ত যথার্থই জানআলম আসিয়াছেন; নতুবা সখীগণ নিঃসঙ্কোচে পুনঃ পুনঃ

এই কথার উত্থাপন করিতেছে কেন? মেহেরনিগার সদা-সর্ব্বদা যে সকল সখীদিগের সহিত বাক্যালাপে কালযাপন করিতেন, তাহাদিগের নিকট কোন কথা প্রকাশ না করিয়া অনতিবিলম্বে অন্যান্য কয়েকজন সখীপরিবেষ্টিতা হইয়া সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য যে স্থানে তাঁহার সহিত জানআলমের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে দেখিলেন, প্রকৃতই মহাসমারোহে জানআলম তাঁহাদের প্রাসাদ অভিমুখে আসিতেছেন। পথি মধ্যে সহসা প্রাণেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, হয়ত তিনি কি মনে করিতে পারেন ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ তিনি অজ্ঞাতসারে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। যুবতী যাঁহার জন্য এতদিন শোকসন্তপ্তা চিত্তে কালযাপন করিতে-ছিলেন, এক্ষণে তিনি তাঁহার নয়ন-পথের সম্মুখীন হইয়াছেন। বহুদিবস অদর্শনে রমণী এককালে হতাশপ্রায় হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার দর্শনে পুনরায় সে তাপিত অন্তরে আশার সঞ্চার হইল। নব বসন্ত সমাগমে শীর্ণ শুষ্ক তরু লতা যেরূপ সহসা নবজীবনে নয়ন-রঞ্জন হইয়া উঠে, বিষাদ-কালিমাময়ী বিরহ-বিধুরা মেহেরনিগারেরও তাহাই ঘটিল।

এদিকে জানআলম মেহেরনিগারের বাটীর সম্মুখীন হইয়াই লোকজনসৈন্যসামন্ত সমুদয় একস্থানে অবস্থিতি করিতে আদেশ দিয়া সর্ব্বাগ্রে মেহেরনিগারের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। আঞ্জামানআরা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। জানআলমকে বিদায় দিয়া মেহেরনিগারের পিতা, কন্যার ব্যাকুল ভাব দেখিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাল-যাপন করিতেছিলেন। তিনি একমাত্র কন্যা লইয়াই সংসারী,

কন্যাকে উপযুক্ত জামাতৃহস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার মনোবাসনা পরিতৃপ্ত হয় নাই। দুহিতা জানআলমের প্রণয়াসক্তা হইয়াছেন, কিন্তু জানআলম; আঞ্জামান আরার সহিত মিলিত না হইলে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত নহেন, জানিতে পারিয়া, তিনি উক্ত সাহাজাদার আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন। সহসা জানআলমকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার সাতিশয় প্রীতি জন্মিল। জামাতার সঙ্গে আঞ্জামান আরা আসিয়াছেন। আঞ্জামান আরার সবিশেষ পরিচয় বৃদ্ধ ইতি পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন, এক্ষণে সাহাজাদীকে দেখিয়া তিনি এককালে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। পতি পত্নী উভয়ে যথাবিধানে বৃদ্ধকে অভিবাদন করিলে, তিনি জগদীশ্বরের নিকট তাঁহাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া যথাবিহিত আশীর্ব্বাদাদি করিলেন। তৎপরে আঞ্জামান আরা মেহেরনিগারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কন্যার নিকট যাইবার জন্য আকিঞ্চন শ্রবণে বৃদ্ধ সাগ্রহে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন, যে আঞ্জামান আরার রূপলাবণ্য দর্শনের জন্য জগৎবাসী ব্যাকুল, আজ আমার সুপ্রভাত—সেই রমণীরত্ন আঞ্জামান আরাকে স্বগৃহে দেখিতে পাইলাম। সাহাজাদি! আপনার পিতার কথা সবিশেষ অবগত আছি, আমি আপনাদিগের দাসযোগ্যও নহি। আপনার আগমনে আমার গৃহ পবিত্র হইল! আমার বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, তাহা আপনাদিগের শতাংশের এক অংশও নহে। আপনি মেহেরনিগারের নিকট যাইবার জন্য অনুমতি লইতেছেন, কিন্তু এ

সমস্তই আপনার ; আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, এ বিষয়ে আবার আমার অনুমতির প্রয়োজন কি ?

বৃদ্ধের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আঞ্জামান আরা শিবিকারোহণে এককালে মেহেরনিগারের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। মেহেরনিগার দূর হইতে সাহাজাদীর শিবিকা দেখিতে পাইয়া অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া স্বগৃহে লইয়া আসিলেন এবং উচ্চ স্থানে আসন দিয়া নিম্নভাগে স্বয়ং উপবেশন করিলেন। আঞ্জামান আরা অতুল ঐশ্বর্য্যপতির একমাত্র দুহিতা হইলেও শিষ্টতা ও শীলতায় সকলকে মোহিত করিলেন। মেহেরনিগারের অকৃত্রিম, অসাধারণ আদর যত্ন ও স্নেহ মমতায় তিনি ভগ্নীস্নেহে আবদ্ধা না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। উভয়েই ভদ্রবংশজাত বাদশাহ-কুমারী, দুই জনেরই কোন বিষয়ের অভাব নাই ; সমানে সমানে সন্দর্শন হওয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যেই উভয়ে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহাদের আমোদ প্রমোদচ্ছলে কতই মিষ্টালাপ হইতে লাগিল। আঞ্জামান আরা স্বামী সকাশে মেহেরনিগারের কথা ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। পতি যে উক্ত যুবতীর পাণিগ্রহণার্থ এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, এ সংবাদও তাঁহার অবিদিত ছিল না, এক্ষণে তিনি মেহেরনিগারের সহিত যতই কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই মোহিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে জানআলম বৃদ্ধের সহিত কথাবার্ত্তায় বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। আঞ্জামান আরার অনুসন্ধানের পর প্রত্যাগমনকালে তিনি মেহেরনিগারের পাণিগ্রহণ করিবেন, পূর্ব্বেই বৃদ্ধের নিকট অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রতিজ্ঞা-

পূরণ করিবার জন্যই তিনি এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, জানাইলেন। তাঁহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া বৃদ্ধ সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন, অধিকন্তু জানআলমকে বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বৃদ্ধ সংসার বিরাগী হইয়া নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তায় দিন যাপন করিতেছিলেন, একমাত্র মায়াবন্ধন মেহেরনিগারের জন্য সময়ে সময়ে তাঁহার চিত্ত সংযমের পক্ষে ব্যাঘাত হইতেছিল, এক্ষণে সে বিঘ্ন এককালে রহিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে। যেহেতু কন্যার বিবাহ হইলেই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ভার জামাতৃহস্তে পতিত হইবে। যে অবলম্বনে বৃদ্ধ সংসারত্যাগী হইয়াও বিষয় সম্পত্তির সংস্রবে জড়িত আছেন, সত্বর তাহা হইতেও বিমুক্ত হইবেন। তিনি সাদর সম্ভাষণে জামাতাকে পরিতুষ্ট করিয়া কন্যার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন।

আঞ্জামান আরা মেহেরনিগারের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পতির নিকটে তাঁহার সাতিশয় প্রশংসা করিলেন। মেহের নিগারের প্রতি তাঁহার এরূপ ভালবাসা জ্ঞাত হইয়া জানআলম, মনে মনে পরম প্রীত হইলেন। আঞ্জামান আরা স্বয়ং পতির বিবাহের যথারীতি উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাতীয় নিয়মানুসারে মেহেরনিগারের বিবাহ উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইল।

জানআলম প্রণয়িনীদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। আঞ্জামান আরা ও মেহেরনিগার সপত্নী হইলেও পরস্পর যেরূপ প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধা হইয়াছিলেন যে, লোকে তাঁহাদের সহোদরা বলিয়াই জ্ঞান করিতে লাগিল। জানআলম পর্য্যায়ক্রমে একদিবস আঞ্জামান

আরার প্রকোষ্ঠে, পরদিবস মেহেরনিগারের নিকট সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছু দিন অতীত হইলে, জানআলম গৃহে প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বহু দিবসাবধি তিনি দেশত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহার পিতামাতার তিনি ব্যতীত আর কেহই নাই, প্রণয় আবেগেই তিনি বিদেশে আসিয়া এতাবৎকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। এক্ষণে স্বদেশ গমনের জন্য তিনি এককালে অধীর হয়ইা পড়িলেন। প্রণয়িনীদ্বয়ের সহবাসজনিত সুখেও তাঁহার চিত্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিল না। সত্বর বাটী যাইবার জন্য তিনি সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

গৃহে প্রত্যাগমন উদ্দেশ্যেই তিনি আঞ্জামান আরা সমভিব্যাহারে মেহেরনিগারের দেশে আসিয়াছিলেন, পথিমধ্যে মেহেরনিগারের পাণিগ্রহণে অঙ্গীকৃত ছিলেন, তাহাও ঈশ্বর প্রসাদে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে পিতামাতা আত্মীয় স্বজন কে কেমন আছেন, বহুদিবসাবধি তাঁহাদের কোন সম্বাদ পান নাই, তাঁহাদের দেখিবার জন্য ক্ষণবিলম্ব তাঁহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি এককালে বিদায় প্রার্থনার জন্য মেহেরনিগারের পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ পূর্ব্ব হইতেই সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া বসিয়া আছেন, জামাতৃ মুখে কন্যার ভর্ত্তৃগৃহে যাইবার কথা শুনিয়া তিনি তদ্দণ্ডে সম্মতি দিলেন। সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার আর আসক্তি ছিল না, বহু দিন হইতেই তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল নির্লিপ্ত ভাবে ক্ষেপণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এক্ষণে জামাতৃবাক্যে তাঁহার চিরসঞ্চিত আশা পূর্ণ হইবার সুযোগ জানিয়া,

তিনি যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি কন্যা ও জামাতাকে প্রদান করি-লেন; সঙ্গে সঙ্গে জানআলমের স্বদেশযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। একে আঞ্জামানআরার সমভিব্যাহারে বহুল সৈন্য সামন্ত আসিয়াছে, তাহাতে মেহেরনিগারের লোকজন বিষয় সম্পত্তি একত্র হওয়ায় সমারোহ সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল।

জানআলমের যাইবার উদ্যোগ হইলে, বৃদ্ধ জামাতাকে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক সন্নিকটে বসাইয়া সাংসারিক কার্য্যে নানা-ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবিজ্ঞ পরামর্শাবলী জানআলম সাগ্রহে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ প্রতি কথায় বলিতে লাগিলেন যে, তিনি যাহা বলিবেন, বিশেষ যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে অবশ্যই সংসারধর্ম্মে বিশেষ উপকার দর্শিবে; কিন্তু ইহা অন্যের নিকট প্রকাশ হইলে, সমধিক অনিষ্টের আশঙ্কা আছে; অধিক কি, একথা যাহার নিকট ব্যক্ত হইবে, তৎ কর্ত্তৃকই তাঁহার অনিষ্ট সম্ভাবনা এবং প্রাণ সংশয়ও হইতে পারে।

দশম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া জানআলম আঞ্জা-মানআরা ও মেহেরনিগারের সহিত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জারনিগারভূপতিপ্রদত্ত অতুল ঐশ্বর্য্য সহ বহুল সৈন্য সামন্ত তাঁহাদের পশ্চাতে আসিতে লাগিল। মেহেরনিগা-রের পিতা জারনিগারের অধীশ্বর অপেক্ষা বিষয় সম্পত্তিতে হীন বল হইলেও জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ বহুমূল্য দ্রব্য

সামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন। ফিরোজবক্তপুত্র, আঞ্জুমান-আরার সাক্ষাৎ উদ্দেশে সাতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহাকে নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; এক্ষণে তিনি মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন। অতুল ঐশ্বর্য্য ও পরম রূপবতী রমণীদ্বয়ের তিনিই একমাত্র প্রাণেশ্বর হইয়াছেন; সঙ্গে অগণন প্রহরী তাঁহার আজ্ঞাবহ রহিয়াছে—তিনি আজ সাহাজাদা ভাবেই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

যে স্থানে তাঁহার সহিত উজীর পুত্রের বিচ্ছেদ হইয়াছিল, আসিতে আসিতে জানআলম ঠিক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে বহুল লোকজন রহিয়াছে, তিনি মহা সমারোহে গৃহে আসিতেছেন। যে দিন যেখানে সুবিধা হইতেছে, সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতেছেন। গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য যদিও সাহাজাদা উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, তথাচ আঞ্জামান আরার জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার আর সে ভাব নাই; তাহাতে তিনি মহা সমারোহে বাটী আসিতেছেন, এজন্য পথিমধ্যে অপেক্ষাকৃত বিলম্ব হইতেছে। যাইবার সময় উজীর-পুত্রের সহিত সাহাজাদার যে স্থানে বিচ্ছেদ হইয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তন কালে জানআলম সেই স্থানেই শিবির সন্নিবেশের আদেশ করিলেন। সাহাজাদার আজ্ঞামত শিবির সংস্থাপিত হইলে, সকলে প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিল; নৃত্যগীত বাদ্যাদির যথারীতি আয়োজন হইল।

ঘটনাচক্রে দৈবক্রমে উজীর পুত্রও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অকস্মাৎ তথায় বহুল লোক সমারোহ

দেখিয়া সে মনে মনে কত ভাবিতে লাগিল। বিদেশ বিভূমিতে এতাবৎকাল যাপন করিয়া পৃথিবীর ভাবগতি সে সম্যক্ প্রকারেই জ্ঞাত হইয়াছে, এক্ষণে এরূপ জনতা দেখিয়া সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান জন্য সে বিশেষ উদ্যোগী হইল; কিন্তু কিঞ্চিৎ দূর অগ্রসর হইয়াই শিবিরের চতুঃপার্শ্বে প্রহরী পরিবেষ্টিত দেখিয়া সে ক্ষান্ত হইল; কিন্তু বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সে অপেক্ষাকৃত ব্যস্ত থাকিল। উজীরপুত্রের ভদ্রোপযুক্ত বেশভূষা নাই যে, এককালে প্রহরী সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সবিশেষ সংবাদ জ্ঞাত হইবে, অথচ সংবাদপ্রাপ্তি জন্য সে একান্ত ব্যগ্র হইয়াছে। স্থানে স্থানে শিবির, কিন্তু চতুর্দ্দিকেই প্রহরী রহিয়াছে। উজীরপুত্র সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে করিতে দেখিল, কয়েকজন প্রহরী বসিয়া মহোল্লাসে সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। উজীরপুত্রকে দেখিয়াই তাহারা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তাহার ব্যবহারে প্রহরীরা প্রীত হইয়া কথায় কথায় জান আলমের কথা ব্যক্ত করিল। উজীরপুত্র প্রহরীগণের মুখে জানআলমের নাম শুনিয়া সাগ্রহে বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া, এক্ষণে কিরূপে সাহাজাদার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাহার উপায় উদ্ভাবনে উদ্যোগী হইল। উজীরপুত্রকে তজ্জন্য বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না; যেহেতু উজীরপুত্র প্রহরীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, এমন সময়ে জানআলমের নেত্রপথে পতিত হইল। সাহাজাদার সহিত সাক্ষাৎ হইবা মাত্র উজীরপুত্র সসম্ভ্রমে যথাবিহিত অভিবাদন করিলে, তিনি তাহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বীয় শিবিরে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। উজীরপুত্র জানআলমের

শিবিরে উপস্থিত হইবামাত্র, তদ্দণ্ডে সাহাজাদা তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যকে ডাকাইয়া তাহার জন্য আপন পরিচ্ছদ প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন; পরে বন্ধুর সহ আমোদ প্রমোদে সুখের বিভাবরী আনন্দে অতিবাহিত হইল।

জানআলম ভাবিয়াছিলেন, ইহজন্মে উজীরপুত্রের সহিত আর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না। তাঁহার অদৃষ্টে যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, কথায় কথায় তিনি বন্ধু সমীপে একে একে সকল কথাই বলিতে লাগিলেন। বাল্যকালাবধি উভয়ে একত্র বসবাস, এক সঙ্গে আমোদ প্রমোদ, আহারবিহারজনিত পরস্পর সৌহার্দ্য; বিদেশে উভয়ে উভয়কে হারাইয়া মনস্তাপা-নলে দগ্ধবিদগ্ধ হইতেছিলেন, এক্ষণে সাহাজাদা বহুকালের পর প্রিয়বন্ধুর দর্শন লাভে কত কথাই বলিতে লাগিলেন। উজীরপুত্র উৎসুকচিত্তে জানআলমের সকল কথাই শুনিতে লাগিল।

জানআলম উজীরপুত্রকে প্রকৃতই প্রিয়বন্ধু বিবেচনায় প্রাণের সমান ভাল বাসিতেন; সে প্রণয়ে আত্মপর ভেদ নাই। সাহাজাদা সেই সরল বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া উজীরপুত্রকে সহধর্ম্মিণীদ্বয়ের নিকট লইয়া উপস্থিত করিলেন এবং সাহাজাদীদ্বয়ের নিকট উজীরপুত্রের বিশেষ প্রশংসা করিয়া পরস্পর পরিচয় করিয়া দিলেন; কিন্তু এই সাক্ষাতেই বিষ-বৃক্ষের বীজের অঙ্কুর হইল। উজীরপুত্র আঞ্জামান আরার অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া এককালে বিমোহিত হইল, কোন সুযোগে উক্ত রমণীকে হস্তগত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু নর-পিশাচ মনোভাব মনেই গোপন করিয়া রাখিল, মুখে কোন কথা প্রকাশ করিল না।

প্রতিদিন চারি পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সে দিবস পথিমধ্যে অবস্থিতি করা হয়; প্রতিরাত্রিতে বিবিধ আমোদ প্রমোদে রাত্রিযাপিত হইয়া থাকে। সাহাজাদা উজীরপুত্রকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছেন, এক মুহূর্ত্ত তাহাকে নয়নের অন্তরাল করিতে ইচ্ছা করেন না। তিনি প্রতিদিন স্ত্রী সহবাসে সুখভোগে রাত্রিযাপন করেন, কিন্তু উজীরপুত্রের একাকী ক্ষুণ্ণমনে নিশাবসান হইয়া থাকে। সুতরাং সাহাজাদা বন্ধুর সুখ-সম্পাদন জন্য আঞ্জামান আরা ও মেহের নিগারের সখীদলের মধ্যে কয়েকটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণীরত্ন দেখাইয়া বন্ধুর ইচ্ছামত নির্ব্বাচনের জন্য আকিঞ্চন করিলেন, উজীরপুত্র তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া স্বীয় মহত্ত্বের পরিচয় দেখাইল।

রমণীর রূপে আসক্তি অপেক্ষা পৃথিবীতে মাদক পদার্থ আর কিছুই নাই। উজীরপুত্র বাদশাহজাদার সহিত বাল্য কালাবধি সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেও যে দিবস জানআলম তাহাকে আঞ্জামান আরা ও মেহের নিগারের সন্নিকটে উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই তাহার মতিগতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; পাপমতি আঞ্জামান আরার সতীত্ব নাশের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু অর্থ সামর্থ্য লোক বল সকল বিষয়েই সাহাজাদা অপেক্ষা আপনাকে হীনবল জানিয়া পাপাত্মা মনে মনে দারুণ হিংসানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে। জানআলম এক্ষণে তাহার পরম শত্রু, কোন উপায়ে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া আঞ্জামান আরাকে হস্তগত করিতে পারিলেই তাহার মনসাধ পূর্ণ হয়, কিন্তু পাপিষ্ঠ অভীষ্ট-সিদ্ধির সুযোগ পাইতেছে না।

সরল প্রাণ জানআলমের চিত্তে সংশয়ের লেশমাত্র নাই, সাহাজাদা অকপটচিত্তে হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া প্রিয়া-যুগলের সম্মুখেই উজীরপুত্রকে লইয়া আমোদ প্রমোদে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। উজীরপুত্রের স্বভাব চাঞ্চল্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধিমতী মেহেরনিগার স্বামীকে সতর্ক করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহাজাদার তাহাতেও চৈতন্য হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি উজীর পুত্রের প্রতি বিন্দুমাত্রও সন্দিগ্ধ হন নাই। এক দিবস মেহেরনিগার ও আঞ্জামান আরা, উজীর পুত্রের চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা কহিতেছে, এমন সময়ে জান-আলম তথায় উপস্থিত হইলে, কথায় কথায় রমণীদ্বয় তাঁহাকে উজীরপুত্রের চরিত্র বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিল।

সাহাজাদা প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আমি কি এতই নির্ব্বোধ যে, গোপনীয় কথা উজীরপুত্রের নিকট প্রকাশ করিব?"

মেহেরনিগার। না, তা নয় বটে, কিন্তু দিদি! উনি তোমার রূপ, জলে অঙ্কিত দেখিয়া ঝাঁপ দিয়া জলমগ্ন হইয়া ছিলেন! এই কি বুদ্ধিমানের কাজ?

মেহেরনিগারের কথায় জানআলম কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন; ভবিষ্যতে উজীরপুত্রের সহিত বিশেষ সতর্কতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন অঙ্গীকার করিয়া, প্রিয়া সমীপে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রিয় বন্ধুসহ মিলিত হইবার জন্য স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন। উজীরপুত্র আঞ্জামান আরার রূপ লাবণ্যে একবারে বিমোহিত হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিতচিত্তে কালযাপন করিতে ছিল। কি উপায়ে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে, যথাশক্তি তাহার

প্রতিবিধানে সচেষ্ট ছিল, কিন্তু কিছুই উপায় করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। প্রতিদিন সাহাজাদার সহিত আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার উপর আধি-পত্য বিস্তার না করিতে পারিলে, পাপাত্মার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। সে প্রতিনিয়ত কোন্ উপায়ে সাহা-জাদাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত হইল। প্রতিদিন সাহাজাদার সহিত তাহার নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে, সাহাজাদা হৃদয়দ্বার উদঘাটিত করিয়া সরল প্রাণে সকল কথাই উজীরপুত্রের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকেন। মেহের-নিগারের পিতা গোপনে যে সকল কথা জানআলমের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিশেষ সতর্কতার সহিত সেই বিষয়টী উজীরপুত্রের অজ্ঞাত রাখিয়া একে একে তিনি সকল কথাই তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সাহাজাদা কথায় কথায় যেন কোন কথা সংগোপন রাখিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ করেন, চতুর উজীরপুত্র এ ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল। এক দিবস সন্ধ্যাকালে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক সাহাজাদা উজীরপুত্রের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন, মদিরাপাত্র তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে ছিল, এমত সময়ে উজীরপুত্র সাহাজাদাকে সুরাপানে বিহ্বল দেখিয়া ছলনাপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। প্রিয়বন্ধুর অশ্রুবর্ষণ দেখিয়া সাহাজাদার সরল প্রাণে ব্যথার সঞ্চার হইল, তিনি সস্নেহে সাদর সম্ভাষণে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু প্রবঞ্চক উজীরপুত্র জানআলমের কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া অধিকতর ক্রন্দন করিতে

লাগিল। প্রিয়বন্ধুর অশ্রুপাতে সাহাজাদা সমধিক ব্যথিত হইলেন। তিনি সবিশেষ কারণ জানিবার জন্য উজীরপুত্রের নিকট পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। একে মদিরা পানে বিহ্বল, তাহাতে জানআলম নিতান্ত সরল প্রকৃতি, চতুর উজীরপুত্র অভিলাষ সিদ্ধির ইহাই সুযোগ বুঝিয়া সসম্ভ্রমে বলিল,"জাঁহাপানা! আপনার স্নেহ ও ভালবাসার পরিচয় কথায় ব্যক্ত হয় না! বাল্যাবধি আপনি আমাকে সহোদর সদৃশ আদর যত্ন করেন, আপনার অনুগ্রহেই আমি এতাবৎকাল প্রফুল্ল-চিত্তে দিন যাপন করিয়া আসিতেছি। আমার বিবেচনায়, আমিও সাধ্যমত আপনার মনস্তুষ্টি সম্পাদনে কোন অংশে ত্রুটি করি নাই। আপনি প্রণয়ানুরাগে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশ যাত্রা করিলেন, আমি আপনার কথায় কিছু মাত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া অনুগামী হইলাম। পথে মৃগানু-সন্ধানে আপনি অগ্রসর হইলে, আমি ছায়ার মত আপনার পশ্চাদ্গামী হই। দুই পথে দুই মৃগ ধাবিত হয়, আপনার আদেশ মত আমি মৃগানুসন্ধানে যাইয়া আর উভয়ে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। আপনার বিচ্ছেদে আমার যে কতদূর কষ্ট হইয়াছিল, তাহা একমাত্র অন্তর্যামী ভগবানই জানেন! সে যাহা হউক, বন্ধুর জন্য বন্ধুর কষ্ট ধর্ত্তব্যই নহে; কিন্তু এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যদি বন্ধুর মন না পাই, তাহা হইলে আর পরিতাপের বিষয় কি আছে? আমার অদৃষ্টক্রমে, আমি সেই মনস্তাপানলে দগ্ধবিদগ্ধ হইতেছি। যে বন্ধুর জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেও পরা-ঙ্মুখ নহি, যদি কথায় কথায় তিনি আমার নিকট মনোভাব অপ্র-কাশ রাখেন, তাহাপেক্ষা আমার পক্ষে দুঃখের বিষয় কি আছে?"

উজীরপুত্রের কথা শুনিয়া জানআলম এককালে স্তম্ভিত-প্রায় হইলেন! মদিরাসেবনে সাহাজাদা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা-হী।ন হইয়াছেন, তাহাতে প্রিয়বন্ধুর মনস্তাপের কারণ অবগত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "উজীর পুত্র, পৃথিবীতে এমন কি আছে, যাহা আমি তোমার নিকট ব্যক্ত করি নাই! তুমি আমি উভয়ে এক মন এক প্রাণ, তবে কোন্ কথা তোমার পক্ষে অজ্ঞাত আছে? বল, এই দণ্ডে আমি তাহার প্রতীকার করিব।"

উজীর পুত্র, স্বার্থ সিদ্ধির অবসর পাইয়া, উত্তর করিল, "সাহাজাদা! আপনি আমার নিকট সকল কথাই প্রকাশ করেন, কিন্তু সাহাজাদী মেহের নিগারের পিতার নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছেন, তাহার বিন্দুবিসর্গও আমাকে উল্লেখ করেন নাই। অধিক কি, কথা প্রসঙ্গে সে কথার উত্থাপন হইলে, অন্য কথায় তাহা গোপন করেন; প্রিয়বন্ধুর নিকট এরূপ হতাদৃত হইয়া জীবনধারণ অপেক্ষা আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

জানআলম। ভাল, মেহের নিগারের পিতার কথা শুনিয়া যদি পরিতৃপ্ত হও, আমি এই দণ্ডে তাহা তোমার নিকট ব্যক্ত করিয়া সুখী করিব। সেজন্য আর চিন্তা কি? আমি তাঁহার নিকট আত্মাসঞ্চালন বিদ্যালাভ করিয়াছি; আমি ইচ্ছা করিলেই যে কোন মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারি এবং কার্য্যসিদ্ধির পরে পুনর্ব্বার নিজ মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে পারি।

উজীরপুত্র। প্রিয়বন্ধু! আপনি যে বিদ্যায় পারদর্শী, অধীন তাহাতে অকৃতী থাকে, ইহা ত বন্ধুত্বের ধর্ম্ম নহে; এখন

আমার আক্ষেপের কারণ সবিশেষ ভাবিয়া দেখুন। আপনি দেহ হইতে দেহান্তরে আত্মার যাতায়াত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন, অথচ বন্ধুর নিকট এ কথা আদৌ উত্থাপন করেন নাই। ভাল, আপনি যাহা বলিতেছেন, সে কথা কি প্রকৃত সত্য? এও কি সম্ভব যে, দেহ হইতে দেহান্তরে আত্মার গতি বিধি হইতে পারে! এ ঐশ্বরিক শক্তি আপনি কিরূপে লাভ করিলেন?

জানআলম উজীর পুত্রের অভিসন্ধি কিঞ্চিন্মাত্র বুঝিতে না পারিয়া, অকপট চিত্তে আত্মা-পরিচালনা বিদ্যার যথাবথ প্রকরণ তাহার নিকট ব্যক্ত করিলে, ধূর্ত্ত উজীরপুত্র সাহা-জাদাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার ইহাই উপযুক্ত সময় জানিয়া তদদণ্ডে পরীক্ষা দ্বারা প্রকরণাদির যথাযথ প্রমাণ গ্রহণের অভি-প্রায় জানাইল। জানআলম যে, শ্বশুরের নিষেধ বাক্য অব-হেলা করিয়া উজীরপুত্রকে সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং পশ্চাতে তাঁহার জীবনের আশঙ্কা আছে, তৎপ্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া উজীরপুত্রের অভিপ্রায় মত বিদ্যার শক্তি পরিচালনে এককালে উদ্যোগী হইলেন। উজীরপুত্র প্রতি মুহূর্ত্তেই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল, এক্ষণে সাহাজাদাকে তদ্বিষয়ে অনুরাগী দেখিয়া সোৎসাহে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে উত্তেজিত করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ উভয়ে শিবির হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক পার্শ্বস্থিত এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে পথিমধ্যে একটী বানরের মৃতদেহ উভয়ের দৃষ্টিগোচর হইল। জানআলমের চৈতন্য এককালে লোপ পাইয়াছে! সম্মুখে বানরের মৃতদেহ দেখিয়াই উজীরপুত্রকে বিদ্যার পরীক্ষা দেখাইতে অগ্রসর হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যে সাহাজাদা মন্ত্রোচ্চারণ-

পূর্ব্বক নিজ দেহ হইতে বানর শরীরে আত্মার চালনা করিলেন। তদ্দণ্ডে বাদশাহপুত্রের দেহ ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইল। মৃত বানর সঞ্জীবিত হইয়া উল্লাসে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল।

চতুর উজীরপুত্র ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে মন্ত্র বলে নিজ শরীর ধরাশায়ী করিয়া সাহাজাদার দেহে আত্মার পরিচালনা করিল। বানররূপী সাহাজাদা উজীরপুত্রের এরূপ ব্যবহারে শঙ্কিত হইলেন; কিন্তু স্বেচ্ছামতে আপনার অনিষ্ট করিয়াছেন, মদিরা সেবনে তিনি হিতাহিত বিবেচনাশক্তি রহিত হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই করিয়াছেন ভাবিয়া, মনস্তাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন। যে শক্তি বলে তিনি নিজ দেহ হইতে বানরদেহ ধারণ করিয়াছেন, উজীরপুত্র তাঁহার প্রসাদে সেই শক্তি বলে পরিচালিত হইয়া নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার দেহ ধারণ করিয়াছে। সাহাজাদা এক্ষণে মৃতদেহ ব্যতীত দেহান্তর আশ্রয় করিবার সুযোগ অন্বেষণে ব্যগ্র হইলেন। দেখিতে দেখিতে সাহাজাদা রূপধারী উজীরপুত্র নিজ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া পার্শ্বস্থিত নদী জলে নিক্ষেপ করিল। অধিকন্তু পরিধেয় বস্ত্রাদি রুধিরধারে রঞ্জিত হইল। উজীরপুত্রের ব্যবহারে সাহাজাদা অধিকতর মর্ম্মাহত হইলেন; তাহার মৃত দেহে আত্মসঞ্চালন করিবার আশাও তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিতে হইল; অধিকন্তু এক্ষণে উজীরপুত্র তাঁহার উচ্ছেদ সাধন জন্য ব্যগ্র হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। সাহাজাদা প্রাণভয়ে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন।

সাহাজাদারূপধারী উজীরপুত্র মনে মনে ভাবিল, বানর বহু দূরে গিয়াছে, সহসা সে আর শিবিরে উপস্থিত হইতে পারিবে না, অধিকন্তু এ ঘোর রহস্যের কথা লোকে কেহই জ্ঞাত নহে। সাহাজাদা যে বানররূপ ধারণ করিয়াছে, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে! এত দিনে বিধাতা তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার সুবিধা করিয়াছেন। এক্ষণে সে নিশ্চিন্ত মনে আঞ্জামানআরার প্রণয়ভাজন হইবে! পাপমতি এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া রক্তাক্ত কলেবরে শিবিরে উপস্থিত হইল। প্রহরীগণ তাহাকে সাহাজাদা ভাবিয়া যথাযথ অভিবাদন করিল। উজীরপুত্র সদর্পে শিবিরে আসিল, কিন্তু তাহার অন্তরাত্মার বিকার লক্ষণ কিছুতেই বিলুপ্ত হইল না। মনোগত ভাব গোপন রাখিয়াও উজীরপুত্র যেন কেমন কেমন দেখাইতে লাগিল; যে কেহ তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিল, সকলেরই মনে যেন এইরূপ প্রতীতি জন্মিল, যেন কি এক বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। সাহাজাদা উজীরপুত্রকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসেন, রক্তাক্ত কলেবরে যখন তিনি প্রত্যাগত হইয়াছেন, অবশ্যই উজীরপুত্রের কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে, সেই কারণেই সাহাজাদা এত চিন্তিত, এত বিমর্ষ হইয়াছেন। বন্ধুবিরহে তিনি এককালে শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, এই নিমিত্তই বুঝি তাঁহার এরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে। কর্ম্মচারিগণ সাহাজাদা সম্বন্ধে কত তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল, কিন্তু সবিশেষ কারণ ব্যতীত কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না।

এ দিকে উজীরপুত্র যদিও সাহাজাদাকে বানররূপে রূপান্তরিত করিয়াছে, তথাচ তাহার মনে সুখের লেশমাত্র

নাই; সে যে ভয়ানক অপকর্ম্ম করিয়াছে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার ভীষণ চিত্র তাহার নয়ন-পথে উদিত হইতেছে। পাপিষ্ঠ প্রতিক্ষণেই সেই সকলের আন্দোলন করিতেছে, অথচ প্রতীকারের কিছু মাত্র উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছে না। একমাত্র আঞ্জামানআরার অলৌকিক রূপলাবণ্য অভাগার এরূপ অসদভিপ্রায় সংসাধনের কারণ; কোন সুযোগে তাহার সহিত প্রণয় মিলনে মিলিত হইয়া ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্ত করিবে, এই জন্যই সে সরলপ্রাণ সাহাজাদার এরূপ দুর্গতি করিয়াছে! কিন্তু উজীরপুত্র বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিলেও পদে পদে তাহার ভ্রম লক্ষিত হইতে লাগিল; অনুচর, দাসদাসী সকলেই উজীরপুত্রের ব্যবহারে যেন কথঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ ভাব দেখাইতে লাগিল। যে উদ্দেশে সাহাজাদার সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে, এক্ষণে উজীরপুত্র সেই অভিসন্ধিপূর্ণ বাসনায় অন্তঃপুরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

মেহেরনিগার ও আঞ্জামানআরার শয়নকক্ষ পৃথক্ পৃথক্ হইলেও সে দিবস উভয়ে একত্র বসিয়াই কথাবার্ত্তা হইতেছিল। উজীরপুত্রের সহিত সাহাজাদা বেড়াইতে যাইয়া দুর্ব্বিপাকগ্রস্ত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন, তাঁহারা উভয়ে বসিয়া এই কথার আলোচনা করিতে ছিলেন, এমত সময়ে সাহাজাদাবেশধারী পাষণ্ড উজীরপুত্র তাহাদের সম্মুখীন হইল। প্রতিদিন সাহাজাদার সহিত সাহাজাদিদ্বয়ের রহস্যজনক কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে। উজীরপুত্রের সহিত দুই একটী কথাবার্ত্তা কহিয়াই বুদ্ধিমতী মেহেরনিগারের মনে অকস্মাৎ কি যেন এক ভাবের সঞ্চার হইল। সাহাজাদী বিশেষ লক্ষ্য-

পূর্ব্বক উজীরপুত্রের অনুষ্ঠানের প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; মেহেরনিগারের উত্তরোত্তর সন্দেহের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। জানআলম এক রাত্রি মেহেরনিগারের শয্যায়, পর রাত্রি আঞ্জামানআরার সহিত শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন; অদ্য সাহাজাদার মেহেরনিগারের গৃহে শয়নের কথা, কিন্তু তিনি ভ্রমক্রমে এককালে আঞ্জামানআরার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তথায় বিশ্রাম করিবার উদ্যোগ করিতেছেন; এরূপ বিচিত্র ভাব দেখিয়া মেহেরনিগারের মনে সমধিক সন্দেহ হইল। তিনি মনোভাব গোপন করিতে অক্ষম হইয়া আঞ্জামানআরাকে গুপ্তে কিঞ্চিৎ অন্তরালে লইয়া যাইয়া মস্তকে করাঘাত পূর্ব্বক বলিলেন, "দিদি! আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, নিশ্চয়ই সাহাজাদার কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে, এক্ষণে মানে মানে ধর্ম্মরক্ষা হইলেই ভাল, এখন আমাদের এ বিপদ্‌সমুদ্র হইতে উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নাই। সরলমতি আঞ্জামান-আরা প্রথমতঃ সপত্নীর কথা কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। মেহেরনিগার তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলে, তিনিও সপত্নীর ন্যায় শোকবিহ্বলা হইয়া পড়িলেন; রমণীদ্বয়ের চক্ষু হইতে অবিরলধারে অশ্রুধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। তৎপরে উভয়ে পরামর্শ করিয়া প্রহরীদিগকে আদেশ দিলেন যে, স্বয়ং সাহাজাদা যদি তাঁহাদের সাক্ষাৎলাভ আশায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হন, তাঁহাকেও যেন নিবারণ করা হয়। সপত্নী-দ্বয় একত্র এক শয্যায় শয়ন করিবার ব্যবস্থা হইল। আজ্ঞা মাত্র চতুর্দ্দিকেই আদেশ রাষ্ট্র হইয়া গেল; প্রবঞ্চক উজীরপুত্র মায়াজাল পাতিয়াও উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে হতাশ হইয়া পড়িল।

সাহাজাদিদ্বয়ের এরূপ মন্ত্রণায় তাহারও প্রাণ বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু পাপমতি বুদ্ধিবলে প্রতীকারের কোন উপায় দেখিতে পাইল না।

আঞ্জামানআরা ও মেহেরনিগার উভয়ে একত্র শয়ন করিয়াছেন; সে রাত্রি তাহাদের চক্ষে নিদ্রার লেশমাত্র নাই, নানাবিষয়ে ভাবিত থাকিয়া রজনীযাপন করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রহরীকে দ্বাররক্ষার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, কেহই না প্রবেশ করিতে পারে, অধিক কি সাহাজাদা যদি স্বয়ং আসিতে চান, তাঁহকেও যেন প্রতিরোধ করা হয়। তদনুসারে সাহাজাদিদ্বয়ের শিবিরে শান্তিরক্ষক ব্যতীত কেহই প্রবেশ করে নাই। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, প্রিয়তম জানআলম ভার্য্যাদ্বয়ের নিষেধ বাক্যে কদাচ কর্ণপাতও করিবেন না; ভৃত্যের সাধ্য কি যে তাঁহার গতিরোধ করে, তাঁহার পথে বাধা দেয়? অবশ্যই ইহার ভিতর কিঞ্চিৎ গূঢ় রহস্য আছে, নতুবা এরূপ ভাব দেখাইবে কেন? প্রকৃতই নকল জানআলম সাহাজাদিদিগের নিষেধ বাক্যানুসারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সাহাজাদা অন্তঃপুরে না যাওয়ায় তাঁহারা এককালে পাগলিনী প্রায় হইয়াছিলেন, কিন্তু যতক্ষণ না এ বিষয়ের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে, প্রকৃত তত্ত্ব কেহই স্থির করিতে পারিতেছেন না। দুঃখযামিনী উভয়েরই মনস্তাপে ও চক্ষুর জলেই কাটিয়া গেল।

বাহ্যদৃষ্টে উজীরপুত্রের অকার্য্যের কথা যদিও কেহ জানিতে পারে নাই, তথাচ সে অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলাফল ভাবিয়া আপনিই হতবুদ্ধি প্রায় হইয়াছে। আঞ্জামানআরার জন্য সে

তাদৃশ শঙ্কিত নহে, কিন্তু মেহেরনিগারের পিতার নিকট হইতেই জানআঁলম আস্ত্রাচালনাদি বিবিধ বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন, অবশ্যই বৃদ্ধের কন্যা উক্ত বিবরণ সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। কোন প্রকারে যদি উজীরপুত্রের কথা মেহেরনিগারের কর্ণ গোচর হয়, তাহা হইলে এ যাত্রা রক্ষা হইবার আর কোন উপায় নাই, অধিকন্তু গত রাত্রিতে সাহাজাদিয়া তাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতেও তাহার মনে কথঞ্চিৎ সন্দেহ ভাব দেখাইয়াছে। উজীরপুত্র প্রকৃতই অপরাধী, একজন্য পদে পদে আপনার বিপদ আশঙ্কা করিতে লাগিল। রাত্রি যাপনের পর প্রতিদিন অন্ততঃ পাঁচ ক্রোশ পথ অগ্রসর হইবার বন্দোবস্ত আছে, সাহাজাদাবেশধারী উজীরপুত্র সমভিব্যাহারী সৈন্য সামন্তগণকে সেই মত অগ্রসর হইতে আদেশ করিল। প্রতিদিন যে ভাবে পথ চলা হইয়া থাকে, সে দিবসও সেইরূপ অগ্রসর হইলে, সে দিনের জন্য যাত্রা স্থগিত করা হইল। কিন্তু যে স্থানে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, তাহার সন্নিকটেই গাজনফর নামক মহাবলশালী বাদশাহের রাজ্য। একজন্য সাহাজাদার সৈন্য সামন্তগণ সে স্থান বিশেষ সুবিধাজনক হইবে না উল্লেখ করিলে, দরবার হইতে আদেশ হইল যে, সবিশেষ কারণ ব্যতীত অগ্রবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন নাই। সে দিবসের মত সেই স্থানেই শিবির সংস্থাপিত হইল, চতুঃপার্শ্বে প্রহরীরও যথাযথ বন্দোবস্ত হইয়া গেল, আমোদ উৎসবের আয়োজন হইল।

এ দিকে বাদশাহ গাজনফর স্বীয় রাজ্যের সন্নিকটে অন্য বাদশাহের মহাসমারোহপূর্ব্বক অবস্থিতি সংবাদ পাইয়া কথঞ্চিৎ শঙ্কিত হইলেন এবং সসাগরা নৃপতির এস্থানে আসিবার কারণ

জিজ্ঞাসু হইয়া নজর স্বরূপ কয়েকটা উৎকৃষ্ট সামগ্রী সহ স্বীয় উজীরকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। জাল সাহাজাদার পিতা বহুকালাবধি বাদশাহ ফিরোজবক্তের দরবারে উজীরের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, উজীরপুত্রও পিতার মত কার্য্যে কথঞ্চিৎ বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছে, এজন্ত গাজনফরের উজীরের আগমনে যথাযোগ্য আদর অভ্যার্থনার কোন অংশেই ত্রুটি হয় নাই। তাহার ব্যবহারে প্রকৃতই উক্ত [বাদশাহের উজীর] বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্থান কালে জাল সাহাজাদা বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি প্রদান করিয়া বিশেষ তুষ্ট করিল; অধিকন্তু বলিয়া দিল যে, এ স্থানের কথা পূর্ব্বেই তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়, দেশের রম্যতা শুনিয়াই এখানে আসা হইয়াছে, দুই চারি দিবস অবস্থিতি করিয়াই স্থানান্তরিত হওয়া যাইবে।

বাদশাহ গাজনফর উজীরের মুখে সমাগত সাহাজাদার বিনয় ও শিষ্টতার পরিচয় পাইয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং পর দিবস সাহাজাদিদ্বয়ের সহিত তাঁহার বাটীতে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। জাল সাহাজাদা বাদশাহের কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মতি প্রকাশ করিল। যথাকালে আঞ্জামানআরা, মেহেরনিগার, জাল সাহাজাদা জন কয়েক বিশ্বস্ত অনুচর সহ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে গাজনফরের বাটীতে পৌঁছিলেন। সাহাজাদিদ্বয় অবিলম্বে অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন। বাদশাহ মহাসমারোহে তাঁহাদের আদর যত্ন করিয়া অভ্যার্থনা করিলেন।

জাল সাহাজাদা যদিও সাধারণে প্রকৃত জানআলমের মান সম্ভ্রম লাভ করিল, তথাচ একদিকে মেহেরনিগারের সন্দেহ

দৃষ্টি, অন্যপক্ষে স্বীয় পাপকার্য্যের জন্য সতত বিষণ্নভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিল; তাহার আহার বিহারে কিছুমাত্র সুখ নাই, বাহ্যভাবে আনন্দভাব দেখাইলেও আভ্যন্তরিক বিমর্ষ—আপনা হইতেই বিকাশ পাইতে লাগিল। যতক্ষণ না জানআলমের মৃত্যু হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত উজীরপুত্রের মন নিশ্চিন্ত নহে। যে সময়ে পাপাত্মা সাহাজাদার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সে সময়ে যদিও কেহ তাহার বিষয় জানিতে পারে নাই, কিন্তু অপকার্য্য এককালে বিলুপ্ত হইবার নহে; সাহাজাদার কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িলে আর তাহার নিস্তার নাই। এক্ষণে কি উপায়ে জান-আলমকে নিহত করিবে, সেই ভাবনাতেই পাপমতি রাত্রিদিন বিশেষ চিন্তিত হইল। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘোষণা করা হইল যে, যে কোন ব্যক্তি বানর লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইবে, তাহাকে প্রত্যেক বানরের বিনিময়ে দশ টাকা করিয়া পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। দলে দলে ব্যাধ ও অন্যান্য শিকারিগণ বানর লইয়া জাল সাহাজাদার নিকট আসিয়া প্রত্যেক বানরের মূল্য স্বরূপ দশ টাকা হিসাবে পাইতে লাগিল; এইরূপে ক্রমে ক্রমে মর্কটকুল নির্ম্মূল হইয়া আসিল। জাল সাহাজাদা স্বহস্তে সেই সমস্ত বানরের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল। অবশেষে বহুদূর ভ্রমণ করিয়াও শিকারিগণ বানর সংগ্রহ করিতে অক্ষম হওয়ায়, জাল সাহাজাদা প্রত্যেক বানরের মূল্য সহস্র মুদ্রা নির্দ্ধারিত করিল; কিন্তু দেশ এককালে কপিশূন্য হইয়াছে, স্থানে স্থানে বহু অনুসন্ধানে বানরের আদৌ দেখা না পাওয়ায় শিকারিগণ সকলেই হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। উজীরপুত্র সতত সশঙ্কচিত্ত, কপিকুলের উচ্ছেদ সাধন করিয়াও বানর রূপী

জানআলম এখনও জীবিত আছে—তাহার এই ভয়! যাহার জন্য এত উদ্যোগ এত অর্থব্যয়, যদি তাহার উচ্ছেদ না হইল, তাহা হইলে সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ জানিয়া তখন প্রত্যেক বানরের মূল্য দশ সহস্র মুদ্রা ঘোষণা করিল, কিন্তু এরূপ পারিতোষিক প্রদানে সম্মত হইলেও একটীও বানর আর তাহার হস্তগত হইল না।

এদিকে মেহেরনিগার যতই জাল সাহাজাদার কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই তাঁহার সন্দেহ হইতে লাগিল। যুবতী মনোভাব গোপন রাখিতে না পারিয়া একে একে সকল কথাই সরলপ্রাণা আঞ্জামানআরার নিকট ব্যক্ত করিলেন; তাঁহার পিতা বিদায় কালে যে আত্মা-পরিচালন বিদ্যায় সাহাজাদাকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন, এ কথাও সপত্নীর নিকট গোপন রাখিলেন না। আঞ্জামানআরা মেহের-নিগারের কথা শুনিয়া এককালে অবাক্ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখ দিয়া তখন একটীও কথা সরিল না।

মেহেরনিগার পুনরায় বলিলেন, "দিদি, এই যে প্রত্যহ বানরজাতির উচ্ছেদ হইতেছে, ইহাতেই আমার মনে বড় সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে, বুঝি বা পাপমতি উজীরপুত্র ছলনাক্রমে সাহাজাদাকে মুগ্ধ করিয়া আত্মাপরিচালনাশক্তি শিক্ষিত হইয়া তাঁহাকে বানর সাজাইয়া আপনি সাহাজাদার বেশ ধারণ করিয়াছে; নতুবা তাহাকে এরূপ বিকারগ্রস্তইবা দেখিব কেন? অধিকন্তু স্বামী এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যের কদাচ অনু-মোদন করিতেন না। এই যে লক্ষ লক্ষ বানর প্রতিদিন বিনষ্ট হইতেছে, তিনি স্বহস্তে বিনাশ করা দূরে থাকুক, কদাচ এরূপ কার্য্যের পোষকতাও করিতেন না। দিদি, নিশ্চয়ই

আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে, এখন মানমর্য্যাদা, জাতি সম্ভ্রম বজায় রাখিতে পারিলে হয়!”

আঞ্জামানআরা। তাইত বুন! তোমার কথা শুনিয়া আমার যে পেটের ভিতর হাত পা ঢুকিয়া যাইতেছে, তুমি বল কি? সত্য কি উজীর পুত্র আমাদের সাহাজাদাকে বানর সাজাইয়াছে? সাহাজাদা উজীরপুত্রকে প্রাণের সহোদর মত ভাল বাসিতেন. কত যে আদর যত্ন করিতেন! যদি তোমার কথা সত্য হয়, তাহা হইলে উজীরপুত্রের মত বিশ্বাস-ঘাতকের মুখ দর্শন করিলেও পাপ স্পর্শে। তুমি দিদি! সবিশেষ জান, আমি ও সব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, এখন যাহাতে জাতিধর্ম্ম রক্ষা হয়, তাহার উপায় কর। সাহাজাদা কাছে থাকিলে কোন আশঙ্কাই ছিল না, কিন্তু আজ আমরা যেন পথের ভিখারিণী হইয়াছি। ভগবান আমাদের কি উপায় করিবেন না?

আঞ্জামানআরার সহিত মেহেরনিগারের বিস্তর কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, প্রবোধবাক্যে অনেক সময়ে মেহেরনিগার আঞ্জামানআরাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টিতা হইলেন এবং স্ব স্ব কুলশীল বজায় রাখিয়া কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইলেন।

জানআলম আপনার অনিষ্ট আপনি করিয়াছেন, উজীর-পুত্রকে বন্ধু ভাবিয়া হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন, মহা-পাতকী উজীরপুত্র সাহাজাদার সরল প্রাণে দাগা দিয়াছে। জানআলম অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, পরম রূপবতী আঞ্জামান-আরা, মেহেরনিগার প্রভৃতি রমণীগণের স্বামী হইয়া দৈব দুর্ব্বি-পাকে অরণ্যে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে কপিরূপ ধারণ করিয়া দিনাতিপাত করিতেছেন, ছলনায় উজীরপুত্র আজ তাঁহার

সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সুরাপানে বিহ্বল হইয়া জানআলম ধূর্ত্তের রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই বলিয়া, তাঁহাকে এতাদৃশ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, এখন তিনি হীনপ্রকৃতি বন্ধুর ও সুরার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছেন, কিন্তু পরিতাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হওয়া ব্যতীত তাঁহার অদৃষ্টে সুখের লেশমাত্র নাই। যে অরণ্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই স্থানেই ব্যাধ ও শিকারিগণের উৎপীড়নে অস্থির হইয়া পড়েন। তাঁহার জীবন ধারণে আর সুখ নাই, এক একবার নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখেন, আর দর দর ধারে নয়নজলে ভাসিতে থাকেন। তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্তই এককালে লোপ পাইয়াছে, ইহ জীবনে রোদনই একমাত্র সম্বল হইয়াছে; তাঁহার অস্থি চর্ম্ম সার দাঁড়াইয়াছে, দিনান্তে আহার জুটা ভার হইয়াছে, অহোরাত্র সাবধানে থাকিতে হয়, চতুর্দ্দিকে শিকারিগণ অন্বেষণে ফিরি-তেছে, সন্ধান পাইলে আর তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অন্যান্য কপিদিগের অপেক্ষা বৃক্ষের নিবিড় অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া প্রাণরক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভাবনা, চিন্তা, অনিদ্রা ও অনাহারে অভাগা এককালে চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন বলিলেই হয়।

জাল সাহাজাদার দরবারে বড় কড়া হুকুম জারি হইয়াছে। পাপমতি উজীরপুত্র জানআলমের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কপিকুল নির্ম্মূল করিতে বলিয়াছে, দিনে দিনে শিকারি-গণ বহু পরিশ্রম করিয়াও একটীও বানর সংগ্রহ করিতে পারি-তেছে না, এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এখনও জানআলম হস্তগত হয় নাই, যতক্ষণ জানআলাম জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ

পর্য্যন্ত সে সুস্থ হইতে পারিতেছে না, অন্তর্জ্বালায় তাহার দেহ পুড়িয়া খাক হইতেছে। একে একে শিকারিগণকে নিরস্ত হইতে দেখিয়া পাপাত্মা এককালে বিশসহস্র মুদ্রা পুরস্কারের কথা ঘোষণা করাইল।

প্রত্যেক বানরে বিশহাজার টাকা, এ সংবাদও ব্যাধগণের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। খ্যাতনামা শিকারিগণ জাল সাহাজাদার ঘোষণা মতে বানর সংগ্রহ করিয়া সকলেই দুই দশ টাকার সংস্থান করিয়াছিল, কিন্তু এক সামান্য শিকারী এরূপ সুযোগেও এক কপর্দ্দক লাভ করিতে না পারায়, স্ত্রীর নিকট প্রতিনিয়ত গঞ্জনা সহ্য করিত। যে দিবস বিশসহস্র মুদ্রা পুরস্কারের কথা সাধারণে প্রকাশ হইল, সেই দিনই উক্ত হতভাগ্য ব্যাধের স্ত্রী উক্ত পুরস্কারের কথা শ্রবণ করে, স্বজাতির সকলেই দশ টাকার সংস্থান করিয়াছে, কিন্তু উক্ত ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীর দিনান্তে আহার জুটে না, বিষম কষ্ট হইয়া থাকে, সময়ে অনশনেও কাটিয়া যায়। ব্যাধপত্নীর দুঃখের পরিসীমা নাই, সে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে ক্রোধভরে পতির অমঙ্গল কামনা করিতে লাগিল এবং পুনশ্চ সাহাজাদার শিবির হইতে বিশহাজার টাকা পারিতোষিক দিবার কথা উঠিয়াছে জানাইল। ব্যাধ স্ত্রীর নিকট দুর্ভাগ্যের জন্য কতই আক্ষেপ করিল, অবশেষে কিঞ্চিৎ আহারাদি লইয়া পরদিবস প্রাতে নিবিড়বনে বানর অন্বেষণে যাইতে সম্মত হইল। ব্যাধপত্নী প্রত্যূষে উঠিয়া পতির মৃগয়ার জন্য খাদ্য সামগ্রী ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নের যোগাড় করিয়া একগাছি দড়ি দিয়া বলিল, "ইহাতে করিয়া বানর বাঁধিয়া আনিবে।"

ব্যাধ পত্নীর কথামত কপি অন্বেষণে খাদ্যসামগ্রী সহ নিবিড়বনে প্রবেশ করিয়া এদিক ওদিক অন্বেষণ করিয়া কোথাও কিছুই দেখিতে না পাওয়ায় এককালে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল; কিন্তু অদ্য সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া অপরাহ্ণে গৃহে যাইবে সঙ্কল্প করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছে, এজন্য সাতিশয় ক্লান্ত হইলেও মৃগয়া-লালসা ত্যাগ করিতে পারিল না, অধিকন্তু ক্রমে ক্রমে নিবিড়বন মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

বানরবেশী জানআলম সাতিশয় শ্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন, এরূপ ভাবে শরীর লুক্কায়িত রাখিয়াছেন যে, দূর হইতে লোকের দৃষ্টিপাত হয় না; অধিকন্তু যে স্থানে জানআলম লুক্কায়িত হইয়াছেন, সেখানে মনুষ্যের যাতায়াত নাই বলিলেই হয়। ব্যাধ এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে বৃক্ষমূলে মৃতপ্রায় বানররূপধারী জানআলমকে দেখিতে পাইয়া এককালে উল্লসিত প্রাণে তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অবিলম্বে তাহাকে ধৃত করিয়া রজ্জুবদ্ধ করিল। জানআলম ব্যাধ হস্তে পতিত হইয়া মৃত্যু সন্নিকট হইয়াছে স্থির জানিতে পারিলেন। বাদশাহপুত্র হইয়া বানররূপে জানআলমকে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া দিন যাপন করিতে হইতেছে, ইহাপেক্ষা তাঁহার পক্ষে মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ; তিনি মরিতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু এক একবার ভবিষ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার বাঁচিতে সাধ হইতেছে। তিনি রাজপুত্র, রমণীর রূপ-লাবণ্যে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে কত দৈব দুর্ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, কত বিঘ্নবিপত্তির কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া

গৃহে প্রত্যাগমন কালে বাল্য বন্ধু উজীরপুত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। পুনশ্চ ভবিষ্যে আবার কত পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এই সকল দেখিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল, মৃত্যুতে ভয় পাইলেন। অগত্যা তিনি কাতরকণ্ঠে ব্যাধকে বলিলেন, মহাশয়! "আমি আপনার কোন অপরাধ করি নাই, নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করিলে ঈশ্বর তাহার প্রতি বিরূপ হন, আমি আপনার নিকট জীবনমুক্তি প্রার্থনা করিতেছি, আমায় রক্ষা করুন; ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।"

ব্যাধ বানররূপী সাহাজাদার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, বানরের মনুষ্যের মত কথাবার্ত্তা অতীব বিস্ময় ব্যাপার, সে যদিও বানরের কাতরোক্তিতে কথঞ্চিৎ আর্দ্র হইল বটে, কিন্তু গৃহিণীর গঞ্জনা ও বিশ হাজার টাকার লোভে নিবৃত্ত হইতে পারিল না; বানরের রজ্জু বিশেষ সতর্কতার সহিত ধরিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল। জানআলমের এরূপ কাতরোক্তিতেও ব্যাধের হৃদয় শঙ্কিত হইল না, সে অর্থের লোভে তাহাকে উজীরপুত্রের নিকট নীত করিবে, পাপাত্মা তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিনষ্ট করিবে; প্রাণ রক্ষার আর উপায় নাই জানিয়া, জানআলম ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন; অধিকন্তু ব্যাধের প্রবোধ বাক্যে উল্লেখ করিলেন যে, আমাকে বিক্রয় করিয়া যৎসামান্য অর্থমাত্র লাভ হইবে, কিন্তু সে অর্থ কয় দিনের জন্য? অকারণ প্রাণী সংহার করিয়া পাপ সঞ্চয়ের প্রয়োজন কি? দুই দিনের জন্য ঐহিক সুখের উদ্দেশে আমায় হত্যা করিয়া মহাপাতকী হইবেন না, অনুগ্রহ করিয়া আমার

জীবনদান করিয়া ঐহিক পারমার্থিক উভয়পক্ষে মঙ্গলসাধন করুন; অবশ্যই ঈশ্বর আপনার প্রতি তুষ্ট হইয়া দুঃখের দিন দূর করিবেন।" বানররূপী জানআলমের এবংবিধ কাতরোক্তিতে নিষ্ঠুর ব্যাধের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না; অধিকন্তু নিষাদ তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, "আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য এরূপ ধর্ম্মের ভাণ করিতেছিস্, তোর কথায় কে বিশ্বাস করিবে? আমি এই দণ্ডে রাজসভায় তোকে লইয়া যাইয়া বিশহাজার টাকা লইয়া আসিব, আমার দুঃখও ঘুচিয়া যাইবে।"

ব্যাধের কথায় জানআলম মনে মনে অনুতপ্ত হইলেন, হৃদয়ের বেগ হৃদয়েই সম্বরণ করিয়া মৃত্যুর কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই জানিয়া বিষাদসাগরে ভাসিলেন। কিরাত ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে বানর লইয়া কুটীরে উপস্থিত হইল। ব্যাধ প্রণয়িনীর নিকট একপ্রকার সত্যবদ্ধ হইয়া শিকারে বাহির হইয়াছিল, এক্ষণে বানর লইয়া আসিয়াছে। ব্যাধপত্নীর আমোদের আর সীমা নাই। সে স্বামীকে বানর সহ উপস্থিত হইতে দেখিয়াই আহ্লাদসহকারে পতির প্রতি কতই সোহাগ অনুরাগ দেখাইতে লাগিল। সে দিবস শিকার করিতে ব্যাধের বহু পরিশ্রম হইয়াছে, তাহাতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; অসময়ে রাজসভায় পারিতোষিকের গোলযোগ হইতে পারে, পর দিবস প্রাতে বানর লইয়া তথায় উপস্থিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত স্থির করিয়া ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী সে রাত্রি মহোৎসবে উন্মত্ত হইল; অধিকন্তু উভয়ে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক বানরের দিকে দৃষ্টি রাখিল।

ব্যাধের নিকট প্রাণভিক্ষায় বিফল হইয়াও জানআলম ব্যাধ-

পত্নীকে মাতৃসম্বোধনে আহ্বান করিয়া, জীবনদানের জন্ত শত সহস্র বার কাতরোক্তি জানাইলেন; কথায় কথায় বলিলেন যে, ইমান নামক রাজধানীতে বহুল ধনসম্পত্তিশালী জনৈক বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার অতুল দানশীলতায় পৃথিবীর যাবতীয় দীন দরিদ্র সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। অতিথি সৎকার ও প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণই তিনি জীবনের সার ব্রত জানিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। যখন যে কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট কোন বস্তুর জন্ম আবেদন করিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতেন। লোকে একবার তাঁহার নিকট দান গ্রহণ করিলে, দ্বিতীয় বার তাহাকে সে জন্ম আর আকিঞ্চন করিতে হইত না। তিনি অকাতরে লোকের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতেন। এক দিবস জনৈক লোক আসিয়া তাঁহার নিকট তিন দিবসের জন্ম রাজত্বের সুখভোগ প্রার্থনা করিল। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া তদ্দণ্ডে তাহার কথায় স্বীকৃত হইলেন। তিনি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে দিবসত্রয় অতিবাহিত করিয়া চতুর্থ দিবসে নব ইমানপতি সেই প্রার্থীর নিকট উপস্থিত হইয়া রাজ্য প্রত্যার্পণ করিতে বলিলেন; কিন্তু সেই ব্যক্তি রাজ্যসুখভোগে এরূপ অতৃপ্ত লালসা হইয়াছিল যে, এক্ষণে সে সুখভোগ আর সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে চাহিল না; আজীবন সেইরূপ বিলাসভোগে দিন যাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। বাদশাহ তাহার কথাতেই স্বীকৃত হইয়া অন্তঃপুর হইতে পুত্রদ্বয় ও সহধর্ম্মিণীকে লইয়া রাজ্য হইতে নিক্রান্ত হইলেন। ইমানপতি স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বেগমকে বলিলেন যে, দুই সন্ধ্যা আহার করিয়া দেহরক্ষা হইয়াছে; এক্ষণে একবেলা

মাত্র আহার করিয়া শরীরের কিরূপ অবস্থা হয়, দেখা আবশ্যক। পৃথিবীতে সুখ দুঃখ উভয়ের আস্বাদন ব্যতিরেকে ভাল মন্দের পরীক্ষা হয় না। এতদিন রাজত্বের সুখভোগে দিনক্ষেপ হইয়াছে, এক্ষণে কুটীরবাসী দরিদ্রের অবস্থায় কি ভাবে দিনাতিপাত হয়, তাহাও দেখা যাক। ভগবান যাহার পক্ষে যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাকে সেই ভাবেই চলিতে হইবে; তাঁহার ইচ্ছার কখনও অন্যথা হইবে না, তিনি যাহাকে যাহা করাইবেন, সে তাহাই করিবে। এখন বিধাতা আমাদের অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহাই করিব। বাদশাহ স্ত্রীর সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তায় ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া পর্ণকুটীরে একসন্ধ্যা আহারে প্রসন্নচিত্তে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

বিপদের সময়েই বিপদের সংঘটন হইয়া থাকে। একে বাদশাহ রাজ্যধনাদি যাবতীয় ভোগ সুখ বিসর্জ্জন করিয়া দীন ভাবে পর্ণকুটীরে দিনাতিপাত করিতেছেন, তাহাতেও তাঁহার নিস্তার নাই! ভগবান যখন বিরূপ হন, তখন পদে পদে বিপদ্ বাধিয়া থাকে; বিপদ্‌হারীর কৃপা ব্যতীত সে বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভের উপায় নাই। বাদশাহ স্ত্রী-পুত্র লইয়া দুঃখের অন্ন সুখে ভক্ষণ করিতেছেন, অবস্থার বৈষম্যে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হন নাই, তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ে সমভাবেরই বিকাশ রহিয়াছে, কিন্তু সহসা নির্ম্মল আকাশে একখণ্ড ঘন মেঘের দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে রবির কিরণমালাও লুপ্ত হইল। একদিবস বাদশাহ স্ত্রীর সহিত নানা বিষয়ের কথোপকথনকালে রাজত্ব চিরস্থায়ী নহে, সকলেই অদৃষ্টানুসারে সুখ দুঃখ

ভোগ করিয়া থাকে, এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে একটী অশ্বারোহী তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইল। বাদশাহের স্ত্রীর অপরূপ রূপলাবণ্যই সে ব্যক্তির তথায় উপস্থিত হইবার কারণ। এই ব্যক্তি একজন সওদাগর মাত্র; ব্যবসা বাণিজ্যে দশ টাকা সংস্থান করিয়াছে, এক্ষণে লোক জন সমভিব্যাহারে অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছিল। দূর হইতে বেগমের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পাপমতি লোকজনকে অদূরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়াছে। সমাগত অশ্বারোহীর প্রতি বাদশাহের দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র সে ব্যক্তি যথাযোগ্য অভিবাদনপূর্ব্বক কাতরোক্তিতে জানাইল যে, তাহার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা, সে ধাত্রীর অনুসন্ধানে এই স্থানে আসিয়াছে; এক্ষণে তাঁহার স্ত্রী যদি তাহার অনুগামী হইয়া এ বিষয়ে সাহায্য করেন, তাহা হইলে তাহার পত্নী এ যাত্রা রক্ষা পায়। অশ্বারোহীর মর্ম্মভেদী কথায় বাদশাহ এককালে আর্দ্র হইলেন; তিনি সাদরসম্ভাষণে সহধর্ম্মিণীকে আগ্রহের সহিত বলিলেন, "আমরা বিপন্ন, এ অবস্থায় লোকের প্রতি দয়া ধর্ম্ম প্রকাশের আমাদের কোন শক্তি নাই; যদি কায়িক শ্রমেও লোকের মঙ্গল হয়, পরের উপকার হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি আছে! তুমি এই দণ্ডে এই ভদ্র ব্যক্তির অনুগামী হইয়া উঁহার স্ত্রীর পরিচর্য্যা কর। ধন্য ঈশ্বরের মহিমা, যে এরূপ নির্জ্জনে কুটীরবাসী হইয়াও আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্য পরের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হইতে পারিব। যাও, এই দণ্ডে যাও।" বাদশাহ এইরূপ সোৎসাহে প্রিয়াকে বিদায় দিয়া পুত্রদ্বয়সহ প্রিয়ার আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সওদাগর বেগমকে সঙ্গে লইয়া কিঞ্চিৎ অন্তরালে আসিয়াই বলিল, "যে স্থানে আপনাকে যাইতে হইবে, সে স্থান এখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, আপনি এই অশ্বে আরোহণ করুন।" পতিপ্রাণা বেগম পতির কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া সওদাগরের অনুগামিনী হইয়াছিলেন, স্বামীর পরোপকার-ব্রতের জন্যই তিনি কোন কথার উত্থাপন করেন নাই, তাঁহার মনে কপটতার লেশ মাত্র ছিলনা। তিনি সওদাগরের কথামত অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়া হইলে, সওদাগর উল্লম্ফনে অশ্বারূঢ় হইয়া সত্বর সঙ্গীগণ সমীপে উপস্থিত হইল। পতিব্রতা বেগম এক্ষণে সওদাগরের কলুষিত চরিত্রের কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়া, এক-কালে উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন। পাপমতি সওদাগর মনো-রমাকে হস্তগত করিয়া একে একে সকল কথাই ব্যক্ত করিল। হতভাগিনী পাপাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, কিন্তু সে শত্রুমণ্ডলী মধ্যে তাঁহার প্রতি স্নেহদৃষ্টি করে, এমন কেহই নাই! সকলেই সওদাগরের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। পতিব্রতার রোদন ব্যতীত অন্য উপায় নাই; তিনি রোদন করিতে করিতে অনাথের নাথ ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বিপদ্ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগি-লেন। নরপিশাচগণ পতিপ্রাণার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া আপনাদিগের গন্তব্য স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইল।

এদিকে বাদশাহ দুইটী পুত্রসহ প্রণয়িনীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার আসিতে সাতিশয় বিলম্ব দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন; আর তিনি নিশ্চিন্তভাবে কালক্ষেপ করিতে পারিলেন না, সহধর্ম্মিণীর জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বড়ই

চিন্তা করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই তাঁহার মনে নানা আশঙ্কার আবির্ভাব হইতে লাগিল। তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া পুত্র দুইটীকে লইয়া স্ত্রীর অনুসন্ধানের জন্য কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চিরদিন সুখে যাপিত হইয়াছে, বাদশাহ দুঃখের তীব্র দংশন কি জানিবেন! এক্ষণে এই দুঃসময়ে প্রণয়িনীর অদর্শনে তিনি এতাদৃশ শোককাতর হইয়াছিলেন যে, হিতাহিত বিবেচনা শক্তি তাঁহার এককালে লোপ পাইয়াছিল বলিলেই হয়। তিনি বিভ্রান্তচিত্তে প্রিয়ান্বেষণে একদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কোন্ পথে যাইতেছেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। স্বেচ্ছামত বহুদূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে উড্ডীয়মান ধূলারাশি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। একে পথশ্রম, তাহাতে প্রিয়া-বিরহ—উভয় কারণে তিনি যেন চৈতন্য হারা হইয়া এদিক ওদিক চতুর্দ্দিকে বেড়াইতে লাগিলেন। কোন পথে প্রিয়ার সন্ধান না পাইয়া বাদশাহ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন, তথাচ তাঁহার গতিরোধ হইল না। তিনি এক মনে চলিতে লাগিলেন। আরও দূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে এক বিশাল নদী দেখিতে পাইলেন। নদী দেখিয়া পরপারে যাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু পার হইবার নৌকা না দেখিয়া সাতিশয় ভাবিত হইলেন। পরপারে যাইলে হয়ত প্রিয়ার দর্শন পাইবেন মনে করিয়া, অভাগা দুইটী পুত্র লইয়া সন্তরণ অসাধ্য ভাবিয়া জ্যেষ্ঠটীকে তটে বসাইয়া অপরটীকে লইয়া সন্তরণে নদী পার হইবেন সংকল্প করিলেন; আশা—পরপারে প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাঁহার নিকট কনিষ্ঠ

পুত্রটীকে রাখিয়া পুনশ্চ সাঁতার দিয়া জ্যেষ্ঠটীকে লইয়া যাইবেন; কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাঁহার আশায় বিড়ম্বনা ঘটিল। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে তটে রাখিয়া কনিষ্ঠকে স্কন্ধে লইয়া সন্তরণে পার হইতেছেন, অকস্মাৎ একটী ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে মুখে করিয়া লইয়া গেল! পুত্রের করুণ চীৎকারে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিচলিত হইলেন; তদ্দণ্ডে স্কন্ধ হইতে কনিষ্ঠ পুত্রটী নদী জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইল। এককালে দুইটী পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইয়া বাদশাহ জীবন বিসর্জ্জনই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন; কিন্তু আজীবন ধর্ম্মপথে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দিন কাটাইয়াছেন, এক্ষণে আত্মহত্যা করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না। ভগবান দুঃখ দিয়াছেন, তিনিই ইহার প্রতীকার করিবেন, একমাত্র ইহাই স্থির জানিয়া তিনি সন্তরণে নদী পারে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু এত বিঘ্ন বিপত্তিতেও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না! একে প্রিয়া বিরহ, তাহাতে জীবনধন পুত্ররত্নদ্বয়ের অপঘাত মৃত্যুজনিত শোকে তিনি জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তখনও তিনি ভগবৎ লীলায় বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া সম্মুখে একটী সুরম্য প্রাচীর বেষ্টিত মহানগরী দেখিতে পাইলেন। নগরনিবাসীর মহাকোলাহল তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, তিনি নগরের তোরণদ্বার অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়া অবিলম্বেই উহার প্রবেশদ্বার দেখিতে পাইলেন। সত্বর নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহুল লোকের জনতা দেখিয়া, অবশ্যই আশ্রয় পাইবেন ভাবিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি দীন মনে

এক স্থানে দাঁড়াইয়া নগরের শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছেন, সহসা একটী বাজপক্ষী আসিয়া তাঁহার মস্তকোপরি উপবিষ্ট হইল; তদ্দণ্ডে কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে যাইবার জন্য বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিল।

বাদশাহ বিস্মিতভাবে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, অবগত হইলেন যে, সম্প্রতি এই রাজ্যের অধীশ্বরের মৃত্যু হইয়াছে। দেশীয় প্রথামতে বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই একটী বাজপক্ষী ছাড়িয়া দেওয়া হয়; উক্ত পক্ষী যাহার মস্তকে উপবেশন করে, তিনিই সিংহাসন লাভে অধিকারী হন। এক্ষণে উক্ত বাজপক্ষী তাঁহার মস্তকে বসিয়াছে,' এজন্য প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনিই রাজ্যের অধিপতি হইলেন; অদ্য হইতে রাজকীয় যাবতীয় কার্য্য তাঁহাকেই করিতে হইবে। তিনি দেশের সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া সমাগত কর্ম্মচারিগণকে আপনার অবস্থা সবিশেষ জানাইয়া বলিলেন, "রাজভোগ ফকিরের নহে, দীন দরিদ্র আমি রাজমর্য্যাদার কি বুঝিব?" অন্য লোককে সিংহাসনে বসাইবার জন্য তিনি বিস্তর অনুরোধ আকিঞ্চন করিলেন, কিন্তু তাহাদের কেহই তাঁহার কথায় সম্মত হইল না; বিশেষতঃ দেশের এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে, সকলেই এক বাক্যে বলিতে লাগিল। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে সিংহাসনারূঢ় হইতে হইল। যদিও প্রিয়জন বিরহে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি এককালে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তথাচ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি প্রজাবর্গের প্রীতিলাভ করিলেন, তাঁহার সুশাসনে সকলেই সন্তুষ্ট হইল।

বিপদের সময় বিপদ্, সম্পদের সময় সম্পদ্ উপর্য্যুপরি সংঘটিত হইয়া থাকে। বাদশাহ বহুকষ্টে দিনযাপন করিতে

ছিলেন, অকস্মাৎ দৈবযোগে বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। এদিকে যে ব্যাঘ্রটী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মুখে করিয়া লইয়া যাইতেছিল, জনৈক ব্যাধের অব্যর্থ শরাঘাতে সেই ব্যাঘ্র প্রাণ-ত্যাগ করিল; শিশুটী অক্ষত শরীরে উক্ত শিকারীর হস্তগত হইল। জলমগ্ন শিশুটীও জীবিতাবস্থায় একজন ধীবরের জালে উঠিয়া রক্ষা পাইল। বাদশাহের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব পুত্র দুইটী অপঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু লীলাময়ের বিচিত্র লীলায় উভয়েই অক্ষত শরীরে প্রাণ রক্ষা পাইয়া মনের আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিল।

বাদশাহের সুখ সমৃদ্ধির অভাব নাই, অতুল বিষয় সম্পত্তি বিশাল রাজত্ব দিনে দিনে তাঁহার খ্যাতিকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, তাঁহার শাসন গুণে সকলেই বিমোহিত হইল, কিন্তু এরূপ সুখ সচ্ছন্দে দিন যাপন করিয়াও বাদশাহ প্রাণে প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই। একে পত্নী বিরহ, তাহাতে পুত্রদ্বয়ের দৈব দুর্ঘটনাজনিত বিচ্ছেদ তিনি এককালে শোকাতুর হইয়া পড়িয়াছিলেন। সংসারধর্ম্ম রক্ষা করিতে যাহা না করিলে নয়, অগত্যা তাহাতে তিনি স্বীকৃত হইয়াছেন, এই নিমিত্তই তাঁহার অনিচ্ছা সত্বেও তাঁহাকে গুরুভার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। কিছুদিন পরে তাঁহার চিত্তবিকারের কথা উজীর ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারিগণের কর্ণগোচর হওয়ায়, সকলেই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইল; কিন্তু দৈবদুর্বিপাক বশতঃ তিনি যে কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাহার প্রতীকার সাধন তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে! এক দিবস বাদশাহ সাতিশয় ক্ষুণ্ণ-মনে বসিয়া আছেন, উজীর আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি

তাঁহাকে রাজধানী হইতে দুইটী বালক লইয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। উজীর প্রভুর আজ্ঞামত দেশের সকল বালক একত্র করিয়া তাহাদিগের মধ্যে দুই জনকে নির্ব্বাচিত করিলেন। স্বভাব চরিত্র ও দেখিতে শুনিতে ভাল হয়—এইরূপ বালক নির্ব্বাচনের রাজাদেশ ছিল; তিনি যে দুইটী বালককে মনোনীত করিয়া ছিলেন, প্রকৃতই তাহারা সামান্য ঘরের হইলেও দৃষ্টিমাত্রেই ভদ্র সন্তান বলিয়া অনুমিত হয়।

বাদশাহ দৈবচক্রে যে দুইটী পুত্র হারা হইয়া মনস্তাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছিলেন, এ দুইটী প্রকৃতই তাঁহার বংশধর, কিন্তু অবস্থার বৈষম্যে তিনি তাঁহার নিজের সন্তানও চিনিয়া লইতে পারিতেছেন না; অধিকন্তু তাঁহার আজ্ঞামত উভয় ভ্রাতা পৃথক পৃথক স্থানে রক্ষিত হওয়ায় তাহাদের পরস্পর সৌহার্দ্দ্য ভাবেরও সঞ্চার হয় নাই। বাদশাহ চিত্ত পরিতৃপ্তির জন্য এই দুইটী বালকের ভরণপোষণ ব্যয় রাজকোষ হইতে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সহোদরদ্বয় এক পিতা মাতার সন্তান হইয়াও উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারে নাই। তাহাদের একজন ব্যাধ গৃহে, অপরটী ধীবরের ঘরে লালিত পালিত হইয়াছে; উভয়ে রাজকুমার হইয়াও অবস্থার পার্থক্যে সম্পূর্ণ বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছে।

দেশে যখন যে কোন কার্য্য হয়, রাজ-অনুমতি ব্যতীত কদাচ তাহা নির্ব্বাহ হইবার নহে। সকল বিষয়েই বাদশাহের সম্যক্ দৃষ্টি, তিনি এইরূপ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন বলিয়াই, জনসাধারণে তাঁহার যশোকীর্ত্তি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঘটনাচক্রে যে সওদাগর তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্নভিন্ন

করিয়া বেগমকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি এই সময়ে উক্ত রমণীর সহিত প্রণয়ালাপে প্রমত্ত হইবার পূর্ব্বে বাদশাহের অবগতির জন্য সচীব সহ পরামর্শ করিয়া তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইল। পরম্পরায় সওদাগর জানিতে পারে যে, বাদশাহের কোন বিষয়েই দ্বিরুক্তি নাই, প্রজারঞ্জন মহাধর্ম্ম জানিয়াই তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। যাহা হউক, চিরপ্রথানুসারে সওদাগর সিংহাসন সমীপে যথাসাধ্য উপঢৌকন দিবার অভিপ্রায়ে, এক দিবস বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। বাদশাহ সওদাগরের বিনয়নম্রবচনে অন্ততঃ সে দিবসের জন্য প্রাসাদেই তাহাকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু যদি কোন রূপে প্রণয়িনী তাহার বন্ধন-পাশ ছেদন করিয়া পলায়ন করে, এই ভয়ে পাপমতি তাঁহার নিকট স্পষ্টই উল্লেখ করিল যে,একটী পরম রূপবতী কামিনী তাহার হস্তগত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত রমণী তাহাকে পতিত্বে বরণ করে নাই। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও নিষ্ফল হইয়াছে। সাহাজাদাদ্বয়ের অবস্থা বৈষম্যে যেমন ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে, বাদশাহের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। তিনি আপনার সহধর্ম্মিণীর সবিশেষ পরিচয় আভাসে জ্ঞাত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন না, কিন্তু সওদাগরকে তাঁহার প্রাসাদেই অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আকিঞ্চন করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে উক্ত রমণী কোন প্রকারে সওদাগরের শিবির হইতে স্থানান্তরিত না হইতে পারে, তাহারও সবিশেষ ব্যবস্থা করাইলেন। বাদশাহের আজ্ঞানুসারে যে দুইটী বালক প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিল,

তাহাদিগকেই সওদাগরের ভাবি প্রণয়িনীর রক্ষণাবেক্ষণার্থ প্রেরণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য সামন্তও চলিল।

ক্রমে ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ আবৃত করিল, রজনীর ঘনঘটায় সকলেই নিশ্চিন্ত, গভীর নিশীথে যে যাহার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শায়িত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে, কাহারও মুখে একটীও কথা নাই—সাড়া শব্দও নাই, জগৎ যেন জড়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। দুইটী বালক বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রহরী-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, কথায় কথায় ছোটটী বড়টীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল, "ভাই, তুমি নিদ্রা যাও, আমি জাগিয়া আছি—সারা রাত্রি জাগিলে অসুখ করিবে!"

জ্যেষ্ঠ। না ভাই, বাদশাহ আমাদের প্রহরীর কার্য্যে অদ্য রাত্রির জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন, এ সময় নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রিত হইলে সহসা বিপদ সংঘটনের সম্ভাবনা আছে, আমি জাগিয়া থাকিব।

কনিষ্ঠ। যদি তুমি জাগিয়া থাক, তাহা হইলে আমিও জাগিব, উভয়ে কথাবার্ত্তায় রাত্রি কাটাইব। ভাল ভাই, এমন কোন গল্প বলিতে পার, যাহাতে হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হয়, শোক তাপের কথা শুনিলে মন বিচলিত হইতে থাকিবে, সহসা নিদ্রা হইবে না।

জ্যেষ্ঠ। গল্প কেন ভাই, আমার শোকপূর্ণ জীবনের কাহিনী শুনিলেই তুমি স্তম্ভিত হইবে, রাত্রি কেন—দিবা রাত্রি অশ্রুবর্ষণ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না, কিন্তু তোমার কোমল চিত্ত ব্যথিত করিতে আমার ইচ্ছা হয় না।

কনিষ্ঠ। না ভাই, তুমি আমাকে তোমার কথাই বল, আমার শুনিবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইতেছে।

জ্যেষ্ঠ। যদি শুনিতে একান্ত আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে বলি শুন; ইমান নগরের প্রসিদ্ধ বাদশাহ আমার পিতা, আমি সাহাজাদা হইয়া দৈবদুর্ব্বিপাকে এরূপ দীনভাবাপন্ন হইয়াছি। পিতা আমার পরম ধার্ম্মিক ও দানশীল ছিলেন, তাঁহার উদারতা জানিয়া এক দিবস এক ব্যক্তি আসিয়া তিন দিবসের জন্য রাজত্ব সুখের কামনা করিলে, তিনি তদ্দণ্ডে তাঁহাকে স্বীয় রাজ্য প্রদান করিয়া প্রসন্নচিত্তে আপনি রাজ্যের বাহিরে আসিয়া দিন যাপন করেন, পরে চতুর্থ দিবসে সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া স্বরাজ্য প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিলে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন রাজ্যশাসনের প্রার্থী হইল; পিতা তদ্দণ্ডে বিষয় সম্পত্তি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পুত্র কলত্র লইয়া রাজ্যের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। তখন আমার আর এক সহোদর ছিল; পিতা দুইটী সন্তান ও মহিষীকে লইয়া রাজ্যের বহির্ভাগে বিদেশ বিভূমে মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার নিস্তার হইল না। এক দিবস পিতা আমাদের লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে জনৈক সওদাগর আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, তাহার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা, মাতাঠাকুরাণী যাইয়া যদি এই বিপদ্ সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পরিচর্য্যা করেন, তাহা হইলে তিনি উপস্থিত আতঙ্ক হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। সওদাগরের করুণ কাহিনী শুনিয়া দয়ালু পিতার হৃদয় গলিল, তিনি আর তথায় নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া মহিষীকে সওদাগরের অনুগামিনী হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; পতি-ব্রতা মাতা, পিতার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার

আজ্ঞানুসারে সওদাগরের সহিত গমন করিলেন ; কিন্তু বহু-ক্ষণ পর্য্যন্ত আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পিতা তাঁহার সাক্ষাৎ না পাওয়ায় তখন বিচলিত হইলেন, অবশেষে আমার হাত ধরিয়া ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাটীকে ক্রোড়ে লইয়া তিনি মাতার অনু-সন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া এক বিশাল নদীতটে উপস্থিত হইলেন। আমাদের উভয় ভ্রাতাকে এককালে পর-পারে লইয়া যাইতে অক্ষম হইয়া, পিতা প্রথমে কনিষ্ঠটীকে লইয়া নদীর জলে অবতীর্ণ হইলেন, আমি পিতার আগমন প্রতীক্ষায় তীরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সহসা একটী ব্যাঘ্র আসিয়া আমাকে লইয়া গেল, আমি রোদন করিয়া উঠিলাম, পিতা আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া এককালে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, তদ্দণ্ডে তাঁহার স্কন্ধদেশ হইতে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাটী পড়িয়া গেল। পিতা বহু অনুসন্ধান করিয়াও সে ভাইটীকে পাইলেন না। তৎপরে পিতা মাতা বা ভ্রাতা কাহার কি দশা হইল, আমি কিছুই জ্ঞাত নহি। এক্ষণে যে শিকারী আমাকে লালন পালন করিতেছিলেন, তাঁহারই অব্যর্থ শরসন্ধানে আমি সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি।

জ্যেষ্ঠের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে কনিষ্ঠ "দাদা, দাদা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। কনিষ্ঠের মুখে বিগত বিরহের শোকদুঃখের সকল কথা এককালে স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল ; তাহাদের রোদনশব্দে বন্দিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শশ-ব্যস্তে শিবিরের অন্তরালে আসিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন ; আর তিনি ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন

না। তাহাদের কথাবার্ত্তায় নিজ পুত্রের পরিচয় পাইয়া এককালে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। বহুকালের পর অমূল্যনিধি হারাধন পাইয়া মা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? পুত্রহারা অভাগিনী রাজরাণী পুত্রদ্বয়কে বুকে লইয়া অশ্রুধারায় অভিষেক করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রহরিগণ তাঁহাদের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া সত্বর রাজসভায় সংবাদ দিল। বাদশাহ দূতমুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তাহাদিগকে আনয়ন জন্য শিবিকা ও যানাদির ব্যবস্থা করিলেন; অবিলম্বে বেগম ও সাহাজাদাযুগল বাদশাহ সমীপে নীত হইল। বাদশাহ প্রণয়িনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন; প্রধান প্রধান অমাত্যগণ বাদশাহের মনোকষ্টের জন্য সকলেই ক্ষুণ্ণমনে দিনযাপন করিতেছিল। এক্ষণে তাঁহার শুভ সংবাদ পাইয়া সকলেই প্রীত হইল। আনন্দোচ্ছ্বাসে প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত হইল, [illegible] মাঙ্গলিকেরও ব্যবস্থা হইল।

যে পাপমতি সওদাগর বেগমের রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায়ে ছলনাপূর্ব্বক আয়ত্ত করিয়া ছিল এবং বাদশাহের অনুমতি লাভের অপেক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে সে সকল সংবাদ জানিতে পারিয়া প্রাণভয়ে সশঙ্ক হইল, কোন সুযোগে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু বাদশাহ স্ত্রীপুত্র সহ মিলিত হইবার পরক্ষণেই জল্লাদকে অবিলম্বে পাপিষ্ঠের মস্তকচ্ছেদনের অনুমতি দিলেন। রাজ আদেশ অনুসারে জল্লাদ পাপিষ্ঠের প্রাণ সংহার করিল।

বাদশাহ স্ত্রীপুত্র সহ সুখসচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেছেন,

তাঁহার শাসনগুণে দুষ্ট শিষ্ট সকলেই পরম সন্তুষ্টভাবে কালক্ষেপ করিতেছে, রাজ্যমধ্যে পূর্ণ শান্তি—ধনী, দীন, ভদ্র, ইতর সকলেই তাঁহার রাজ্যে মনের সুখে দিনযাপন করিতেছে, এমন সময়ে তাঁহার পূর্ব্ব রাজ্যের মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। বাদশাহের মনে বিকারের লেশমাত্র নাই। তিনি প্রাচীন মন্ত্রীকে যথাযথ আদর অভ্যর্থনা করিয়া তত্রস্থ অধিবাসিগণের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী একে একে সকল সংবাদ দিয়া বলিলেন যে, তিনি যাহার প্রার্থনামত রাজ্যধন পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্র সহ বিষম দুঃখগ্রস্ত হইয়াছিলেন, দিনে দিনে সে ব্যক্তি যথেচ্ছাচারী হইয়া প্রজাবর্গের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে, আমার পুনঃ পুনঃ নিষেধ বাক্যেও তাহার চৈতন্য হয় না; এই নিমিত্ত অবশেষে সুকৌশলে বিষ প্রয়োগ দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করা হইয়াছে। বাদশাহ উজীরের নিকট স্বীয় রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ব্যথিত হইলেন, ভক্তবৎসল বাদশাহের প্রাণ প্রজাপুঞ্জের কষ্ট শুনিয়া আর্দ্র হইল, তিনি স্বীয় রাজ্যে যাইবার জন্য অভিলাষী হইলেন। তাঁহার আদেশমত সত্বর শিবিকা যানাদি ও সৈন্যসামন্তের ব্যবস্থা হইল, তিনি পুত্রকলত্র লইয়া সানন্দে নিজ রাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

ধার্ম্মিকপ্রবর বাদশাহ একমাত্র ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবনতরী ভাসাইয়াছিলেন। অবস্থার বৈষম্যজনিত সুখ দুঃখের ঘোর পরিবর্ত্তনেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হন নাই, জগদীশ্বরও তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যধন পুত্র পরিবার সমুদয় হারাইয়াও একে একে সমস্ত লাভ করিয়াছিলেন, অধিকন্তু ঘটনাক্রমে দুইটি রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন।

সামান্য অর্থের লোভে আমাকে বাদশাহের হস্তে প্রদান করিলে আপনারা দুই দিনের জন্য সুখে দিনাতিপাত করিবেন বটে, কিন্তু সে সুখ চিরস্থায়ী নহে। অধর্ম্মঅর্জ্জিত সুখভোগে পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন, অবশ্যই ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গলসাধন করিবেন।"

বানর মনুষ্যের মত কথাবার্ত্তা কহে, অধিকন্তু তাহার কথাও প্রকৃতই যুক্তিসঙ্গত, ব্যাধপত্নী মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিতে করিতে তাহার প্রতি কৃপাবশবর্ত্তিনী হইয়া অভয় দান করিল। নিষ্ঠুর ব্যাধ রমণীর করুণ ভাব দেখিয়া বানর অন্ধকার মত জীবন পাইল ভাবিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল; ব্যাধপত্নী স্বামীর ও আপনার আহারাদির পর বানরকে খাওয়াইয়া মৃত্তিকা মধ্যে একটি গহ্বর খনন করিয়া তন্মধ্যে তাহাকে রাখিয়া আপনি শয়ন করিল। দেখিতে দেখিতে সে রাত্রিও প্রভাত হইয়া গেল। ব্যাধ অতি প্রত্যূষেই শয্যা হইতে উঠিয়া পরমোৎসাহে বানরের দড়ি খুলিয়া বাদশাহের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যোগী হইল, কিন্তু ব্যাধপত্নী গত রাত্রিতে বানরের সহিত কথাবার্ত্তায় মোহিতা হইয়াছিল, অধিকন্তু তাহাকে প্রাণদান করিবে এরূপ অঙ্গীকারও করিয়াছিল; এক্ষণে পতিকে সকল কথা বুঝাইয়া নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিল। ব্যাধ স্ত্রীর কথায় সাতিশয় বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়া কতই ভৎর্সনা করিতে লাগিল, কিন্তু বানরের মনুষ্যের মত বাক্‌শক্তি, তাহাতে প্রণয়িনীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে অবশেষে সে দিবসের জন্য বাদশাহ সমীপে বানর লইয়া যাইতে ক্ষান্ত হইল, এবং

পূর্ব্ব দিবসের মত আহারাদি করিয়া ধনুঃ শরাদি লইয়া পশু পক্ষীর অন্বেষণে কাননাভিমুখে চলিল।

প্রতিদিন ব্যাধের অদৃষ্টে যৎসামান্য দুই একটী মাত্র পক্ষী লাভ হইয়া থাকে, তাহা বিক্রয় করিয়া দুঃখে কষ্টেও স্ত্রী পুরুষের দিনাতিপাত হয় না ; কিন্তু আজ শিকার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া তাহার একটী লক্ষ্যও ব্যর্থ হইল না। ঝাঁকে ঝাঁকে নানাবিধ পক্ষী ও পালে পালে বিবিধ প্রকার পশু শিকার করিয়া সে দিবস সেই সকল পশু ও পক্ষী বাজারে বিক্রয় করিয়া আশাতীত ধন লাভ করিয়া সাংসারিক আবশ্যক দ্রব্য—ঘৃত, চাউল, দাইল, লবন প্রভৃতি অধিক পরিমাণে ক্রয় করিয়া পরম উৎসাহে গৃহে প্রত্যাগত হইল। ব্যাধের আর আনন্দের সীমা নাই, নিজে পাকাদি করিয়া স্ত্রী ও বানরকে খাওয়াইয়া স্বয়ং আহার করিল। বানরের কথাবার্ত্তায় ক্রমেই ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীর মন মুগ্ধ হইতে লাগিল, পর দিবসেও বানরকে বাদশাহ সমীপে লইয়া যাইবার প্রস্তাব সত্বেও স্ত্রী পুরুষে কেহই স্বীকৃত হইল না, ব্যাধ পূর্ব্ব দিবসের মত সেদিনও শিকার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া আসিবার সময়ে প্রচুর অর্থ পাইল। এইরূপ দিনে দিনে ব্যাধের অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষের দিনান্তে আহার জুটিত না, এক্ষণে ব্যাধপত্নীর গাত্রে দুই দশ ভরি সোণারূপার অলঙ্কার উঠিল।

এদিকে কিছুকাল একসঙ্গে থাকিয়া তাহাদের উভয়েরই বানরের প্রতি স্নেহ মমতা জন্মিল। একে তাহাদের সন্তান সন্ততি হয় নাই, তাহাতে বানর সাতিশয় মিষ্টভাষী, কথাবার্ত্তায় লোকের মনমুগ্ধ করে ; সুতরাং উভয়েই তাহার প্রতি

একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল। তখন তাহাদের বানরকে বাদশাহের নিকট লইয়া যাইবার প্রস্তাব এককালে রহিত হইল।

বানর লইয়া ব্যাধপত্নী মনের সুখে দিনপাত করিতেছে, বানরকে গৃহে লইয়া আসা অবধি তাহাদের দুঃখের সংসারে কোন কষ্ট নাই, উত্তরোত্তর অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহারা নিশ্চিন্ত মনে কালক্ষেপ করিতেছে। এমন সময়ে এক দিবস জনৈক সওদাগর তাহাদের বাটীর পশ্চাৎ ভাগস্থ একটী পান্থ-শালায় আসিয়া অবস্থিতি করিল। পাথপার্শ্বস্থ সরাইয়ে প্রতি-দিন বহুবিধ লোকের গমনাগমন হইয়া থাকে। সওদাগর সে দিবস উক্ত সরাইয়ে রাত্রি যাপন করিল। এদিকে ব্যাধপত্নী সংসারের কার্য্যাদি শেষ করিয়া আহারান্তে রাত্রিকালে বানরকে ক্রোড়ে লইয়া প্রতি রাত্রিতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে, সে রাত্রিতেও নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। বানর সুক্তি-পূর্ণ কথায় ব্যাধপত্নীকে তুষ্ট করিতে লাগিল। সওদাগর অন্তরালে থাকিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা সমস্তই শুনিতে পাইল; কিন্তু কি কথা, কোথা হইতে আসিতেছে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না, অথচ বালক মুখ নিঃসৃত সুমিষ্ট কথায় তাঁহার কর্ণের পরম তৃপ্তি হইতে লাগিল। এই ভাবে সেই রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া পর দিবস এরূপ কথাবার্ত্তার নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধানে উদ্যোগী হইয়া সরাইস্বামীকে ডাকাইয়া ইহার সবিশেষ কারণ অনুসন্ধান করিতে বলিল এবং তজ্জন্য যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদানেও প্রতিশ্রুত হইল। ব্যাধ গৃহে এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছে অনুমান করিয়া, সরাই স্বামী ব্যাধ গৃহে উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের স্ত্রী পুরুষ ব্যতীত গৃহে অপর

কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না; অথচ সবিশেষ কারণ জানিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হইল। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণয় করিয়া অবশেষে তাহারা ব্যাধের গৃহ হইতেই এরূপ কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে সিদ্ধান্ত করিয়া, তন্ন তন্ন ভাবে তাহার গৃহ সন্ধানে একটী বানর দেখিতে পাইল।

বাদশাহের আজ্ঞার অমান্য করিয়া তাহারা গৃহে বানর রাখিয়াছে, এ সংবাদ বাদশাহের দরবারে পৌছিবামাত্রেই তাহাদের ও বানরের প্রাণসংহার হইবে; এইরূপ তাহারা নানাবিধ ভয় দেখাইতে লাগিল। ব্যাধপত্নী এতদিন বানরের কথা অপ্রকাশ রাখিয়াও সফল হইল না জানিয়া, এককালে শোকানুতপ্তা হইয়া অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল, নিষাদও স্ত্রীর সহিত রোদনে যোগ দিল। অবশেষে তাহারা সওদাগরের নিকট নিতান্ত কাতর অনুনয়বাক্যে বানরের জীবন ভিক্ষা করিল এবং উক্ত বানরটী তাহারা বহুকালাবধি পুষিয়াছে, এজন্য তাহার প্রতি তাহাদের মমতা জন্মিয়াছে ইত্যাদি কত কথাই কহিল, কিন্তু সওদাগর তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করিল না; অধিকন্তু ভয় দেখাইতে লাগিল। বানর মনুষ্যের মত কথাবার্ত্তা কহিতে পারে, এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া সওদাগর উত্তরোত্তর সাতিশয় বিস্মিত হইয়া বহু অর্থব্যয়ে বানরটীকে হস্তগত করিবার জন্য উৎসুক হইল।

বানররূপী জানআলম আপনার শোচনীয় অবস্থা জানিয়া ব্যাধপত্নীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "মা, লোকে যখন আমার কথা জানিতে পারিয়াছে, তখন আমাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যে কয়েক দিবস

পরমায়ু ছিল, আপনাদিগের অনুগ্রহে আমার জীবনরক্ষা হইয়াছে, কিন্তু দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার কিছুতেই নিবারিত হয় না। সওদাগর যখন আমাকে হস্তগত করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আপনারা চেষ্টা করিয়াও আমাকে কিরূপে আর রক্ষা করিবেন? আমার জীবনের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাই এই বিড়ম্বনা! আমাকে যখন কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, কোন ক্রমে অব্যাহতি নাই, আমার কারণ আপনারা কেন কষ্টভোগ করিবেন? ঈশ্বর করুন, আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আমার জন্য আপনাদিগকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু আর না! যখন আপনারা কষ্ট স্বীকার করিয়াও আমায় রক্ষা করিতে পারিবেন না, অধিকন্তু আপনারা বিপাকে পড়িবেন; তখন আপনাদিগকে বিপজ্জালে জড়িত করা আমার ধর্ম্ম নহে। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে, কিন্তু সেজন্য আপনারা আর কষ্ট ভোগ করিবেন না। আপনাদিগকে ব্যথিত দেখিয়া আমার প্রাণে ব্যথা পাইতেছি, অনুরোধ করি, আপনারা আমার বিষয়ে নিবৃত্ত হউন; আমাকে সওদাগরের হাতে দিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হউন। মৃত্যুকালে, আপনাদের কাতর ভাব দেখাইয়া মরণ যন্ত্রণা আর আমার বাড়াইবেন না।”

বানরের কথা শুনিয়া ব্যাধপত্নী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল, কোন মতে সে সওদাগরের হস্তে তাহাকে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল না। এদিকে সওদাগর বানরটীকে হস্তগত করিবার জন্য বহু স্বর্ণ মুদ্রা প্রদানে স্বীকৃত হইলেন, অধিকন্তু অঙ্গীকারসূত্রে আবদ্ধ হইল যে, প্রাণ থাকিতে তিনি

বাদশাহের দরবারে বানর প্রেরণ করিবেন না; উপায়ান্তর বিহীন হইয়া ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী সওদাগর হস্তে বানর প্রদানে সম্মত হইল; কিন্তু বহু দিবস তাহারা বানর লইয়া লালন পালন করিতে ছিল, তাহাদের পুত্র কন্যা আর কেহ ছিল না, দিনে দিনে তাহার প্রতি স্নেহ মমতা বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল; এক্ষণে তাহাকে বিদায় প্রদানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ব্যথিত হইয়া পড়িল। বাদশাহের কর্ণগোচর হইলে, তাহাদের রক্ষা পাইবার আর উপায় হইবে না, এখনও সওদাগর তাহাদের নিকট বিনয় নম্রবচনে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, কিন্তু বানর প্রদানে অস্বীকৃত হইলে অবশ্যই তিনি রুষ্ট হইয়া তাহাদের অনিষ্ট করিবেন। ব্যাধ-পত্নী বানরের বিদায়ের কথা যতই মনে আন্দোলন কারতে লাগিল, অবিরল ধারে নয়নজল বর্ষণ ব্যতীত কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। ব্যাধপত্নী কাতর কণ্ঠে অন্ততঃ দুই দিবসের জন্যও বানরকে তাহার নিকট রাখিবার জন্য আকিঞ্চন করিল, সওদাগর তাহার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া তদ্দণ্ডে তাহাতে স্বীকৃত হইল। নির্দ্দিষ্ট দিন যথাকালে পূর্ণ হইয়া আসিল। সওদাগর, ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীকে প্রচুর অর্থ দিয়া ও জীবন থাকিতে বানরকে অপরের হস্তান্তর করিবেন না প্রতিশ্রুত হইয়া আহ্লাদে বানরটী লইয়া চলিয়া গেলেন। ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী বানর অভাবে পুত্রবিরহ তুল্য শোকসন্তপ্ত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে রোদন করিতে লাগিল।

সওদাগর বানরের মুখে মনুষ্যের কথা শুনিবার জন্যই এতাদৃশ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, বানরটীর আহারাদি সম্বন্ধে কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও তাঁহার অযত্ন হইল না, প্রকৃতপক্ষে

তিনি বানরটীকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ যত্ন করিতে লাগিলেন। একদিন কথায় কথায় তিনি বানরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তুমি অবগত আছ যে, আমি ইতিপূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে প্রাণ থাকিতে তোমায় হস্তান্তর করিব না, এক্ষণে তোমার প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই, কিন্তু তোমার সবিশেষ পরিচয় শুনিবার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে, তোমার প্রকৃত ঘটনা আমার নিকট উল্লেখ করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর।"

সওদাগরের কথায় বানর তাঁহাকে যথাযথ ভক্তি-সহকারে জানাইল, "মহাশয়, আমার জীবন মরণ আপনার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, আপনি ইচ্ছা করিলে এই দণ্ডেই আমার প্রাণসংহার করিতে পারেন; আমার প্রকৃত পরিচয় আপনাকে আর কি জানাইব, আমি বানর—হীন-পশু। আমার কথায় আপনার প্রতীতি জন্মিবে না, এ বিষয়ে আমায় ক্ষমা করুন। আমার দুঃখের কথা আর কি শুনিবেন? সাধের নিকুঞ্জবনে মনোমত বৃক্ষ রোপণ করিয়া মুকুলিত অবস্থায় স্বহস্তেই অগ্নিসংযোগ করিয়াছি! আমার পরিচয় আর কি শুনিবেন? আমি বানর। সংসারে পশুবুদ্ধি লাভ করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, আমার প্রতি দুঃখ করিবার জগতে কেহই নাই।"

সওদাগর বানরের মুখে এরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে মনে স্থির ভাবিয়াছিলেন যে, অবশ্যই ইহাতে বিশেষ রহস্য আছে; নতুবা বানরে কথা কহিতে পারে, এ কথা কখনও ত তিনি কাহারও মুখে শুনেন নাই। যাহা হউক, তিনি বানরের সহিত যতই বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর

তাহার প্রতি তাঁহার মন ততই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি অন্তঃপুর মধ্যে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক বানরটীকে রাখিয়াছিলেন, বাটীর পরিবারবর্গের নিকটেও বানরের সবিশেষ পরিচয় ব্যক্ত করেন নাই; কিন্তু দিনে দিনে তাঁহার বন্ধুগণের নিকট বানরের কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। বানর হীন-পশু মনুষ্যের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারে, একথা শুনিয়া সকলেই অবাক হইল, সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া বানরটীকে দেখিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ ও আকিঞ্চন করিল, কিন্তু তিনি কোন মতেই তাহাদের কথায় সম্মত হইলেন না; অবশেষে কয়েক-জন বন্ধুকে এক দিবস সঙ্গে লইয়া আসিয়া অন্তরাল হইতে বানরের কথাবার্ত্তা শুনাইলেন।

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বানর দেখিবার জন্য অনুরোধ করিল; কিন্তু তিনি তাহাদের কথায় সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হইলেন। সওদাগর একামাত্র বানর লইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন, কিন্তু দিনে দিনে এই অদ্ভুত বানরের কথা হাটে বাজারে মাঠে ঘাটে প্রকাশ হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে শাহ জানআলম এই বানরের কথা শুনিতে পাইয়া তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য সওদাগরকে ডাকাইয়া পাঠাইল। সওদাগর সেই বাদ-শাহের কাছে বানরের কথা আদৌ স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু বানরের কথা সর্ব্বসাধারণে জ্ঞাত হইয়াছে, তিনি সকলের মুখ চাপা দিয়া আর কত দিন কাটাইবেন?

এক দিবস বাদশাহের নিকট হইতে কতকগুলি সৈন্য সামন্ত বানর লইয়া যাইবার জন্য সহসা সওদাগরের বাটীতে উপস্থিত হইল। সওদাগর বাদশাহের সহিত প্রবঞ্চনা করিয়া

জীবনরক্ষা দায় জানিয়া সাতিশয় ভাবিত হইলেন। একে বানরের নিকট জীবনদানে সত্যবদ্ধ আছেন, তাহাতে তাহার অদ্ভুত বাক্‌শক্তির জন্য তিনি তাহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু বাদশাহ বানরপ্রার্থী হইয়াছেন, তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ না হইলে আর নিস্তার নাই; সওদাগর উপায়ান্তরবিহীন হইয়া সাতিশয় ভাবিত হইলেন। অনেক অনুনয় বিনয়বাক্যে সে দিবসের মত বাদশাহের লোকজনের নিকট হইতে অব্যাহতি পাইলেন; কিন্তু কি উপায়ে বানরকে রক্ষা করিবেন এবং আপনি সম্মুখীন বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সওদাগরকে বিচলিত ও মনঃক্ষুণ্ণ দেখিয়া বানর তাঁহাকে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক বলিল, "মহাশয়! আপনি আমার জন্য বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেছেন কেন? দৈবদুর্ব্বিপাকে আমার এই দারুণ দুর্দ্দশা হইয়াছে, এবং এক্ষণে আমার মৃত্যুই অবধারিত রহিয়াছে! বাদশাহ যখন আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, আপনি আমার প্রতি সদয় ভাব দেখাইয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইতেছেন কেন? আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি আমাকে বাদশাহের হস্তে প্রদান করিয়া উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করুন, আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে—বিধির নির্ব্বন্ধ খণ্ডিত হইবার নহে।"

বানরের কথা শুনিয়া সওদাগরের প্রাণ সমধিক বিচলিত ও ব্যথিত হইল। তাঁহার মুখ হইতে একটীও কথা নিঃসৃত হইল না, দরদর ধারে নয়ন যুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। আত্মীয় বিয়োগ ব্যথিতের ন্যায় তিনি

রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু বাদশাহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি বানরের প্রাণরক্ষার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত ছিলেন না; ইতিমধ্যেই বাদশাহের লোকদিগের তুষ্টির জন্য তাঁহার দুই তিন সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই বাদশাহের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল না। অবশেষে তাঁহাকে বানর ত্যাগ করিতেই হইবে, ভাবিয়া তিনি বিষম শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন, দরদর ধারে তাঁহার নয়ন ধারা বহিল।

এদিকে জাল-জানআলম সওদাগরের নিকট হইতে বানরটীকে হস্তগত করিবার জন্য এককালে বদ্ধপরিকর হইয়াছে! পাপিষ্ঠ এতকাল যে বানরের অনুসন্ধানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া লক্ষ লক্ষ প্রাণীহত্যা করিয়া ছিল, এতদিনে তাহার প্রকৃত শত্রুর সন্ধান হইয়াছে। এই বানরটী জীবিত থাকিলে সতত শঙ্কিতভাবে কালাতিপাত করিতে হইবে। এইটির উচ্ছেদ সাধন করিলেই আর তাহাকে ভাবিতে চিন্তিতে হইবে না, সে নিরাপদে রাজ্যসুখ ভোগ করিবে! কোন সুযোগে সওদাগরের বানরটীকে হস্তগত করিবার জন্য বাদশাহ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। গাজনফার বাদশাহের সহিত দিনে দিনে তাহার সখ্যতা হইয়াছে। সওদাগর, গাজনফার বাদশাহের অধিকারভুক্ত রাজ্যে বাস করেন, এজন্য জাল-জানআলম সহজে সওদাগরের নিকট হইতে বানরটীকে হস্তগত করিতে না পারিয়া এককালে গাজনফার বাদশাহের নিকট তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে পত্র লিখিল যে, অবিলম্বে সওদাগরের নিকট হইতে বানরটী তাঁহার নিকট হইতে প্রেরিত না হইলে, পরস্পর যুদ্ধের

সম্ভাবনা। গাজনকার-অধীশ্বর তাহার পত্র পাইয়া বানর লইয়া আসিবার জন্য এককালে বহুল সৈন্য সামন্ত সওদাগরের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। সওদাগর পর দিবস প্রাতে বাদশাহের নিকট স্বয়ং বানর লইয়া উপস্থিত হইবেন বলিয়া, সে দিবসের মত অব্যাহতি পাইলেন।

বানর কথা কহিতে পারে, এ কথা শুনিয়া দেশ শুদ্ধ সকল লোকেই বিস্মিত হইয়াছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বানরটীকে দেখিবার জন্য একান্ত উৎসুক ছিল। পর দিবস প্রাতে বাদশাহের দরবারে বানর আনীত হইবে, এ সংবাদ শুনিয়া জনসাধারণ সকলেই বানর দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইল। বানরের কথা দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছে, পথে ঘাটে মাঠে সকল স্থানেই সকলের মুখেই এই অদ্ভুত বানরের কথা হইতে লাগিল। যে কথা হাটে ঘাটে প্রচার হইয়া পড়ে, তাহা অন্তঃপুরে প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? মেহের নিগার পরিচারিকার মুখে বাক্‌শক্তিসম্পন্ন বানরের কথা শুনিয়া মনে মনে এককালে স্তম্ভিতা হইয়া পড়িলেন! বানর মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারে, এ কথায় সাহাজাদির হৃদয় এককালে বিচলিত হইল। তিনি এক্ষণে মনে মনে স্থির জানিতে পারিলেন, যে পাপমতি উজীরপুত্র সাহাজাদাকে ছলনা করিয়া বানর রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে; এই জন্যই তাহার বানরের উপর এত বিদ্বেষ, এত আক্রোশ, বানর সংহারের জন্য এত উদ্যোগ! এক্ষণে পাপিষ্ঠ সেই বানরটীকে হস্তগত করিবার জন্য বিশেষরূপে উদ্যোগী হইয়াছে। আগামী কল্য প্রাতে উক্ত অদ্ভুত বানর বাদশাহ দরবারে নীত হইবে

পাপাত্মা স্বহস্তে সেই বানরের শিরশ্ছেদ করিবে। এতদিন যে আশাপথ চাহিয়া তিনি শোকতাপে দিন যাপন করিতে ছিলেন, পরদিবস প্রাতেই তাঁহার সে আশা ভরসা সমস্ত ঘুচিয়া যাইবে, তিনি জন্মের মত সাহাজাদার প্রণয়ালাপে বঞ্চিতা হইবেন, আর জানআলম তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে সুখিনী করিবেন না, তিনি বাদশাহ্-মহিষী হইয়া অনাথিনী ও পথের কাঙ্গালিনী হইবেন! তাঁহার এ মনের উদ্বেগ কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবার নহে। আঞ্জামান আরা তাঁহার সপত্নী হইলেও উভয়ের এক মন এক প্রাণ; তাঁহারও যে দশা, আঞ্জা-মান আরারও সেই দশা; উভয়ে এক ব্যথায় ব্যথী। এক্ষণে মেহেরনিগার হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, এক কালে আঞ্জামান আরার নিকট উপস্থিত হইয়া একে একে সকল কথা তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন। আঞ্জামানআরা মেহেরনিগারের মত বুদ্ধিমতী নহেন, তিনি সপত্নীর মুখে সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া এককালে হতবুদ্ধি হইলেন এবং রোদন করিতে লাগি-লেন। মেহেরনিগার আঞ্জামানআরার সেই নিতান্ত নিরাশ ভাব দেখিয়া মনে মনে সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। ক্ষণকাল উভয়েই উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, অশ্রুধারায় সাহাজাদিদ্বয়ের বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে স্থির জানিয়া, মেহের নিগার তদ্দণ্ডে সেস্থান হইতে উঠিয়া জনৈক বিশ্বস্ত অনুচরকে বাজার হইতে সংগোপনে একটী পক্ষী সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলেন। সাহাজাদী তখনও প্রাণপণে পতির উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। যখন হইতে স্বামী

বিপদে পতিত [illegible]াছেন, পতিপ্রাণা সেই মুহূর্ত্ত হইতেই পতির মঙ্গল চিন্তায় নিবিষ্ট আছেন; কিন্তু চেষ্টা যত্ন করিয়াও কোনরূপেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। পর দিবস প্রাতে বাদশাহসভায় বানর নীত হইবে সংবাদ পাইয়া, মেহের নিগার জাল-জানআলমের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, কোন্ পথ দিয়া সেই বানরকে লইয়া যাওয়া হইবে, তাহা তিনি জানিতে ইচ্ছা করেন। পাপাত্মা উজীরপুত্র এতাবৎ কাল বেগমদ্বয়ের অনুরাগভাজন হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও পূর্ণমনোরথ হইতে পারে নাই, এক্ষণে মেহের নিগার তাহার নিকট পরিচারিকা পাঠাইয়াছেন, তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। মহোল্লাসে পাপমতি সেই দাসীকে বানরের যে পথ দিয়া আসিবার কথা ছিল বলিয়া দিল। সাহাজাদী পতির উদ্ধারের জন্য চেষ্টিতা হইলেন।

নিশানাথ অস্তাচলমুখী হইয়াছেন, পূর্ব্বগগনের তিমিররাশি এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই, স্থানে স্থানে ঈষৎ আলোক রেখা বিকীর্ণ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু পথ ঘাটে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে; রজনীর নিস্তব্ধতা বিদূরিত হইতে না হইতেই জন-কোলাহলে চতুর্দ্দিক পুরিয়া গিয়াছে; বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই উৎসুক, সকলেই বাক্‌শক্তিসম্পন্ন বানর দেখিবার জন্য সমাগত হইয়াছে, সকলের মুখেই বানর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

সওদাগর সারা রাত্রি বানরকে বুকে লইয়া সোহাগ ভরে কতই রোদন করিয়াছেন; তিনি আপনি কাঁদিয়াছেন, বানরও কাঁদিয়াছে! এইভাবে দুঃখের রজনী প্রভাত হইয়াছে। প্রাতে বাদশাহসভায় বানর সহ উপস্থিত না হইলে সওদাগরের নিস্তার

নাই। তিনি মর্ম্মাহত হইয়া প্রাতঃক্রিয়াদি [illegible]নপূর্ব্বক বানরটীকে বুকে লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, অগ্রে নিজের প্রাণ প্রতিদান করিবেন, তৎপরে বানরের জীবন সংহার হইবে; এখনও তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা অটুট রহিয়াছে। তিনি একাকী বাদশাহের অগণন সৈন্যের সম্মুখীন হইতেও কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার সঙ্গে অন্য অস্ত্রাদি কিছুই নাই, অঙ্গরাখার মধ্যে একমাত্র অস্ত্র বিষদিগ্ধ ছুরিকা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তিনি এইরূপে সজ্জিত হইয়াই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। পথে লোকে লোকারণ্য, সঙ্গে বাদশাহের বহুল প্রহরী সত্ত্বেও দর্শকবৃন্দ বানর দেখিবার জন্য যেরূপ ব্যগ্র হইয়াছে, তাহাতে তিনি একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। লোকে লোকারণ্য--সকলেই বানর দেখিতে ব্যগ্র।

বানররূপী জানআলম সমাগত ব্যক্তিবর্গকে সাদরসম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, "সহসা আকাশে যে মেঘখানি উদয় হইয়া ধরাতলে ছায়া পড়িয়াছে, এই দণ্ডে তাহা অদৃশ্য হইয়া যাইবে, কেবল মাত্র ঘন ঘন বজ্রাঘাতের বিকট নিনাদে প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে। যাও তোমরা যে যেখানে আছ, এই বেলা চলিয়া যাও! ভীষণ বিদ্যুৎ চমকে তোমাদের প্রাণ ঝলসিয়া যাইবে, একা আমি সেই ভীষণ বজ্রপাত সহ্য করিব, তোমরা আমার জন্য কেন ব্যথিত হইবে! লোকের অদৃষ্টে কখন কি ঘটে, সে কথা কে বলিতে পারে? আমি ইচ্ছায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, তাহার যথাযথ ফলাফল আমাকেই ভোগ করিতে হইবে! মানুষ মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া কি জন্য যে এ সংসারে

জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে কথা কিছুই ভাবিয়া দেখে না। আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা লইয়াই জগৎ! জগৎশুদ্ধ লোক স্বার্থের দাস, স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই জগতের কার্য্য চলিতেছে। যে আপনার স্বার্থের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ করে, এ সংসারে তাহাকেই বারে বারে বঞ্চিত হইতে হয়। আমি সামান্য বানর, পশুবুদ্ধিতে নিজ শক্তির পরিচয় তোমাদের আর কি জানাইব? তোমরা আমার উচ্ছেদ দেখিতে সকলেই সহাস্য মুখে এখানে আসিয়াছ, কিন্তু ন্যায় অন্যায় বিচার ব্যতীত বাদশাহ যে আমার প্রাণসংহার করিবেন, তাহার প্রতিবিধানে কেহইত উদ্যোগী হইতে পারিবে না। আমি বনের পশু, কখন কাহারও কোন অপকার করি নাই, তথাচ সংসারের কি ভীষণ নিয়ম, মানবের কি বিবেচনা শক্তি! আমাকে বিনষ্ট করিয়া বাদশাহের যে কি ইষ্ট হইবে, তাহাত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বসুমতী কখন কাহার প্রতি সদয়া কাহার প্রতি নিদয়া, তাহার কিছুই স্থির নাই! একের রোদনে অন্যের আনন্দ—ইহাই পৃথিবীর রীতি! অশ্রুধারায় আমার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, আর তোমরা আমার উচ্ছেদ দেখিবার জন্য সতৃষ্ণ নয়নে অপেক্ষা করিতেছ। জানিনা একি সংস্থ!"

বানরের মুখে জ্ঞানপূর্ণ এরূপ কথা শুনিয়া দর্শকবৃন্দ সকলেই বিস্মিত হইল, সকলেই যাহাতে বানর রক্ষা পায় তাহার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইল। যাবতীয় দর্শক বাদশাহ সভায় উপনীত হইয়া তাহার প্রাণ ভিক্ষা করিবে, ইহাই স্থির-সংকল্প করিয়া সকলেই অগ্রসর হইল। সওদাগরের মুখে বিষাদ

কালিমা! সুবৃহৎ হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া ক্রোড়ে বানরটীকে লইয়া ম্রিয়মান ভাবে বসিয়া আছেন; করী মৃদু মন্দ পদক্ষেপে বাদশাহের শিবির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

যে দিকে আঞ্জামান আরা ও মেহেরনিগারের স্বতন্ত্র শিবির সন্নিবেশিত আছে, পূর্ব্ব দিনের কথামত সেইদিক দিয়া সওদাগর অগ্রসর হইতেছেন, হস্তীর পশ্চাতে অগণন লোক চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বেগমদ্বয় যেস্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, হস্তী তাহার সন্নিকটেই উপস্থিত হইল; বুদ্ধিমতী মেহেরনিগার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে বানরের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। বানর সাহাজাদিকে চিনিতে পারিল, কিন্তু অন্তিম সময়ে নিরুপায় অবস্থায় প্রিয়ার মনবেদনা জানিয়া, পরক্ষণে নয়ন-জলে ভাসিতে লাগিল। মেহেরনিগার পতির শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া, এককালে শোকসাগরে নিমগ্না হইলেন; স্বামীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গিতে কত কথাই বলিলেন। যেরূপ বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে যে পতিকে উদ্ধার করিতে পারিবেন—সে আশা দুরাশা মাত্র! তথাচ বুদ্ধিমতী পতিপ্রাণা মেহেরনিগার স্বামীর মঙ্গল চিন্তায় সযত্না হইলেন। একে লোকের ভীষণ জনতা, তাহাতে স্বামীর সহিত ইঙ্গিতে কথাবার্ত্তা হইতেছে, অনেক সময়ে উভয়ে উভয়ের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছেন। সাহাজাদী ইঙ্গিত করিয়া সত্বর জানালার নিকট হইতে অন্তরালে যাইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীটীকে বাহির করিয়া এরূপ ভাবে তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন যে, এক বিন্দু রক্তও ভূমিতে পতিত হইল না। তৎপরে উক্ত মৃত পক্ষীটীকে পিঞ্জর মধ্যে পাইয়া জানালার সম্মুখ ভাগে লইয়া দাঁড়াইলেন, যাহাতে বানরটীর

পিঞ্জর প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়, তাহারও যথাসাধ্য ইঙ্গিত করিলেন। অনতিবিলম্বে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর প্রতি বানরের দৃষ্টি পড়িল, তৎক্ষণাৎ বানরটী আশু মৃত্যুর ভাণ করিয়া সত্রাসে সওদাগরের গলা জড়াইয়া ধরিল এবং নানাবিধ হিতকথা কহিতে কহিতে তদ্দণ্ডে প্রাণত্যাগ করিল। সওদাগর সযতনে মৃত বানরটীকে বক্ষদেশে ধারণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন, সহসা লোকের কোলাহল উঠিল। পরক্ষণে তিনি বানরটীর সাড়া শব্দ কিছুই নাই দেখিয়া গ্রীবাদেশ হইতে নামাইয়া বানরটী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন; শোকাশ্রুধারে তাঁহার নয়ন যুগল ভাসিতে লাগিল, তিনি বানরটীর জন্য কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন। সওদাগর গৃহ হইতে দরবারে আসিবার সময়ে সঙ্গে যে প্রতিজ্ঞারক্ষা কবজ লইয়া আসিয়াছিলেন, এককালে শোকে উন্মত্ত হইয়া তাহার আঘাতে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন কৃতসংকল্প হইয়া ছুরিকা খানি উত্তোলন করিলেন। তদ্দণ্ডে সমাগত দর্শকমণ্ডলীর বহুসংখ্যক ব্যক্তি সওদাগরের হস্তধারণ পূর্ব্বক আত্মহত্যা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিল এবং নানাবিধ উপদেশবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিল।

এদিকে পথিমধ্যে বানর প্রাণত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া, জাল-জানআলম এককালে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তদ্দণ্ডে সে চোপদার, বরকন্দাজ ইত্যাদি পাঠাইয়া অবিলম্বে মৃত বানরসহ সওদাগরকে দরবারে উপস্থিত করিতে আদেশ দিল। সওদাগর বানরের শোকে এককালে অভিভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাদশাহের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না; তিনি মৃত বানর সহ দরবারে উপস্থিত হইলে পাপমতি বাদশাহ

স্বহস্তে মৃত বানরটীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নি সংযোগে ভস্ম-রাশিতে পরিণত করিল। তখনও পাপাত্মার মন নিশ্চিন্ত নহে, ভস্মরাশি নদীজলে ভাসাইয়া সে স্থির ভাবিল যে, আর তাহার কোন শঙ্কা নাই, শত্রুর শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছে।

আঞ্জামান আরার প্রণয় লোলুপ হইয়া বিশ্বাসঘাতক উজীরপুত্র প্রিয়বন্ধু সাহাজাদার সর্ব্বনাশ করিয়াও অদ্যাবধি তাহার মনোবাসনা চরিতার্থ করিতে পারে নাই, আজ তাহার মনে ভাবনা চিন্তার লেশ মাত্র রহিল না। জান আলমের প্রাণ সংহার হইয়াছে, এক্ষণে তাহার প্রণয় পথের কণ্টক বিদূরিত হইয়াছে, অনতিবিলম্বে রূপবতীর সহিত প্রণয়ালাপে মিলিত হইয়া সুখে কালযাপন করিবে, উজীরপুত্র মনে মনে যতই এই সকল কথার আন্দোলন করিতেছে, উত্তরোত্তর ততই সে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেছে।

বানরের দেহ ভস্মাবশেষ করিয়া উজীরপুত্রের আনন্দের সীমা নাই। এতদিনে আঞ্জামানআরার প্রণয়সম্ভোগ সুখে কালাতিপাত করিবে, তাহার প্রণয়ের হন্তারক এক্ষণে আর জীবিত নাই, আর কয়দিন আঞ্জামানআরা তাহার প্রণয়াকিঞ্চনে বীতানুরাগ দেখাইবে! যে ভয়ে উজীরপুত্র প্রণয়িনীর প্রতি কোনরূপ পরুষ ব্যবহারে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল, সে আশঙ্কাও এক্ষণে বিদূরিত হইয়াছে, আর তাহার ভাবনা চিন্তার লেশ মাত্রও নাই। মেহেরনিগার, উজীরপুত্রের প্রণয়-পথের কণ্টক। তাহারই ভয়ে ও চতুরতায় এতাবৎ কাল দুর্ম্মতির মনোভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। এক্ষণে উজীরপুত্র যে কোন উপায়ে হউক, মেহেরনিগারকে হস্তগত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। সাহাজাদার

অবর্ত্তমানে যদিও উজীরপুত্র আঞ্জামান আরার প্রতি যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করিতে পারিত, কিন্তু মেহেরনিগারের আশঙ্কায় তাহাকে সতত শঙ্কিত থাকিতে হইত; অধিকন্তু জান আলমের জীবদ্দশায় যদি কোন মতে তাহার বিষম পাপকার্য্যের পরিচয় জনসমাজে ব্যক্ত হইয়া পড়ে, এই সকল ভাবিয়া উজীরপুত্র, মেহেরনিগার বা আঞ্জামান আরা কাহারও প্রতি কোন প্রকারে বলপ্রয়োগ করে নাই। একদিন না একদিন উভয়েই তাহার উপভোগ্যা হইবে। পাপমতি যে মায়াজাল বিস্তার করিয়া সাহাজাদিদ্বয়কে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহারা কোন ক্রমেই আর তাহার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে না, উজীরপুত্রের মনে ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছে। যেদিন বানরের উচ্ছেদ হইল, সেই দিন হইতেই উজীরপুত্রের মুখের ভাব যেন চিন্তাশূন্য বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে লাগিল।

এদিকে মেহেরনিগারের মৃত পক্ষী জীবিত হইয়াছে, বহু কষ্ট সহ্য করিয়া পতিপ্রাণা প্রাণেশ্বরের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা নাই! তিনি সাদরে পক্ষীর পিঞ্জরটি হস্তে লইয়া কতই আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। জানআলম বানররূপ ধরিয়া কত কহিয়া আপনার পরমায়ু শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন, এক্ষণে সাহাজাদির হস্তগত হইয়াও ভয়ে ও দুঃখে তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে, মুখ দিয়া একটী কথাও নিঃসৃত হইতেছে না। মেহেরনিগার পতির ঈদৃশ দশা দেখিয়া তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং আশঙ্কার আর কোন সম্ভাবনা নাই বুঝাইয়া তাঁহাকে কথা কহিবার জন্য নানাপ্রকারে আকিঞ্চন করিলেন। প্রণয়িনীর

অনুরোধে জানআলম আপনার বিবরণ যথাসম্ভব বিবৃত করিলেন, মেহেরনিগারও আপনার এবং সপত্নীর সকল কথাই সাহাজাদাকে জানাইলেন।

এক্ষণে পাপিষ্ঠের সমুচিত দণ্ডপ্রদান ও স্বামীর রূপ পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয় জানিয়া, বুদ্ধিমতী মেহের্‌নিগার তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন। আঞ্জামান আরা এখনও এ শুভ সংবাদের বিন্দু বিসর্গ মাত্র জানিতে পারেন নাই, অথচ তাঁহার সহিত মেহেরনিগারের সদা সর্ব্বদা দেখা শুনা হইয়া থাকে। মেহেরনিগার সপত্নীকে সাতিশয় সরল প্রকৃতি জানিয়া, তাঁহার নিকট ইঙ্গিতে জানআলমের শুভ সংবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কোন কথাই বলেন নাই। জানআলমের সহিত মেহের্‌নিগারের যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে, আঞ্জামান আরা তাহার কিছুই জানেন না, অথচ সপত্নীর সহিত তিনি একত্র থাকিতেন।

ক্রমে ক্রমে মেহেরনিগার স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তায় পরস্পর আদ্যোপান্ত বিবরণ সমস্তই অবগত হইয়া উজীরপুত্রের প্রাণসংহার ব্যতীত পতির রূপান্তরের সম্ভাবনা নাই জানিয়া মনে মনে তাহার উপায় উদ্ভাবনে উদ্যোগী হইলেন; উজীরপুত্রের প্রতি কৃত্রিম অনুরাগ প্রদর্শন ব্যতীত উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুবিধা নাই জানিয়া সাহাজাদী দিনে দিনে উজীরপুত্রের প্রতি প্রেমানুরাগ দেখাইতে লাগিলেন। পাপমতি উজীরপুত্র বুদ্ধিমতী সাহাজাদির মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার প্ররোচন-বাক্যে বিশ্বাস করিল। এক দিবস সাহাজাদী উজীরপুত্রের প্রণয়নিদর্শন স্বরূপ একটী মেষশাবকের অভিলাষ জানাইলেন,

যে মেহেরনিগার উজীরপুত্রের সহিত সদর্পে বাক্যালাপ করেন নাই, অভাগার শত সহস্র আবেদন অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, এক্ষণে সেই সাহাজাদী স্বয়ং তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর মেষশিশু প্রার্থী, ইহাপেক্ষা উজীরপুত্রের আহ্লাদের আর কি আছে? সাহাজাদীর মুখ হইতে কথা নিঃসৃত হইতে না হইতে উজীরপুত্র একটী মনোহর মেষশিশু সাহাজাদীকে আনাইয়া দিল। মেহেরনিগারের একমাত্র উদ্দেশ্য, কোনরূপে উজীরপুত্রের জীবনসংহার করিয়া সেই দেহে স্বামীর রূপান্তর করিবেন; সেইজন্যই তাঁহার মেষশিশু সংগ্রহ। কিন্তু উজীরপুত্র বুদ্ধিমতীর অভিসন্ধির বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারে নাই। কোন রূপে মেষ-শিশুটীকে কালকবলে পাতিত করা আবশ্যক জানিয়া সাহাজাদী তাহার প্রতি যথেষ্ট অনাদর করিতেন, যথাসময়ে তাহাকে খাইতে দিতেন না; ক্ষুধায় আহার ও তৃষ্ণায় জল না পাইয়া এবং অধিকন্তু সাহাজাদীর অন্যান্য অত্যাচারে স্বল্পদিনের মধ্যেই মেষশিশুটীর শেষ সময় উপস্থিত হইল। মেহেরনিগার তখন মেষশাবকটীকে লইয়া রোদন করিতে বসিলেন। উজীরপুত্র পরিচারিকা মুখে সাহাজাদীর চিত্তবৈকল্যের কথা শুনিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে তৎসমীপবর্ত্তী হইলে, মেহেরনিগার মৃতপ্রায় মেষশিশুটী দেখাইয়া কতই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উজীরপুত্র প্রণয়ের নিদর্শন জীবটীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কতই অনুতাপ করিলেন, এবং অবিলম্বে অপেক্ষাকৃত একটী উৎকৃষ্ট মেষশিশু আনিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সাহাজাদী ছলনাপূর্ব্বক সেই মেষশিশুর জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। উজীরপুত্রের পুনঃ পুনঃ অনুরোধেও তিনি ধৈর্য্য

ধারণ করিতে পারিলেন না। মৃত জীবের প্রাণদান অসম্ভব বলিয়া উজীরপুত্র মেহেরনিগারকে বিধিমতে বুঝাইতে চেষ্টিত হইল। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বুদ্ধিমতী মেহেরনিগারের নিকট ব্যর্থ হইল। অবশেষে সাহাজাদী উজীরপুত্রকে বলিলেন, "কেন? আর একবার আমার একটী পাখী মরিয়া যাওয়ায় তোমার নিকট তাহার জন্য আক্ষেপ করিবামাত্র তাহাকে বাঁচাইয়া দিয়াছিলে, তোমার কি সে কথা এখন স্মরণ নাই? সেই যে তুমি পর্য্যঙ্কে শায়িত হইলে—আর অবিলম্বে পাখীটি আমার বাঁচিয়া উঠিল! যদিও মেষশাবকটী মরিয়া গিয়াছে, তথাচ তাহাকে চেতনাবস্থায় দেখিবার জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। তুমি আজ আমার কথার অমান্য করিতেছ; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, আমার প্রতি তোমার সে সোহাগ নাই, সে আদর যত্ন নাই, নতুবা আমি তোমায় পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি, আর তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছ? আমায় উপেক্ষা করিতেছ, ইহাই কি প্রণয়ের পরিচয়!"

উজীরপুত্র মেহেরনিগারের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিল, হয়ত জানআলম কোন সময়ে মেহেরনিগারের মনস্তুষ্টির জন্য পক্ষীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। এক্ষণে আমিও যদি সেইরূপ না দেখাইতে পারি, তাহা হইলে অবশ্যই আমার প্রতি সন্দেহ হইতে পারে। আজকাল আমার প্রতি মেহেরনিগারের যেরূপ অনুরাগ দেখিতেছি, তাহাতে একার্য্যে অপ্রতিভ হইলে সাহাজাদীর নিকট আমার মুখ দেখান ভার হইবে। দুর্ম্মতি মনে মনে এইরূপ যুক্তি করিয়া অবিলম্বে সাহাজাদীর কথায় সম্মত হইল; মেহেরনিগারের বিষাদপূর্ণ বদনে হাস্যের রেখা পতিত হইল। উজীরপুত্র

অবিলম্বে শয্যায় শায়িত হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিল, তৎক্ষণাৎ মৃত মেষশিশুটী আনন্দে সাহাজাদীর ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

এদিকে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিল, জান-আলম আপনার শরীর ধারণ করিলেন। উজীরপুত্র তখনও মেহেরনিগারের চতুরতার মর্ম্ম কিছু মাত্র ভেদ করিতে পারে নাই। সহসা সেই শয্যা হইতে সজীব জানআলম আসিতেছে দেখিয়া, সে এককালে ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। কিন্তু তদ্দণ্ডে মেহেরনিগার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উজীরপুত্রের যাদুবিদ্যা এককালে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। উজীরপুত্র সাহাজাদার প্রতি যে চাতুরী প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিয়া ছিল, এক্ষণে নিজে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া উদ্ধার লাভ আশায় বিধি-মতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। উজীরপুত্রের ব্যাকুলভাব দেখিয়া মেহেরনিগার বলিল, "আর কেন? যেভাবে আছ, সেইভাবেই থাক; আর তোমার বুজরুগী খাটিবেনা; তোমার রূপান্তরের পথ আমি রোধ করিয়া দিয়াছি।"

মেহেরনিগারের কথায় উজীরপুত্রের চৈতন্য হইল। রোদন ব্যতীত সেস্থলে আর উপায় নাই জানিয়া, সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল; জানআলম ও মেহেরনিগার একদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া, উহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল, এদিকে বহির্ভাগ হইতে আঞ্জামানআরা সপত্নীর গৃহে আনন্দধ্বনি শুনিয়া সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। পতিপত্নী মিলিয়া তিন জনে আনন্দসাগরে ভাসিলেন। সকলেই জগদীশ্বরের অপার মহিমার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মেহেরনিগারের পিতৃদত্ত কাষ্ঠখণ্ড ও নক্‌সার প্রভাবেই জানআলম মায়াবিদ্যায় মায়াবিনীকে পরাভব করিয়াছিলেন, এক্ষণে মায়াবী কোন কৌশলে সেই দুইটী সাহাজাদার হস্ত হইতে আত্মসাৎ করিতে স্থিরসংকল্পা হইয়া সহসা রজনীযোগে আঞ্জামানআরার পরিচারিকা-বেশে সাহাজাদার সন্নিকটে উপস্থিত হইল। সে দিবস জানআলম, আঞ্জামানআরা বা মেহের নিগার কাহারও নিকট রাত্রিযাপন না করিয়া, একটী নিভৃত কক্ষে একাকী শয়ন করিয়া ছিলেন। তথায় আঞ্জামান-আরার পরিচারিকাকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া, তিনি এককালে শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পরিচারিকা-বেশধারিণী মায়াবিনী তখন সাহাজাদাকে জানাইল যে, সহসা আঞ্জামানআরার বুকে বেদনা ধরিয়া তিনি এককালে সংজ্ঞাহীনা হইয়াছেন; মেহের-নিগার তাঁহার নিকট হইতে কাষ্ঠখণ্ড ধৌত করিয়া আঞ্জামান-আরাকে সেবন করাইলেই যন্ত্রণার অবসান হইবে।

যে আঞ্জামানআরা জানআলমের জীবনসর্ব্বস্ব, যাহার জন্য সাহাজাদা এতাবৎকাল রাজ্যধন ঐশ্বর্য্য আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া দুঃখানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছেন, সেই প্রাণ-প্রতিমার অসুখের কথা শুনিয়া তিনি এককালে চৈতন্যহারা হইলেন। দ্বিরুক্তি ব্যতিরেকে সেই সহচরীর হস্তে প্রার্থিত কাষ্ঠখণ্ড ও নক্‌সাখানি প্রদান করিয়া আপনিও দাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দাসী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতে অকস্মাৎ এক ভীষণ শব্দে সমগ্র শিবির প্রতি-

ধ্বনিত হইল; সমস্ত লোকজন স্তম্ভিত হইল। শূন্যমার্গ হইতে বজ্রনাদে শব্দ হইল;—জানআলম! আজ তুমি আমার হস্তগত হইয়াছ, এক্ষণে তোমার জীবন মরণ আমার হস্তে। কোন প্রকার মায়াবলে আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর তোমার কোন সম্ভাবনা নাই। গগনমার্গে এই কয়েকটী কথা মাত্র সাহাজাদার কর্ণগোচর হইল। তিনি সবিশেষ ব্যাপার জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এককালে চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। শিবিরস্থ সৈন্য-সামন্ত, আঞ্জুমানআরা, মেহেরনিগার প্রভৃতি সকলেরই এই ভাব;—যে যেভাবে ছিল সে সেইভাবেই রহিয়াছে, সামান্য নড়িবার চড়িবারও ক্ষমতা নাই। সকলেরই পদতল হইতে প্রথমাঙ্গ অবয়ব পাষাণময় হইয়াছে, একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার ক্ষমতা নাই। জানআলম এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন। এদিকে সাহাজাদা-দ্বয় আপনাপন শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। উদ্দেশে জানআলমকে কতই কাতরভাবে সম্ভাষণ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছুই হইল না; সেইরূপ শোচনীয় অবস্থাতেই রাত্রি অতিবাহিত হইল।

পরদিবস প্রভাতে গগনমণ্ডলে একখণ্ড মেঘ দৃষ্ট হইল, সেই মেঘমালা হইতে অবিরল ধারে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল; পরক্ষণে বহুল সর্পাকৃতি অগ্নিখণ্ড ভূমিতলে পতিত হইল। জানআলম ও লোকজনসমূহ ভয়বিকলচিত্তে এই সমস্ত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। সহসা অগ্নিবর্ষণ এককালে নিবৃত্ত হইল, মোহিনীমূর্ত্তি জনৈক রমণী অজগর পৃষ্ঠে আকাশ হইতে অব-

তীর্ণ হইয়া সাহাজাদার সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন। জানআলম রমণীর প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। যে মায়াধরী কর্ত্তৃক তিনি পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, এক্ষণেও তাহারই পরিচয় পাইয়া এককালে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মায়াবিনী সাহাজাদাকে ভীত দেখিয়া সুমিষ্ট আলাপে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক বলিল, "সাহাজাদা! যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে মেহেরনিগার ও আঞ্জামানআরার কথা এককালে বিস্মৃত হউন, আমার প্রেমানুরাগী হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করুন, নতুবা আপনার আর রক্ষা নাই। আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া সে সময়ে বঞ্চিতা হইয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আপনি স্বেচ্ছামতে আমার অনুরাগী না হইলে আমি সদর্পে আপনাকে আমার আয়ত্ত করিব; অধিকন্তু আপনার পরিবারবর্গ লোকজন প্রভৃতি সকলেরই প্রাণসংহার করিব, স্থির জানিবেন; এ যাত্রা আপনারা কেহই আমার করাল হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবেন না।"

মায়াবিনীর কথা শুনিয়া সাহাজাদা কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া পরক্ষণে বলিলেন, "জগদীশ্বর যাহার জন্য যেরূপ বিধান করিতেছেন, সে তদনুযায়ী ফলভোগ করিতেছে। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। আমি তোমার কথায় কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা বিচলিত নহি; ইহাতে আমার বা সাহাজাদীদ্বয়ের অদৃষ্টে যাহা হউক না কেন, তাহাতে আমি কিছুমাত্র শঙ্কিত নহি।"

জানআলমের কথা শুনিয়া মায়াবিনী এককালে ক্রোধে অন্ধ হইয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল। তদ্দণ্ডে সাহাজাদা ও

তত্রস্থ সকলের গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত পাষাণময় হইয়া গেল। এক্ষণে মায়াধরী পুনরায় জানআলমকে ভয় দেখাইয়া বলিল,—যদিও ইহাতে তোমার চৈতন্য না হইয়া থাকে, যদি এখনও তোমার আমার প্রতি প্রেমাসক্তি না হয়, তাহা হইলে আর তোমার নিস্তার নাই। স্থির জানিও, আমি অবিলম্বে এই স্থানে তোমাদের সংহার করিব; শোণিতধারে সমগ্র প্রান্তর প্লাবিত হইবে। এখনও ভাবিয়া দেখ, যদি প্রাণের প্রতি তোমার মমতা থাকে, তাহা হইলে আমার প্রেমাকিঞ্চনে অবহেলা করিও না। আমার প্রেমাসক্ত হইলে, তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি তোমাকে সতত আদর যত্নে রাখিব, কদাচ অনাদর করিব না। এখন আমি বিদায় হই, কিন্তু কল্য প্রভাতে আসিয়া যদি তোমাকে আমার প্রতি প্রেমানুরাগী দেখিতে না পাই, তাহা হইলে স্থির জানিও, তদ্দণ্ডে সকলেই বিনষ্ট হইবে; আমার হস্ত হইতে কেহই অব্যাহতি পাইবে না।

দেখিতে দেখিতে মায়াবিনী অজগর পৃষ্ঠে শূন্য মার্গে উঠিয়া ক্ষণকালের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল. আর কোথাও তাহার চিহ্ন মাত্র রহিল না! আঞ্জামানআরা ও মেহেরনিগার কাতর-কণ্ঠে পতির উদ্দেশে কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভাগ্যগুণে তাঁহাদের শোকধ্বনি সাহাজাদার কর্ণগোচর হইল না; অধিকন্তু সকলেই শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, কে কাহার সান্ত্বনা করে? শিবিরস্থ সকলেই সশঙ্ক অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিল। রজনী প্রভাতে সকলের প্রাণ সংহার হইবে, মৃত্যুর বিলম্ব নাই। জানআলম যে সহজ বিশ্বাসে ভ্রান্ত হইয়া এরূপ বিপদাপন্ন হইয়াছেন, মনে মনে সকলই

জানিতে পারিতেছেন; কিন্তু আপনার মূর্খতার পরিচয় আর কাহাকে জানাইবেন? জানাইলেই বা তাহার প্রতীকারের সম্ভাবনা কোথায়?

শিবিরস্থ সকলেই শোকতাপে কালযাপন করিতেছে, এমন সময়ে শূন্যমার্গ দিয়া মেহেরনিগারের পিতার জনৈক শিষ্য, গুরুউদ্দেশে গমন করিতেছিলেন; তিনি অধোভাগে লোকের কোলাহল শ্রবণে বিস্মিত চিত্তে শিবির সমীপে অবতীর্ণ হইয়া সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলেন এবং অবগত হইলেন যে, তাঁহার গুরুকন্যা মেহেরনিগার স্বামী ও লোকজন সহ এইরূপ বিপদাপন্না হইয়াছেন। মেহেরনিগারের বিপদের কথা শুনিয়া তিনি আর প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখন মেহেরনিগার সমীপে উপনীত হইয়া সবিশেষ সংবাদ জানিয়া সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইলেন; অধিকন্তু গুরুদেবের সাহায্যব্যতীত ইহার কোন উপায় হইবে না স্থির জানিয়া, অবিলম্বে গুরুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহার প্রবোধ ও উৎসাহ বাক্যে মেহেরনিগার ও অন্যান্য সকলে কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইল বটে, কিন্তু যতক্ষণ না যাদু হইতে তাহারা পরিত্রাণ পাইবে, তৎকাল পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে কাহারও মুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া, বিশেষ চিন্তিতভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

এদিকে মেহেরনিগারের পিতা শিষ্যমুখে জামাতা ও দুহিতার বিষম বিপদের কথা সমস্ত অবগত হইয়া সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইলেন; কিন্তু এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবার আর সময় নাই, যেহেতু রজনী প্রভাতেই তাহাদের উচ্ছেদ হইবে,

ইতিপূর্ব্বে যথাযথ প্রতীকারের প্রয়োজন হইতেছে! বৃদ্ধ, পত্নির সহিত মেহেরনিগারকে বিদায় দিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন ঈশ্বর চিন্তায় যাপন করিবেন মনস্থ করিয়া নিশ্চিন্তমনে ছিলেন, সহসা কন্যার এরূপ বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রশান্ত চিত্তে উদ্বেগের সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে আপনাকে কতই ধিক্কার দিতে লাগিলেন, অধিকন্তু জানআলমের অবিমৃষ্য-কারিতা দোষেই এইরূপ অনিষ্ট ঘটিয়াছে স্থির বুঝিতে পারিয়া সাতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু জামাতা অসাবধানতাপ্রযুক্ত যে বিপদে পতিত হইয়াছে, এক্ষণে তিনি ব্যতীত তাহা হইতে মুক্তিলাভের আর কোন উপায় নাই জানিয়া, শশব্যস্তে একটী দ্রুতগামী পক্ষীতে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে জামাতার শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। জানআলম দূর হইতে শ্বশুর মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া অন্তরের গভীর আকাঙ্ক্ষা জানাই-লেন। জামাতা এককালে চলৎশক্তি বিহীন হইয়া জড়পিণ্ডের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন দেখিয়া, বৃদ্ধ কতই দুঃখ প্রকাশ করিলেন; তৎপরে মেহেরনিগারের নিকটে যাইয়া কন্যার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া নয়নজলে বৃদ্ধের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই রোদনবেগ সম্বরণ করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় অবলম্বনে উদ্যোগী হইলেন। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, ভগবানের কৃপা ব্যতীত রক্ষা পাইবার আর কোন উপায়ই নাই। বিঘ্নবিনাশন মঙ্গলময়ের স্মরণই একমাত্র উপায়।

দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইয়া আসিল। গগনে লোহিত বর্ণের ঈষৎ বিকাশ হইল; বৃদ্ধ এক মনে এক

প্রাণে জগদীশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন;—কিরূপে অস্থ মুখ রক্ষা হইবে, দুহিতা জামাতা প্রভৃতি সকলের প্রাণ রক্ষা করিবেন, তিনি অনন্যোপায় হইয়া ঈশ্বর সমীপে এক মনে সেই প্রার্থনাই করিতেছিলেন। প্রভাতের অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কুহকিনী মায়াবিনী অজগর পৃষ্ঠে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখে বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া সে এককালে ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে যথেচ্ছভাবে তিরস্কার করিল, অধিকন্তু তদ্দণ্ডে তাঁহাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলিল। নতুবা তাঁহার নিস্তার নাই, তাঁহাকেও অন্যান্যের সহিত ভস্ম-রাশিতে পরিণত করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল।

বৃদ্ধের সহিত মায়াবিনীর মহাযুদ্ধ বাধিল। উভয়পক্ষেই মায়াময় সৈন্য সামন্ত, হয় হস্তী প্রভৃতি পরস্পর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইল; এককালে সমস্তই অগ্নিময় হইয়া গেল—অগ্নি ব্যতীত আর কোথাও কিছুই নাই। বৃদ্ধ এক একবার ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছেন, আর প্রাণপণে যুদ্ধে নিযুক্ত আছেন। মায়াবিনীর গুরু সাহুপাল স্বয়ং সদর্পে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, কোনপক্ষেই কাহাকেও পরাস্ত না হইতে দেখিয়া উভয়েই উভয়ের প্রতি সাতিশয় কুপিত হইয়া প্রবল প্রতাপে যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু সাহুপাল উপায়ান্তর বিহীন হইয়া অবশেষে এক ভীষণ শার্দ্দূল মূর্ত্তিধারণ করিল। বৃদ্ধও তদ্দণ্ডে অপেক্ষাকৃত সুবৃহৎ শার্দ্দূল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাহুপালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুক্ষণের পর সাহুপাল পরাজিত হইয়া পক্ষীরূপ ধারণপূর্ব্বক গগনমার্গে উড্ডীন হইল। এতাবৎকাল আকাশতল ঘন ঘন গর্জ্জনে প্রকম্পিত হইতেছিল,

সাহুপালের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত চুকিয়া গেল, বৃদ্ধ উপস্থিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শিবিরস্থ সকলকে সঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা পাষাণময় মূর্ত্তি হইতে মুক্ত করিলেন।

জানআলম তখন সসম্ভ্রমে শ্বশুরের পাদদেশধারণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিতে লাগিলেন, অধিকন্তু তাঁহারই অনুগ্রহে জীবনলাভ হইল বলিয়া বৃদ্ধের বিস্তর স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ জামাতার আনন্দ-তরঙ্গে বাধা দিয়া বলিলেন, "সম্মুখে বিষম বিপদ উপস্থিত হইতেছে; এক্ষণে আমোদ প্রমোদের সময় নহে। সকলেই একত্র হইয়া এখন সেই বিপদকাণ্ডারী অনাথনাথ ভগবানের চিন্তা কর। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। আমার মন্ত্রবলে মায়াবী পলায়ন করে নাই, ভগবানের কৃপা ব্যতীত মায়াবলের উপর জয়লাভ করা অসাধ্য।" শিবিরের সহস্র সহস্র লোক বৃদ্ধের প্রসাদেই পুনর্জ্জীবন পাইয়াছে বুঝিল এবং তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল; এক্ষণে বৃদ্ধের আদেশে তাহাদের ভগবানকে ডাকিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কি বলিয়া ডাকে! সম্মুখে বিপদ্। কেহ ডাকিল—বিপত্তিভঞ্জন, কেহ বা বলিল—দীনবন্ধু, কেহ বা ভাবিল—রক্ষা কর, কেহ বা জপিল—প্রভু হে।

মায়াবিনীর মনোরথ ব্যর্থ হইয়াছে, মায়াজাল পাতিয়াও বৃদ্ধের নিকট তাহাকে পরাজিতা হইতে হইয়াছে, এ সংবাদ অবিলম্বে সাহুপালের পিতার কর্ণগোচর হইল। সাহুপালের পিতার সদৃশ মায়াধর এ সংসারে আর দ্বিতীয় নাই; মায়াবিদ্যার পরাকাষ্ঠালাভ করিয়া সাহুপালের পিতা সকলের প্রাণান্ত

লাভ করিয়াছিল। মেহেরনিগারের পিতার নিকট সাহুপাল মায়াবিদ্যায় পরাজিত হইয়াছে, এ সংবাদ বৃদ্ধ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না; সদর্পে পুত্রবিজয়ী শত্রুর উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। অবিলম্বে শিবিরের উপরিভাগস্থ আকাশ হইতে অসংখ্য অগ্নিময় সর্প ভূতলে পতিত হইতে লাগিল; বৃদ্ধ অকস্মাৎ এরূপ সংঘটন দেখিয়াই মনে মনে স্থির জানিতে পারিলেন যে, বিপদ সম্মুখীন হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে সাহুপালের পিতা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া মেহেরনিগারের পিতার সহিত সাক্ষাৎ কারণ অগ্রসর হইল। মায়াধর উদ্দেশে বৃদ্ধকে সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল; কিন্তু মেহেরনিগারের পিতা কোনমতেই তাহার কথায় স্বীকৃত হইলেন না। এইরূপ কথোপকথনে পরস্পরের ক্রোধ উত্তেজিত হইয়া উঠিল; সাহুপালের পিতা মেহেরনিগারের পিতাকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্য সামন্তের উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যে আকাশতল ঘন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; মধ্যে মধ্যে অশনিপাতের বিকট শব্দে সমস্ত গগন বিকম্পিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ চল্লিশটী অজগর পৃষ্ঠোপরি সংস্থাপিত সিংহাসনারোহণে সাহুপালের পিতা বৃদ্ধের সম্মুখবর্ত্তী হইল; তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ লক্ষ সুসজ্জিত সৈন্য আসিয়া শিবিরের চতুষ্পার্শ্ব পরিবেষ্টন করিল। মেহেরনিগারের পিতা সম্মুখ বিপদ সম্ভাবনা স্থির জানিয়া পূর্ব্ব হইতেই সৈন্য সামন্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক্ষণে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। জানআলমের সৈন্য সামন্ত সকলেই সুদক্ষ ও সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা সুশোভিত,

অধিকন্তু মেহেরনিগারের পিতা কর্ত্তৃক পরিচালিত; তাহারা বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় কিছু বুঝিতে পারা গেল না। মেহেরনিগারের পিতা কন্যাবাৎসলতায় মায়াধরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। কোনরূপে কন্যা ও জামাতা লোক জন সমভিব্যাহারে গৃহে প্রত্যাগত হইতে পারেন, তিনি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ধার্ম্মিকপ্রবর বৃদ্ধের প্রার্থনা নিষ্ফল হইল না, একে একে মায়াধরের সকল সেনাই বিনষ্ট হইল; অবশেষে মহামায়াবী মায়াধরের পিতারও নিধন হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে শোণিতের নদী প্রবাহিত হইল, মুণ্ডে মুণ্ডে রণক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া গেল। জানআলমের সৈন্যগণ মায়াবী-বিজয়ী হইয়া মহোল্লাসে ধরাতল প্রতিধ্বনিত করিল। সহস্র সহস্র কণ্ঠে ভগবানের নামে অজস্র ধন্যবাদ ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

মায়াধরের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া জানআলম আপনার দুর্দ্দশার কাহিনী শ্বশুর সমীপে একে একে সমস্তই নিবেদন করিলেন। সেই কাষ্ঠফলক ও কোষ্ঠি হারাইয়াই যেরূপে মায়াবী হস্তে পড়িতে হইয়াছে, যাহার জন্য তাঁহাকেও সাধনানিকেতন পরিত্যাগ করিয়া এই ভীষণ মায়ারঙ্গস্থলে আসিতে হইয়াছে, শ্বশুর মহাশয়কে সমস্তই বলিলেন। তখন যুদ্ধক্ষেত্রে মায়াবিনীর অনুসন্ধান পড়িয়া গেল। ভগবানের কৃপায় অবিলম্বেই মৃতমায়াবিনী পার্শ্বে সেই কাষ্ঠফলকাদিও পাওয়া গেল।

মেহেরনিগারের পিতা তথায় দুইমাস অতিবাহিত করিয়া স্বদেশ যাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; জানআলম

শ্বশুরকে থাকিবার জন্য বিশেষ আকিঞ্চন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই বৃদ্ধের মনঃশান্তি হইল না, তিনি যাইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইলেন। সেই শান্তিভূমি ছাড়িয়া এই শেষ বয়সে কোথায় পৃথিবীর কোলাহলে মিলিত হইবেন!

যথাকালে বৃদ্ধ স্বদেশযাত্রা করিলে সাহাজাদাও স্বদেশ যাইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। জানআলমের আজ্ঞা মাত্র অনুচরবৃন্দ এককালে প্রস্তুত হইল। জানআলম দলবলসহ সেই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। সে দিবসের মত তথায় অবস্থিতির বন্দোবস্ত হইল। যথানিয়মে শিবির সংস্থাপিত ও আমোদ প্রমোদাদির উদ্যোগ হইল। সাহাজাদা সেই স্থানের মনোমুগ্ধকর শোভা সন্দর্শনে বিমোহিত হইলেন। মধুর যামিনী আনন্দে কাটিয়া গেল।

পর দিবস প্রাতে জানআলম তথা হইতে কিঞ্চিৎ দূর অগ্রসর হইয়াই সম্মুখে বিশাল স্রোতস্বতী দেখিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলেন, কিন্তু লোকজন সমভিব্যাহারে কিরূপে এই নদী পার হইয়া যাইবেন, কোথাও একখানি নৌকা দৃষ্ট হইতেছে না, এই সকল বিষয় যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই তাঁহাকে ভাবিত হইতে হইল। স্থানীয় শোভায় সাহাজাদার প্রাণে আনন্দ সঞ্চার হইল, তিনি সেইস্থলে সে দিবস অবস্থিতির কল্পনা করিলেন। নির্ম্মল তটিনীর কলকল প্রবাহে ও মৃদু মন্দ সমীরণ সঞ্চালনে জানআলম তটিনী পরিভ্রমণে একান্ত অনুরাগী হইলেন, কিন্তু তরণী ব্যতীত সে বাসনা পরিতৃপ্ত হইবার নহে জানিয়া সংকল্পে নিবৃত্ত হইলেন। তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে নদীতটে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি

অর্ণবপোত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই দূরস্থিত জাহাজখানি দেখিতে দেখিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, অনুমান করিয়া সাহাজাদা বিশেষ আনন্দিত হইলেন। অর্ণবযানে বাদ্যযন্ত্রাদির ধ্বনি শুনিয়া তিনি সমধিক প্রীত ও ব্যগ্রচিত্তে উহার আগমন প্রতীক্ষায় থাকিলেন; অবিলম্বে পোতখানি সন্নিকটে উপস্থিত হইল। তিনি অর্ণবযানে লোকের জনতা না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; সবিশেষ কারণ জ্ঞাত হইবার জন্য উৎসুক হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে সে ভাবে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। অবিলম্বে জাহাজের অধিস্বামী তটস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক জলপথে ভ্রমণের জন্য অনুরোধ করিল। জানআলম পূর্ব্ব হইতেই জলপথে ভ্রমণের জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, এক্ষণে পোতাধ্যক্ষের কথায় তাঁহার হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার হইল; তিনি ব্যস্তভাবে শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া মেহেরনিগারের নিকট মনোভাব জানাইলেন। সাহাজাদী জানআলমের নিকট আদ্যোপান্ত বিবরণ অবগত হইয়া স্বামীকে জল যাত্রার কল্পনা পরিত্যাগ করিবার জন্য আকিঞ্চন করিলেন; কিন্তু সাহাজাদা কিছুতেই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অধিকন্তু বলিলেন, "জলপথে ভ্রমণে শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি হইবে, এ সময়ে আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে, কোনরূপ বিপদ সংঘটনের সম্ভাবনা নাই, আমরা কয়েক ঘণ্টামাত্র ভ্রমণ করিয়াই পুনরায় যথাস্থানে প্রত্যাগমন করিব।" মেহেরনিগার স্থির জানিতেন যে, জানআলম যখন যে বিষয়ের জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা কোনক্রমেই ত্যাগ করেন না। তাঁহার নিষেধ বাক্য

কোন কার্য্যকরই হইবে না, এজন্য তিনি স্বামীর প্রস্তাবে আর কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না, কেবলমাত্র উত্তর করিলেন, "এত বিঘ্নবিপত্তির সম্মুখীন হইয়াও যদি চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে ?"

এদিকে নাবিক সাহাজাদার আগমনপ্রতীক্ষায় শিবিরের বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতেছিল; ওদিকে জানআলম, মেহের নিগার, আঞ্জামানআরা তিনজনে বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া অনুচরবর্গের সহিত অর্ণবপোতারোহণে জলপথে যাত্রার জন্য নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সকলেই আনন্দিত। সলিল সঞ্চালিত সুশীতল স্নিগ্ধ সমীরণ সেবনে প্রাণ শীতল করিবেন ভাবিয়া, উল্লাসে সকলেই উল্লসিত হইলেন। একে একে সকলেই অর্ণবপোতে আরোহণ করিলে, পোতাধ্যক্ষ জাহাজ ছাড়িয়া দিল। অর্ণবপোতখানি অগাধজলে ভাসিলে বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতান বাদ্যে আরোহিগণের মনপ্রাণ পুলকিত হইতে লাগিল, কিন্তু সহসা ঈশানকোণে একখণ্ড ঘনাকার মেঘ দৃষ্ট হইল। নাবিক সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই গভীর গর্জ্জনে পবনদেব বিক্রম প্রকাশ করিলেন, জাহাজের দড়িদড়া এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে আরোহীদল লইয়া অর্ণবপোতখানি জল মগ্ন হইয়া গেল! জানআলম প্রিয়াদ্বয় সম্মিলনে প্রেমালাপে মনের সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন, নিমেষের মধ্যে কে কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কিছুই সন্ধান হইল না। সাহাজাদা জলমগ্ন অবস্থায় জাহাজের একখানি কাষ্ঠ অবলম্বনে কোনরূপে ভাসিয়া উঠিলেন, বিস্তর কষ্ট সহ্য করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনি নদীতটে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার এরূপ

শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে যে, তিনি আপনার দেহভার বহনে আপনিই অক্ষম। বহুকষ্টে নদীতটে পৌঁছিয়া সাহাজাদা অচৈতন্য অবস্থায় অনেকক্ষণ তথায় পতিত রহিলেন, ক্রমশঃ শরীরে সামান্য বল সঞ্চার হইল। শরীর অবসন্ন প্রায় হইয়াছে। আপনি বিশাল জলধিতটে মৃতপ্রায় অবস্থায় রহিয়াছেন বুঝিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহাজাদিদ্বয়ের কথাও মনে আসিল। সমুদ্রজলে তাহা ধুইয়া যাইবার নহে। তাহারা কোথায়! সাধের তরণীর সঙ্গিনী কোথায়! সাগরের অগাধজলে যে তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াছি! জ্ঞানলাভ করিয়া জানআলম বিভ্রান্তচিত্তে একদিকে অগ্রসর হইয়া যাইতে যাইতে এক লোকালয়ে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য ও অমায়িকতাগুণে তত্রস্থ সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইল, জানআলম তাহাদের আদর যত্নে সুস্থ হইলেন। কিন্তু মেহেরনিগার ও আঞ্জামানআরার জন্য অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। তিনজনে একত্র জলমগ্ন হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা রমণী—কোমল প্রকৃতি, এত কষ্ট সহ্য করিয়া কি এখনও তাঁহারা জীবিত আছেন? তিনি তাঁহাদের উদ্দেশে কতই বিলাপ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় সাহাজাদা একদিবস অবগত হইলেন যে, এই দেশ হইতে কয়েক ক্রোশদূরে "কামনাসিদ্ধ" নামে এক পর্ব্বত আছে, তথায় মনোবেদনা জানাইলে, তাঁহার আর কোন কষ্টই থাকিবে না; অচিরে মনবাসনা পূর্ণ হইবে। লোকের মুখে এই সম্বাদ শুনিয়া জানআলম সেইস্থানে উপস্থিত হইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইলেন, তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া তত্রস্থ অধিবাসিগণ উক্ত পর্ব্বতের সন্ধান বলিয়া দিল।

জানআলম রাজ্যধন পরিত্যাগ করিয়া প্রণয়িনীর অনুরাগে সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই রূপবতী আঞ্জামানআরা তাঁহার সমক্ষে জলমগ্ন হইয়াছেন, কোনরূপে প্রিয়ার সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান ব্যতীত তাঁহার প্রাণ কিছুতেই ধৈর্য্য মানিতেছে না। সাহাজাদা স্থির করিলেন, যদি মনস্কামনাসিদ্ধ পর্ব্বতের নিকট মর্ম্মব্যথার প্রতীকার হয়, তাহা হইলেই তিনি নশ্বর দেহভার বহনের কষ্টভোগ করিবেন। নতুবা আত্মঘাতী হইয়া সকল জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লইবেন। গণের নির্দ্দেশানুসারে সাহাজাদা একাকী মনস্কামনাপূর্ণ পাহাড়ের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জানআলম ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে কামনাসিদ্ধ পর্ব্বতের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে আশা করিয়া মনস্কামনাসিদ্ধ পর্ব্বতের নিকট আসিয়াছেন, তাহা যে কদাচ পূর্ণ হইবার নহে, জানআলমের তদ্বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তিনি আশার কুহকে এক্ষণে বিমুগ্ধ হইয়াছেন, ভালমন্দ বিবেচনা শক্তি তখন তাহার লোপ পাইয়াছিল। কাহার নিকট মর্ম্মবেদনা জানাইলে তাহার প্রতীকার হইতে পারে, তিনি সেই সন্ধানেই ব্যস্ত হইলেন। পর্ব্বতে উঠিয়া কিয়ৎকাল চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাহাজাদা একটী সুশোভিত উদ্যান দেখিতে পাইলেন। তথায় জনমানবের সমাগম নাই, অথচ প্রকৃতির সেই নিভৃত নিকুঞ্জ এরূপ সুবিন্যস্ত, এরূপ শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজী সুশোভিত যে, মানবের যত্ন ব্যতীত সেরূপ হওয়া অসম্ভব বোধ হইল। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তথাকার প্রাকৃতিক শোভায় ততই তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিল।

তথায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক সৌম্য মূর্ত্তি তপস্বীর দর্শন পাইলেন। যোগীবরের গৈরিক বস্ত্র পরিধান, হস্তে কমণ্ডলু ও বিভূতিময় কলেবর। তাঁহার সেই প্রশান্ত দিব্যমূর্ত্তি দর্শনে জানআলমের বিরহদগ্ধ হৃদয়েও শান্তি সঞ্চার হইল। সাহাজাদা সেই সন্ন্যাসীর সম্মুখীন হইবা মাত্র, যোগীবর তাঁহার প্রতি পবিত্রতাপূর্ণ সস্নেহ দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস! তুমি যেজন্য আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ, আমি তাহার সবিশেষ বিবরণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। তোমার উদ্বেগের কোন কারণ নাই, এই স্থানে স্নানাহার করিয়া শ্রান্তি দূর কর। তোমার আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমার গুরুদেব আমায় আদেশ করিয়াছেন, গুরুর কৃপায় আমার দ্বারায় তোমার মনোরথ সফল হইবে। চিন্তিত হইও না। যিনি তোমাকে সুখ হইতে দুঃখে ফেলিয়াছেন, তাঁহার অনুগ্রহেই আবার দুঃখের দিন ঘুচিয়া সুখে কালযাপন করিবে। নিগ্রহানুগ্রহের মূল যিনি, তিনি প্রতিনিয়তই জীবের মঙ্গলবিধান করিতেছেন।"

তপস্বীর মুখে আশার কথা শ্রবণে সাহাজাদা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন বটে, কিন্তু হৃদয়ের আগুণ তাহাতে নিবিল না। কতদিন যে সেই অগ্নি বক্ষে করিয়া দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে হইবে, তাহারও স্থিরতা নাই। তবে স্থানের শোভা ও যোগীর শিষ্টাচার প্রভৃতিতে সময়ে সময়ে কতকটা তিনি শান্তি পাইতেছেন মাত্র।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এক দিবস কথায় কথায় যোগীবর জানআলমকে বলিলেন, 'দুই সহোদরের গল্প শুনিয়াছ?' জানআলম উত্তর করিলেন,—'না।' কিন্তু সতৃষ্ণনয়নে তপস্বীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যোগীবর সাহাজাদার কৌতূহল নিবারণ জন্য এই আখ্যায়িকাটী বর্ণনা করিলেন ঃ—

একদেশে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যমজ সন্তান হয়। যথাসময়ে ভাই দুইটী বিদ্যারম্ভ করিল। মাতৃজঠর হইতেই উভয়েরই একত্র বাস। পৃথিবীতে আসিয়াও উভয়ে একত্র আহার, একত্র শয়ন, একসঙ্গে পাঠাভ্যাসে তাহারা পরস্পর এরূপ স্নেহবদ্ধ হইয়াছিল যে, একজন অপরের বিরহ ক্ষণকাল সহ্য করিতে পারিত না। বয়োবৃদ্ধির সহিত সহোদর-যুগল মৃগয়ায় সাতিশয় অনুরক্ত হইল। একদিবস উভয়ে মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মৃগানুধাবনে বহুদূরে যাইয়া পড়ে। কনিষ্ঠ মৃগের প্রতি শরসন্ধান করিলে তাহা ব্যর্থ হইল। জ্যেষ্ঠ মৃগের প্রতি শরসন্ধান করিলে, হরিণ বাণবিদ্ধ হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। তখন দিবা অবসান হইয়া আসিয়াছিল। সমস্ত দিবস অনাহার, এজন্য তাহারা সেই স্থানেই সেই দগ্ধমাংসে উদরপূর্ণ করিয়া জঠরানলের নিবৃত্তি করিল। একে সারা দিন পথশ্রমে ক্লান্ত, তাহাতে তাহাদের অশ্ব দুইটী বহুদূর পর্য্যটন করিয়া এককালে অবসন্ন প্রায় হইয়াছে। এ সময়ে যে তাহারা অশ্বারোহণে নিবিড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জনপদে উপস্থিত হইতে পারিবে, সে আশাও নাই। ভ্রাতৃদ্বয় সে রাত্রি সেই

স্থানেই এক অত্যুচ্চ বৃক্ষে অবস্থান করিবে স্থির করিল। এই সময়ে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আমরা কতদূর আসিয়াছি, আমাদের দেশ কোন্ দিকে? আজ দগ্ধ হরিণ মাংস এত উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল কেন? তুমি আমার প্রশ্ন গুলির একে একে উত্তর দাও।"

কনিষ্ঠ বলিল, "দাদা, আমাদের ঘোড়া প্রতিদিন শতক্রোশ দৌড়িতে পারে। আমরা সমস্ত দিনের পর এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি; ইহাতেই অনুমান হইতেছে যে, আমরা একশত ক্রোশ দূরে আসিয়াছি। তারকাপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশ এখান্ হইতে উত্তরদিকে, আর সমস্ত দিন মৃগয়া-পরিশ্রমে ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া সামান্য দগ্ধহরিণমাংসও আমাদের এত সুস্বাদু ও উপাদেয় বলিয়া বোধ হইয়াছে।"

জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের উত্তর শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইল।

অল্পকাল মধ্যেই বনভূমির চতুর্দ্দিকে বিবিধ বন্যজন্তুর ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল। দুইভাই আহারে বিহারে চিরসঙ্গী, উপস্থিত বিপদেও উভয়ে একত্র রহিয়াছে, উভয়েই রাত্রি জাগরণের সঙ্কল্প করিল। কনিষ্ঠ বলিল, "না না, দুইজনে একসঙ্গে জাগিয়া থাকিবার আবশ্যক নাই। কেননা, একজন জাগ্রত থাকিলে, অপরে অনায়াসে নিদ্রা যাইতে পারে। প্রথম রাত্রি আমি জাগিয়া থাকিতেছি, আপনি স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যান। পরে আমার ঘুমাইবার ইচ্ছা হইলে, আপনি জাগ্রত থাকিবেন, আমি নিদ্রা যাইব।" ভ্রাতৃদ্বয় এইরূপ পরামর্শ স্থির] করিলে, জ্যেষ্ঠ অবিলম্বে নিদ্রিত হইল। কনিষ্ঠ সশঙ্ক ও সতর্কভাবে ভ্রাতার ও আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে

লাগিল। সেই বৃক্ষেরই অধিকতর উচ্চশাখায় দুইটী পক্ষী বসিয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতে ছিল। সেস্থানে জন-মানবের আদৌ সমাগম ছিল না, নিভৃতে পক্ষীদ্বয়ের এবম্বিধ কথোপকথনে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইল। কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিয়া কনিষ্ঠ শুনিতে পাইল যে, একটী পক্ষী বলিতেছে,—যে আমাকে মারিয়া আমার মাংস খাইবে, তাহাকে অবিলম্বে রাজা হইতে হইবে। অপর পক্ষীটি বলিতেছে যে, আমাকে নিহত করিয়া যে আমার মাংস ভক্ষণ করিবে, তাহার মুখ দিয়া প্রতি মাসে এক একখানি মাণিক নির্গত হইবে। কনিষ্ঠ অলক্ষ্যভাবে থাকিয়া পক্ষীদ্বয়ের গতিবিধি ও কথোপকথন সমস্ত জানিতে পারিয়া এককালে দুইটীকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িল, লক্ষ্য অব্যর্থ হইল; দুইটী পক্ষীই শরবিদ্ধ হইল। কনিষ্ঠ সাহ্লাদে পক্ষীদ্বয় সংগ্রহ করিয়া অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিয়া একটীর মাংস আপনি ভক্ষণ করিল, অপরটী ভ্রাতার জন্য রাখিয়া দিল। কনিষ্ঠের ইচ্ছা যে, যেটী ভক্ষণ করিলে অবিলম্বে সিংহাসনারূঢ় হইতে হয়, তাহাই স্বয়ং ভক্ষণ করিবে; কিন্তু ঘটনাক্রমে ঠিক তাহার বিপরীত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ এখনও নিদ্রিত, কনিষ্ঠ রাজা হইবে মনে মনে এইরূপ অনুভব করিতেছে আর আনন্দে ভাসিতেছে; জ্যেষ্ঠকে এ শুভসংবাদের কোন কথাই জ্ঞাত করে নাই। পরদিবস প্রাতে জ্যেষ্ঠের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহাকে সেই দগ্ধ পক্ষীমাংস খাইবার জন্য অনুরোধ করিল। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের কথামত পক্ষীমাংস গ্রহণ করিয়া উভয়ে স্বদেশ যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল, এখনও কনিষ্ঠ জানিতে পারে নাই যে, তাহার সাধে বাদ পড়িয়াছে,

সে স্বহস্তেই এই গোলযোগ বাধাইয়াছে। জ্যেষ্ঠের মুখ হইতে মাণিক নির্গত হইবে, আর আমি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইব—এই কথা যতই ভাবিতে লাগিল, উত্তরোত্তর ততই সে আনন্দে বিহ্বল হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে অধিকক্ষণ এভাবে যাপন করিতে হইল না। সহসা তাহার মুখ হইতে একটী মাণিক বহির্গত হইল। এত আশা ভরসা এককালে ফুরাইল। যাহা স্বহস্তে করিয়াছে, তাহার আর প্রতীকার কি? কনিষ্ঠ মর্ম্মবেদনা মনেই সম্বরণ করিয়া সাহ্লাদে মাণিকটী লইয়া ভ্রাতার সমীপবর্ত্তী হইল। এক্ষণে তাহার হৃদয়ে কপটতার আর লেশমাত্র রহিল না; সে মুক্তকণ্ঠে ভ্রাতৃ-সন্নিধানে সকল কথাই জানাইল এবং উক্ত মাণিক্য জ্যেষ্ঠকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের প্রদত্ত মাণিকটী গ্রহণ করিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু তাহাদের তখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে মাণিক রাখিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না; তদ্বিনিময়ে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ হইলে, এক্ষণে তাহাদের দুঃখের প্রতীকার হইতে পারে, মনে মনে স্থির জানিয়া জ্যেষ্ঠ মাণিকটী বিক্রয়ের জন্য সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল; কনিষ্ঠ দুইটী অশ্ব সহিত তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

জ্যেষ্ঠ, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সম্মুখে একটী নগর দেখিতে পাইল, মাণিক লইয়া তথায় উপস্থিত হইলে অবশ্যই তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে স্থির জানিয়া, জ্যেষ্ঠ তদভিমুখে অগ্রসর হইল। জ্যেষ্ঠ যেস্থানে উপস্থিত হইল, তত্রস্থ বাদশাহের মৃত্যু হইয়াছে, দেশাচার মতে মন্ত্রী মহাশয় রাজসিংহাসন লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, যে অপরিচিত ব্যক্তি সেই

স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তাঁহাকেই বাদশাহ করা হইবে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা অর্থের সুবিধার জন্য কনিষ্ঠ প্রদত্ত মাণিক লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার উপর মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তাঁহাকেই সিংহাসনারূঢ় হইতে হইল।

রাজা হইয়া সে দিবস জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের বিশেষ সংবাদ লইতে পারিলেন না, পরদিবস দরবারে উপস্থিত হইয়াই কনিষ্ঠের অনু-সন্ধানের জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের যত্নপ্রয়াস সমস্তই বিফল হইল, কোন স্থানেই ভ্রাতার বা সেই অশ্বদ্বয়ের সংবাদ পাওয়া গেল না; জ্যেষ্ঠ যদিও রাজ্যাধিপতি হইয়াছেন, তথাচ ভ্রাতৃবিরহ কষ্টে দিনে দিনে ম্লান হইতে লাগিলেন, স্থানে স্থানে কতই সন্ধান হইতে লাগিল, কিন্তু কোথাও কিছুই সন্ধান হইল না। তিনি প্রতিদিন দরবারে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে কনিষ্ঠদত্ত মাণিকটী হস্তে লইয়া, কতই তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। ভ্রাতার জন্য প্রতিদিনই অনুতাপ করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের তত্ত্বানু-সন্ধান কিছুই করিতে পারিলেন না।

তিনি অশ্বদ্বয় ও ভ্রাতাকে নির্জ্জন কাননে রাখিয়া আসিয়া-ছেন, অবশ্যই শ্বাপদ জন্তু তাহাদের প্রাণসংহার করিয়াছে। ইহজন্মে আর তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইবে না, তিনি কনিষ্ঠের কথা যতই মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর তাঁহার মনপ্রাণ ততই ব্যথিত হইতে লাগিল। কিন্তু উপস্থিতে রোদন ব্যতীত ভ্রাতৃশোক প্রকাশের অন্য উপায় নাই, তিনি মনে মনে কতই অনুতাপ করিতে লাগিলেন,

তাঁহার সভাস্থ পারিষদবর্গ সকলেই তাঁহার চিত্তবিকার দর্শনে ব্যথিত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের আগমন প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া একবারে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। গত দিবসাবধি আহারাদির সুবিধা হয় নাই, ক্ষুৎপিপাসায় তালু শুষ্ক প্রায় হইয়াছে; জ্যেষ্ঠ বহুক্ষণ গিয়াছেন, এখনও তাঁহার সাক্ষাৎ নাই। কোন বিপদ ঘটিল নাকি, কনিষ্ঠ মনে মনে আপনাদের অবস্থার বিষয় ভাবিতেছে, আর নয়নজলে ভাসিতেছে। সহসা একটী বৃহৎ বাজপক্ষী উক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। অশ্বদ্বয় প্রভুর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া প্রাণভয়ে বন্ধনরজ্জু হইতে বিমুক্ত হইবার চেষ্টা মাত্রেই রজ্জুপাশ ছিন্ন হইয়া গেল, তাহারাও বুঝি প্রাণভয়ে নিবিড় বনে প্রবেশ করিল! বন্যজীব গৃহপালিত হইয়াও বনে আশ্রয় পাইল। বাজপক্ষী উক্ত ব্যক্তিকে লইয়া একটী বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট হইল; পরক্ষণে অভাগা পক্ষীগ্রাস হইতে সেই বৃক্ষের নিম্নে পতিত হইল। তথায় একটী কূপ ছিল, হতভাগা সেই কূপ মধ্যেই পড়িল। একে দুই তিন দিবস অনাহার, তাহাতে ভ্রাতৃবিরহ তদুপরি পক্ষীরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, কনিষ্ঠ জীবন্মৃত প্রায় হইয়াছিল। এক্ষণে কূপমধ্যে পতিত হওয়ায় তাহার একবারে চৈতন্য লোপ হইল।

অনাথের দৈব সখা। যুবক কূপমধ্যে পতিত হইবার পর-ক্ষণেই ঘটনাক্রমে সেই কূপের সন্নিকট দিয়া কতকগুলি পথিক যাইতেছিল। তাহাদের একজন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপানের জন্য কূপ হইতে জল তুলিতে যাইয়া দেখে, তন্মধ্যে একটী মনুষ্য রহিয়াছে। সঙ্গীদিগকে সে অবিকল সংবাদ দিল। সকলে আসিয়া বহু চেষ্টায় হতভাগ্যকে কূপ হইতে উত্তোলন করিল। তখনও তাহার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হয় নাই, তাহাদের যত্নে ক্রমশঃ তাঁহার চৈতন্য হইল। সামান্য আহারাদি করিয়া অপেক্ষা-কৃত বল পাইলে, সে আত্মকাহিনী সবিশেষ পরিচয় জানাইয়া তাহাদের শরণাগত হইল। এইভাবে কয়েকদিবস অতিবাহিত হইলে, উক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতারমুখ হইতে আর একটী মাণিক বাহির হইল। যুবক ভাবিল, দেখিতে দেখিতে একমাস হইয়া গেল, জ্যেষ্ঠের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। এভাবে আর কতদিন কাটিবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। যাহা হউক, এখন এ অমূল্য মাণিক লইয়া তিনি কি করিবেন? উপস্থিতে তাহার যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত তিনি যে মাণিকের অধিকারী, এ কথা সহজে কেহত বিশ্বাসই করিবে না; অধিকন্তু এ বহুমূল্য সামগ্রী তিনি সঙ্গে রাখিলেও বিপদের সম্ভাবনা আছে। এইরূপ মনে মনে নানা তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে মাণিকটী আশ্রয়দাতাকে উপহার দানের সঙ্কল্প করিল, কিন্তু অভাগার ভাগ্যদোষে হিতে বিপরীত ঘটিল; তিনি ভাবিলেন— আশ্রয়দাতার অনুগ্রহে তাঁহার জীবনলাভ, অমূল্য রত্ন তাঁহাকেই প্রদান করা কর্ত্তব্য; এই ভাবিয়া সরল বিশ্বাসে তিনি আশ্রয়-দাতার হস্তে অমূল্য রত্নখণ্ড প্রদান করিলেন। কিন্তু সুচতুর

পথনিদর্শক অমূল্য মণিখণ্ড হস্তগত হইবামাত্র, নানাবিধ উপায় উদ্ভাবনের উদ্যোগী হইল। প্রকৃতপক্ষে এ দুর্লভ বস্তু আপনার নিকট রাখায় বিপদের সম্ভাবনা জানিয়া, অবশেষে মণি-প্রদাতাকে জুয়াচোর প্রমাণ দ্বারা রাজদ্বারে দণ্ড দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া উক্ত শঠ নিরাশ্রয় সরলচেতার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যোগী হইল।

ধূর্ত্ত লোকদিগের জাল চাতুরী চির অভ্যস্ত, নিরীহ শরণাগত মণিদাতার নামে সে এই অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, সে ব্যক্তি উক্ত সামগ্রীর প্রকৃত অধিকারী, এতাবৎকাল তাহার নিকটেই জিনিষটী থাকিত, সহসা প্রতিবাদী বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া ছিল, এক্ষণে মিথ্যাবাদীকে উচিত মত শাস্তি দেওয়া হউক। যেহেতু পাপীর দণ্ডে অন্যের শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। বিচারপতি নগররক্ষকের নিকট সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া অপরাধীর হস্ত চ্ছেদনের আদেশ করিলেন। কিন্তু তথায় এইরূপ পদ্ধতি ছিল যে, অপরাধী ও নির্দ্দোষী উভয়কেই তত্রস্থ শাহাজাদির নিকট উপস্থিত হইতে হইত, উক্ত রমণী বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের নিকট বিবাদের সবিশেষ কারণ অবগত হইয়া যেরূপ আদেশ প্রদান করিতেন, তদনুসারে কার্য্য হইত; যেহেতু তত্রস্থ নৃপতি সাতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তাঁহার বিচার করিবার ক্ষমতা এককালে লোপ হইয়াছিল, অধিকন্তু তাঁহার একমাত্র দুহিতা ব্যতীত আর সন্তানাদি না থাকায়, এইরূপ বিচারেরই বন্দোবস্ত হইয়াছিল। উক্ত সাহাজাদী দেখিতে এরূপ সুন্দরী ছিলেন যে, পৃথিবীস্থ সকলের মুখেই তাঁহার রূপলাবণ্যের ঘোষণা হইত,

অধিক কি বহুল নৃপমণ্ডলী তাঁহার পাণিগ্রহণে লালায়িত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত যুবতী বিদ্যা বুদ্ধিতেও শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছিলেন; বিচারকালে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া রায় দিতেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা ছিলেন, অধিকন্তু তাঁহার সতীত্বের কথা একমুখে ব্যক্ত হইবার নহে।

এক্ষণে বিচারপতির নিকট হইতে সওদাগর ও যুবক সাহাজাদী সমীপে নীত হইলেন। রাজকুমারী যথানিয়মে বিচারকার্য্যে সংযতা হইয়া বাদী প্রতিবাদীর বিরোধের কথা সাগ্রহে ও সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করায়, নগররক্ষক প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত বিবরণ অবগত হইলেন। বাদীর বর্ণনা জ্ঞাত হইয়া তিনি প্রতিবাদীকে মন্তব্য জিজ্ঞাসা করায়, যুবক অভি-বাদন পূর্ব্বক সাহাজাদিকে জানাইল যে, তিনিই অপরাধী, যেহেতু তিনি বিদেশী, অধিকন্তু এ স্থানের কাহারও সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় নাই, তাঁহার পক্ষে প্রাণধারণ ভার মাত্র হইয়া উঠিয়াছে, তিনি জীবন্মুক্ত হইলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। সাহাজাদী তৎমুখে এবম্বিধ খেদোক্তি শ্রবণে মনে মনে সাতিশয় সন্দিগ্ধ হইলেন, অবশেষে বলিলেন, "না, এরূপ হইতে পারে না। যেহেতু প্রকৃত অপরাধী আপনাকে দোষী প্রমাণের জন্য এরূপ কথনও কথাবার্ত্তা কহে না।" সাহাজাদির কথা শুনিয়া যুবক হৃদয়ভাব সংগোপন করিতে না পারিয়া, এককালে বলিয়া উঠিলেন, "সাহাজাদি! আপনার নিকট আমার অব্যক্ত কিছুই নাই, প্রকৃত দোষী ও নিরপরাধী কে? তাহা সমস্তই আপনি জানিতে পারিয়াছেন, এক্ষণে আমার অন্য সাক্ষ্য কেহই নাই, একমাত্র ঈশ্বর আমার সাক্ষী।"

রক্ষীগণ যুবককে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবার কালে, সাহাজাদীর দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এরূপ দিব্যকান্তি বীরপুরুষ কি, এরূপ সামান্য সামগ্রীর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে? আকৃতিতে প্রকৃতই ইহাকে সদ্বংশজাত বলিয়া পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বাদসাহদুহিতা মনে মনে যতই বন্দীর বিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই তাঁহার চিত্ত তাহার জন্য ব্যথিত হইতে লাগিল; রাত্রিকালে তিনি শয়নমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়াও প্রকৃতির নিয়মানুসারে নিদ্রিতা হইলেন না, তখনও সেই চিন্তা তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল; তিনি বন্দীমুখে সবিশেষ কারণ জানিবার জন্য একান্ত উৎসুকচিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন, এক্ষণে নির্জ্জনে বন্দীকে সম্মুখে আনাইয়া সবিশেষ সংবাদ লইতে ইচ্ছা হইল। কুমারী ব্যগ্র হইয়া রক্ষকদিগকে বন্দীকে তৎসমীপে আনয়নের আদেশ প্রদান করিলেন, তদ্দণ্ডে বন্দী কুমারী সমীপে নীত হইল।

সাহাজাদী পুনঃ পুনঃ বন্দীর মুখের প্রতি যতই দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল; তিনি হৃদয় ভাব সংগোপন করিতে না পারিয়া বন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আকার প্রকারে ভদ্রবংশীয় বলিয়া অনুমান হইতেছে, কিন্তু কেন—কি নিমিত্ত এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইল, ইহার সবিশেষ আমার নিকট প্রকাশ কর; কোন বিষয় গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা সত্য, সমস্তই তুমি আমার নিকট মুক্ত-

কণ্ঠে স্বীকার কর। আমি তোমার মুক্তির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব।”

বাদসাহকুমারীর কথাবার্ত্তায় বন্দী এককালে হৃদয়োদ্‌ঘাটন-পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা তৎসমীপে বর্ণন করিল। কুমারী বন্দীর আদ্যোপান্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া উৎসুকচিত্তে তাঁহাকে বিদায় দিয়া শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন; কিন্তু সমস্ত রাত্রি বন্দীরই কথা হৃদয়ে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, আদৌ নিদ্রা হ‌ইল না। দেখিতে দেখিতে রজনী অতিবাহিত হইল, পূর্ব্বগগনে আরক্তিম অরুণ আভার বিকাশ হইল। কুমারী বাদসাহ সমীপে বন্দীর বিষয় সবিশেষ জানাইবার উদ্দেশ্যে, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে উপস্থিত হইলেন।

বৃদ্ধ বাদসাহ তখনও শয্যায় শায়িত ছিলেন. কুমারীর সাক্ষাতে পরম প্রীতি সহ কৌতূহলাকুলিতচিত্তে গাত্রোত্থান করিলে, সাহাজাদী তাঁহাকে যথাযথ অভিবাদনপূর্ব্বক বন্দীর আদ্যোপান্ত বর্ণনার উল্লেখ করিয়া তাহাকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত এবং বিচার-পতি ও কোতোয়ালের সুবিবেচনায় দোষ ঘোষণা করিলেন; কিন্তু বৃদ্ধের কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর না পাইয়া ক্ষণকাল নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া পিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন, “জাহা-পানা! প্রকৃত অপরাধী কে তাহার কিছুই স্থির হইতেছে না। বন্দী আপনার মুক্তির জন্য হয় ত এরূপ বর্ণন করিয়া থাকিবে, অতএব আমার বিবেচনায় বন্দীকে একমাসকাল কারারুদ্ধ রাখিলে সকল বিবাদ ভঞ্জন হইতে পারে, যেহেতু বন্দীর কথামত নির্দ্দিষ্ট দিবসে যদি তাহার মুখ হইতে আর একটী মণি বাহির হয়, তাহা হইলে উহার নিরপরাধের বিষয়ে কাহারও

সন্দেহ থাকিবে না; কিন্তু এতাবৎকাল সওদাগরকেও নজর বন্দী ভাবে রাখা আবশ্যক, যেহেতু নির্দ্দিষ্ট দিবসেই প্রকৃত দোষী সাব্যস্ত হইবে।”

দুহিতার মুখে এরূপ যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া বাদসাহ বালিকার বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। মন্ত্রী ও অন্যান্য পারিষদবর্গও সাহাজাদার কথার সমর্থন করিল। অনতিবিলম্বে বাদী প্রতিবাদী উভয়েই কারারুদ্ধ অবস্থায় দিনাতিপাত করিতে লাগিল। যুবকের সাক্ষাৎ হইতেই সাহাজাদার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে সুদীর্ঘকাল বন্দী নজরবন্দী অবস্থায় সাহাজাদার নিকট অবস্থিতি করায়, উত্তরোত্তর কুমারীর মনোভাবের এরূপ বৈলক্ষণ্য দাঁড়াইল যে, তিনি সদা সর্ব্বদা তাহাকে চক্ষুর সম্মুখে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। ক্ষণকাল তাহাকে নয়নের অন্তরাল করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় না, অথচ সাহাজাদী মনোভাব মনেই সংগোপন রাখিলেন।

দেখিতে দেখিতে এক মাস পূর্ণ হইয়া আসিল, আগামী কল্য অপরাধীর মুখ হইতে কথিত মণি বহির্গত হইবার কথা, যদি প্রকৃতপক্ষে তাহার মুখ হইতে মণি নির্গত না হয়, তাহা হইলে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইবে, কিছুতেই তাহার নিস্তার নাই। বাদসাহকুমারী বন্দীর বিষয়ে যতই মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর তাঁহার হৃদয় ততই বিচলিত হইতে লাগিল। কুমারী অবশেষে তাহাকে আপন সমীপে আনাইয়া হৃদয়োদ্ঘাটনপূর্ব্বক সকল কথা প্রকাশ করিলেন। বন্দী তাঁহাকে যথাযথ অভিবাদনপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিল, “সাহাজাদি! তজ্জন্য চিন্তা কি? আগামী প্রাতে সর্ব্বসমক্ষে

আমি মুখ হইতে মণি উদ্গার করিব, তদ্দণ্ডে সত্য মিথ্যার পরিচয় পাইবেন এবং দোষী নির্দ্দোষী পরীক্ষিত হইবে। সাহাজাদী বন্দীর নির্ভীক প্রত্যুত্তরে কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না, তদ্দণ্ডে বন্দী যথাস্থানে নীত হইল।

পর দিবস রাজসভায় লোকে লোকারণ্য, বন্দীর আগমন প্রতীক্ষায় সকলেই উৎসুকচিত্তে কালাতিপাত করিতেছিল, কতক্ষণে বন্দী রাজসভায় উপস্থিত হইবে, তাহার মুখ হইতে অমূল্য মণিখণ্ড উদ্গারিত হইবে, সকলেই সেই সময় প্রতীক্ষায় কৌতূহলী হইয়া কালাতিপাত করিতেছিল, যথাসময়ে বন্দী রাজসভায় নীত হইলে, ক্ষণবিলম্বে উহার মুখ হইতে অমূল্য মণি বহির্গত হইল। সমাগত সকলেই বন্দীর অস্বাভাবিক ব্যাপার দর্শনে কৌতূহল সহ উচ্চৈঃস্বরে গগনস্পর্শী জয়োল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। এতাবৎকাল তাহাকেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার নিরপরাধের নিদর্শন গ্রহণে পারিষদবর্গসহ বাদসাহ তাহার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইলেন। অনতিবিলম্বে প্রবঞ্চক সওদাগরের বিষয় সম্পত্তি সমস্ত ক্রোক করা হইল এবং তাহাকে সহর প্রদক্ষিণ করাইয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। বাদসাহের আদেশানুসারে যুবক তাহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। বাদসাহকুমারীর আনন্দের সীমা রহিল না, সকলেই ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয় বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

যুবক বন্দীদশায় বাদসাহ গৃহে নীত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়াছেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার দিব্য কান্তি ও আচার ব্যবহারে বাদসাহের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া-

ছিল, এক্ষণে বাদসাহ তাঁহাকে প্রতি দিন রাজ দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য সাদরে আদেশ করিলেন; তদনুসারে যুবক প্রতি দিন বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিত। উত্তরোত্তর বৃদ্ধের মন যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বৃদ্ধ যুবককে এক দিন দেখিতে না পাইলে পলকে প্রলয় জ্ঞান করিতেন।

এই ভাবে কতদিন কাটিয়া গেল। যুবক অজ্ঞাত অপরিচিত হইয়াও বাদসাহের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। মাস পূর্ণ হইলে পুনরায় আর একটী মণি তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল। বাদসাহের উত্তরোত্তর তাহার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ মমতার সঞ্চার হইল। সভাসদ পারিষদবর্গ সকলেই একমুখে বাদসাহের নিকটে যুবকের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। এদিকে সাহাজাদী যুবকের সহিত কথাবার্ত্তায় এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে, সময়ে সময়ে তাহাকে দেখিতে না পাইলে বড়ই কাতর হইয়া পড়িতেন, কিন্তু তাঁহার মনোভাব কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না।

রাজকুমারীর অদ্যাবধি বিবাহ হয় নাই। রূপে গুণে বর্ণনাতীতা হইলেও যোগ্য পাত্র ব্যতীত বাদসাহ, কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে স্বীকৃত নহেন; কিন্তু দিনে দিনে কুমারীর যৌবন লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিকাশ হইয়াছে, এক্ষণে সাহাজাদী পিতার নিকট সকল কথা মুখ তুলিয়া কহিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। বৃদ্ধ বাদসাহের অন্য কেহ নাই, একমাত্র বালিকাই তাঁহার জীবন সর্ব্বস্ব। যোগ্য পাত্রে কুমারীকে সমর্পণ করিতে পারিলেই বৃদ্ধ জীবনের অবশিষ্টকাল মনের সুখে যাপন করিতে পারেন, কোন ভাবনা চিন্তা কিছুই থাকে না; কিন্তু কতদিনে বিধাতা

সেই সুদিনের সুপ্রকাশ করিবেন, তাহার কিছুই স্থির হইতেছে না।

যুবক যতই রাজদরবারে আগমন করিতে লাগিল, তাহার ব্যবহারে ততই সভাস্থ সকলের হৃদয় উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইল; যুবকের পরিচয় তাহার মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে, সদ্বংশীয় সন্তান বলিয়া সকলেরই তাঁহার প্রতি প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু বাদসাহের অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহার সহিত রাজনন্দিনীর বিবাহের কথা উত্থাপনে কাহারও সাহস হইতেছে না, অথচ একে একে সকলেরই মনে তাঁহার সহিত কুমারীর বিবাহ যুক্তি সঙ্গত বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।

মনের কথা সময়ে মুখে ব্যক্ত হয়; সভাসদ্বর্গের যে মত, বাদসাহেরও সেই মত; অথচ যে দিন যাহা বিধাতা অবধারিত করিয়াছেন, তাহার অন্যথার অন্যের সাধ্য নাই। রাজকুমারীরও যুবকের প্রতি আসক্তি ও অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু রমণী লজ্জায় কোন কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। যখন বাদসাহ যুবকের সহিত কুমারীর সম্বন্ধ স্থির করিবার কথা তুলিলেন, একে একে সকলের মনোভাবই প্রকাশ পাইল। এই সম্বন্ধে কাহারও দ্বিরুক্তি নাই জানিয়া বৃদ্ধ বিশেষ প্রীত হইলেন। শুভদিনে শুভলগ্নে যুবক যুবতীর পরিণয় কার্য্য মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইল, প্রেমিক প্রেমিকা এতাবৎকাল পরস্পর অতৃপ্ত দর্শন লালসায় দিনাতিপাত করিতেছিল, এক্ষণে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে আনন্দমিলনে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

দিনে দিনে বৃদ্ধ রাজকার্য্যের সমস্ত ভারই জামাতার হস্তে

সমর্পণ করিলেন; তিনি রাজদরবারে নামে মাত্র উপস্থিত থাকেন, কিন্তু বিশেষ কোন গুরুতর কার্য্য ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য পারিষদ্‌বর্গ ও জামাতার দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই ভাবে কিছুদিন গত হইলে এক দিবস বৃদ্ধের জামাতার ভ্রাতার নিকট হইতে একজন প্রতিনিধি তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ সমাগতের যথাসম্ভব সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দূত সকল সংবাদ জানাইয়া বৃদ্ধের দরবারে দুই চারি দিবস মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। আমোদ প্রমোদে কালযাপন হইতেছে, এমত সময়ে কথায় কথায় বৃদ্ধ অলৌকিক মণির কথা উল্লেখ করিয়া সসম্ভ্রমে বন্ধুরাজপ্রতিনিধির নিকট মণির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আগন্তুক তন্ন তন্ন করিয়া বাদসাহের মণির প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবশেষে বলিল, "জাঁহাপনা! আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, এইরূপ মণি আমার প্রভুর নিকট দেখিয়াছি, তিনিও এইরূপ মণি হস্তগত করিয়াছেন। তাঁহার মুখে এই মণির বিস্তর প্রশংসা শুনিয়াছি; আপনি এ অমূল্য সামগ্রী কোথায় পাইলেন, মণির আকার প্রকার দেখিয়া আমার প্রভুর রত্ন বলিয়া অনুমান হইতেছে।"

বৃদ্ধ প্রতিনিধি মুখে বন্ধু বাদসাহের মণির কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "তিনি একটী মণি লইয়া লোকের নিকট গুণ-গান করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার জামাতা মাসে মাসে এইরূপ এক একটী মণি লাভ করিয়া থাকেন।" বাদসাহের নিকট এবম্বিধ ঘটনা শ্রবণে প্রতিনিধি সতৃষ্ণনয়নে বৃদ্ধের জামাতার প্রতি চাহিয়া রহিলেন; যতই তাঁহার মুখের প্রতি

তিনি দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে মনে স্বীয় বাদসাহের কথা উদয় হইতে লাগিল। বৃদ্ধের জামাতা ও তাঁহার বাদসাহের রূপ ভেদ নাই দেখিয়া, প্রতিনিধি মনে মনে বহু তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে প্রতিনিধি বৃদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাদসাহ সমীপে উপনীত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত উল্লেখ করিলে বাদসাহ মনুষ্যের মুখ হইতে মণি বাহিরের কথা শুনিয়া এককালে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং এই অপূর্ব্ব ব্যাপার নয়নগোচর করিবার জন্য সাতিশয় কৌতূহলপরবশ হইয়া তদ্দণ্ডে বৃদ্ধের নিকট উক্ত ব্যক্তিকে একবার তৎসমীপে প্রেরণ জন্য অনুনয়বিনয় পূর্ণ একখানি পত্র পাঠাইলেন; অধিকন্তু তাঁহার সহোদর ব্যতীত ঈদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার অন্য দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না, তিনি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া বৃদ্ধবাদসাহ সমীপে পত্র প্রেরণ কালে অন্য একখানি পত্র পত্রবাহক হস্তে প্রদান করিয়া, সে পত্রখানি গুপ্তভাবে উক্ত বাদসাহের জামাতৃ হস্তে দিবার জন্য অনুমতি করিলেন।

আজ্ঞাবহ দূত প্রভুর আদেশ মত দুইখানি পত্র লইয়া যথাকালে বৃদ্ধ বাদসাহ সমীপে উপনীত হইয়া বাদসাহ ও বাদসাহ জামাতৃ হস্তে প্রভুর নির্দ্দেশ মত পত্রদ্বয় প্রদান করিল। কনিষ্ঠ বহুকালাবধি জ্যেষ্ঠের কোন সম্বাদাদি পান নাই, সহসা ভ্রাতার হস্তলিপি পাঠে এককালে বিস্মিত হইলেন; তৎপরে সবিশেষ কুশল সমাচার অবগত হইয়া তদ্দণ্ডে ভ্রাতৃসমীপে উপস্থিত হইবার বাসনায় শ্বশুর মহাশয়ের নিকট বিদায় প্রার্থনা

করিলেন। বৃদ্ধ বাদসাহ, বাদসাহপ্রেরিত পত্র পাঠেই জামাতাকে তৎসমীপে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এক্ষণে জামাতার কথায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। বৃদ্ধের একমাত্র দুহিতা ব্যতীত অন্য সন্তানসন্ততি ছিলনা। এতাবৎকাল বৃদ্ধ কন্যা রত্নটী লইয়াই সুখ সচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেছিলেন; এক্ষণে জামাতা স্থানান্তরে যাইতেছেন, অগত্যা অনিচ্ছা সত্বেও তিনি দুহিতাকে স্বামীসহ গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। তদ্দণ্ডে মহাসমারোহে তাঁহাদের বিদায় উদ্যোগ হইতে লাগিল; কনিষ্ঠ দূতমুখে জ্যেষ্ঠের রাজধানীর পরিচয় সবিশেষ অবগত হইয়া পোতারোহণে ভ্রাতৃসমীপে সস্ত্রীক যাত্রা করিলেন। অগণন দাসদাসী তাঁহাদিগের অনুগামী হইল। বৃদ্ধ বাদসাহ ব্যাকুলচিত্তে ক্ষুণ্নমনে তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বিধির ভবিতব্য অলঙ্ঘনীয়! হতভাগ্য কনিষ্ঠ প্রাণের সহোদর সহ বহুকালাবধি বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, সত্বরে জ্যেষ্ঠ সমীপে উপনীত হইয়া পরস্পর দেখা সাক্ষাতে মনের আনন্দে কালযাপন করিবে, দুর্দ্দিন ঘুচিয়া সুদিনের উদয় হইবে, মনে মনে কত আশা কত ভরসা, সহসা সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, তরণীখানি অগাধ সলিলে নিমগ্ন হইল! ভ্রাতৃ-দর্শনের এত উৎসাহ, এত আনন্দ নিমেষে লোপ পাইল, অভাগা দাসদাসী ও সহধর্ম্মিণী সহ অকূলজলে ডুবিল।

এদিকে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সমাগম উদ্দেশে উৎকণ্ঠিতভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন। উত্তরোত্তর যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, তিনি ভ্রাতার জন্য ততই বিচলিত হইতে লাগিলেন।

তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কনিষ্ঠ হস্তলিপি পাইয়া ক্ষণমাত্র বিলম্ব ব্যতিরেকে তৎসমীপে উপস্থিত হইবেন; এক্ষণে সময় অতীত হইয়া গেল দেখিয়া জ্যেষ্ঠ এককালে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

যে স্থানে কনিষ্ঠ পরিজনসহ জলমগ্ন হইয়াছিলেন, সে স্থান জ্যেষ্ঠের রাজ্যের সন্নিকট, তজ্জন্য তিনি এই দৈব দুর্ব্বিপাকের সংবাদ দুই তিন দিবসের মধ্যেই সবিশেষ অবগত হইলেন। বড় সাধে বাদশাহ ভ্রাতৃদর্শনে লোলুপ হইয়া কনিষ্ঠকে পত্র লিখিয়াছিলেন, এক্ষণে বিধাতা সাধে বাদ সাধিয়াছেন। তিনি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে সহস্র সংখ্যক দ্রুতগামী অশ্বারোহীকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত করাইয়া সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান ও বিপন্নগণের আশ্রয় বিধানের আদেশ করিলেন।

আজ্ঞামাত্র সহস্র অশ্বারোহী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বাদশাহের কথা মত তত্ত্বানুসন্ধানে উদ্যোগী হইল। তরণী জলমগ্নকালে কে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার কিছুই আভাস পাওয়া গেল না, বহু অনুসন্ধানেও মৃতদেহ আদৌ পাওয়া গেল না; অন্বেষণকারিগণ প্রভুর আজ্ঞানুসারে চারি-দিকে তন্নতন্ন ভাবে আরোহীবর্গের সন্ধান লইতে লইতে মুমূর্ষু প্রায় জনৈক রমণীর দেখা পাইল। বাদশাহের আদেশ যে, স্ত্রীপুরুষ যে কোন জলমগ্ন ব্যক্তির সন্ধানমাত্রেই অবিলম্বে তাহাকে তৎসমীপে আনয়ন করা হয়। আজ্ঞামত অশ্বারোহিগণ উক্ত রমণীকে তদ্দণ্ডে সসম্ভ্রমে বাদশাহ গৃহে প্রেরণ করিয়া অন্যান্য আরোহিগণের সন্ধান করিতে লাগিল। একে একে সকলের সন্ধান হইল, কিন্তু বাদশাহ যাঁহার জন্য ব্যাকুলচিত্তে

কালযাপন করিতেছিলেন, শত চেষ্টা শত যত্নেও সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

বাদশাহ গৃহে উক্ত জলমগ্না যুবতী তদীয় ভ্রাতৃজায়া প্রমাণিত হওয়ায়, সমাদরে অন্তঃপুর মধ্যে রক্ষিতা হইলেন; কিন্তু দিনে দিনে জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃশোক প্রবল হইয়া উঠিল; তিনি রাজকার্য্যে অবহেলা করিয়া অবোধ বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজসভা নিরানন্দে পূর্ণ হইল। অন্তঃপুরীও পতিবিয়োগবিধুরা রমণীর আর্ত্তনাদে শ্মশানভাব ধারণ করিল;—শোকোচ্ছ্বাস, বিলাপ ও হাহুতাশে বাদশাহের আনন্দপুরী বিষাদময় হইল। এই ভাবে তিন চারি দিবস গত হইলে, সহসা একজন শীর্ণকায় মলিন বেশধারী পুরুষ বাদশাহ সমীপে নীত হইল। বহুক্ষণ সেবা শুশ্রূষার পর কিঞ্চিৎ প্রকৃতস্থ হইলে, আগন্তুক বাদশাহের সহোদর বলিয়া পরিচয় দিল, কিন্তু আকার প্রকার ও কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে কনিষ্ঠ বলিয়া গ্রহণে জ্যেষ্ঠের মনে কিছুতেই প্রতীতি জন্মিল না। বাদশাহ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কোন প্রতারক তাঁহার সহিত এরূপ ছলনা করিতেছেন; তথাচ যতক্ষণ না তাঁহার সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান হইতেছে, তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে নয়নের অন্তরাল করিলেন না; অধিকন্তু বাদশাহ মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে, বহুকালাবধি উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ নাই, হয়ত কনিষ্ঠেরই এরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, নতুবা অন্য কোন ব্যক্তি তৎসমীপে এরূপ ছলনা করিতে সাহসী হইবে কেন? কিন্তু সবিশেষ পরিচয় ব্যতীত তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, অবশেষে ভ্রাতৃজায়াকে সন্দেহভঞ্জন জন্য অনুরোধ করিলেন।

পতিপ্রাণা সাহাজাদী স্বামীর আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্রেই তদ্দর্শন আশায় উৎসুক হইলেন; পতির সহিত দেখাসাক্ষাতে হৃদয়োদ্বেগ সম্বরণ মানসে তিনি কালপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমত সময়ে ভাশুর কর্ত্তৃক স্বামী সন্দর্শনে আদিষ্ট হইলেন, তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু তিনি অন্তরাল হইতে আগন্তুককে দেখিয়া পরপুরুষ বুঝিয়া এককালে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। সাহাজাদীর মুখ হইতে একটী কথাও নিঃসারিত হইল না; যে রমণী স্বামীর প্রতি অনিমেষ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় নাই, অহোরাত্র পতিই যাঁহার ধ্যান জ্ঞান, সেই পতিপাগলিনী স্বামীর প্রতি বারেক কটাক্ষপাত করিয়াই পরপুরুষ জ্ঞানে নয়ন ফিরাইয়া লইলেন; পতি, পত্নীর এবম্বিধ ভাব দেখিয়া চিত্রাঙ্কিত পুত্তলিকার ন্যায় একদৃষ্টিতে প্রিয়ার উদ্দেশে চাহিয়া রহিলেন। সাহাজাদী স্বামীকে অপরিচিত জ্ঞানে অন্তরাল হইতে বলিলেন, "বাদশাহ কুমারীর স্বীয়বংশ মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য আছে, একমাত্র পতিই তাহার প্রাণেশ্বর, সে কামুকা নহে যে, পর পুরুষের মিষ্টালাপ ও সদাশয়তায় বিমুগ্ধা হইবে।" প্রণয়িনীর ঈদৃশ শ্লেষ পূর্ণ বাক্য শ্রবণে আগন্তুকের মনে যে কি ভাবের সঞ্চার হইল, তাহা কথায় ব্যক্ত হইবার নহে। অভাগা এতক্ষণ হৃদয়োদ্বেগ হৃদয়েই সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে এ দারুণ শোকবেগ তাঁহার পক্ষে অসহ্য হওয়ায় মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হা অদৃষ্ট! আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না, যে ভ্রাতার আমি একমাত্র নয়নরঞ্জন ছিলাম, আমাকে নয়নের অন্তরাল করিতে যাঁহার কষ্ট বোধ হইত—হৃদয়ে ব্যথা পাইতেন, কাল-বশে আজ তাঁহার কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! তাঁহার নিকট

পরিচিত হইতে আমি যথাশক্তি নিদর্শন দেখাইলাম, কিন্তু বিধাতা আমার প্রতি এতই বিমুখ যে, সেই স্নেহময় ভ্রাতা আমার মুখের প্রতি পুনঃ পুনঃ চাহিয়াও ভ্রাতৃস্নেহে বঞ্চিত করিলেন, কয়েক বৎসরের অদর্শনে কি সর্ব্বনাশই ঘটিয়াছে! আবার, এ কি বিচিত্র লীলা! প্রাণপ্রতিমা প্রিয়তমাও আমাকে বিস্মৃতা হইল! স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। পুরুষ-কায়া, প্রকৃতি-ছায়া, আজ আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ সেই ছায়া কায়াশূন্য। যাহার সহিত একত্র প্রেমালাপে একত্র শয়নে এতকাল কাটাইলাম, সেই হৃদয়পুত্তলি প্রণয়িনীও আজ আমার প্রতি বাম হইল; প্রিয়ার সহিত এই কয়েকদিন মাত্র বিচ্ছেদ হইয়াছে, এই স্বল্পকালের মধ্যেই সহধর্ম্মিণী আমাকে বিস্মৃতা হইল।"

যুবকের এবম্বিধ খেদোক্তি শ্রবণে সাহাজাদীর মন কথঞ্চিৎ আর্দ্র হইল; তথাপি রমণীহৃদয় হইতে সন্দেহ বিদূরিত হইল না, অবশেষে তিনি বিবাহ রজনীর চতুর্থবাসরে পতি পত্নী-সহ যে হেঁয়ালির অর্থ হইয়াছিল, পরিচিতের নিদর্শন স্বরূপ সেই অন্যের অজ্ঞাত প্রহেলিকার উত্থাপন করিলেন; এই কথাটীর মর্ম্ম উদ্ঘাটিত হইলে, স্বামীসম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকিবে না। যুবক, যুবতীর প্রস্তাবে তদ্দণ্ডে স্বীকৃত হইলেন, তিনি উৎফুল্লচিত্তে প্রেয়সীর প্রশ্ন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপরে সাহাজাদী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "পৃথিবীতে এরূপ কি দুর্লভ সামগ্রী আছে, যাহা প্রতিনিয়ত নরনারী খাইয়া থাকে, অথচ তাহার প্রথম অক্ষরটীর লোপ করিলে লোকের প্রাণনাশের হেতু হয়।" পত্নীর মুখে এরূপ প্রহেলিকা শুনিয়া যুবক স্মিতমুখে ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া

উত্তর করিলেন যে, জগতে কশম* কথাটী হিন্দুমুসলমান সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কশম্ সকলেই খায়, কিন্তু [illegible] লোকে হলাহলের কার্য্য করে।

পতিপ্রাণা প্রণয়িনী পতিমুখে প্রহেলিকার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া এককালে স্বামীর পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; দরদর ধারে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরত বারিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল, তিনি গদগদ স্বরে পুনঃ পুনঃ নিজ অপরাধের জন্য পতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ রহিল না। ভ্রাতৃজায়ার ভাব দেখিয়া জ্যেষ্ঠ মনে মনে কত বিষয়েরই আন্দোলন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখে একটী কথাও নিঃসৃত হইল না, তিনি এ সমস্ত ঘটনা যেন স্বপ্নবৎ দেখিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠের মন হইতে সন্দেহ এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই বুঝিতে পারিয়া মুখ হইতে মণি উদ্গীরণের কথা উল্লেখ করিলেন। ভ্রাতার কথায় ভ্রাতার বিশ্বাস জন্মিল, তিনি সোৎসাহে কনিষ্ঠের নিদর্শন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই দিবসই মণি উদ্গীরণের দিন, কনিষ্ঠ যথা সময়ে সর্ব্বসমক্ষে মুখ হইতে সেই অসাধারণ অমূল্য মণি বহির্গত করিলেন, তৎক্ষণে বাদশাহ প্রাসাদ আনন্দধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইল। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিয়া প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন; অধিকন্তু বলিলেন যে, তোমার

* পারস্যভাষায় কশম্ কথাটী কায়াং শিম্ ও মিন্ এই তিনটী অক্ষর সংযোগে বিরচিত হইয়াছে; কশম শব্দের অর্থ শপথ; লোকে কথায় কথায় কশম্ খাইয়া থাকে, দিব্য করে কিন্তু ইহার আদি অক্ষর লোপ করিলে, শম্ হয়, শম্ অর্থে হলাহল—বিষ, লোকের প্রাণসংহারক।

দর্শনে আজ যেমন আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইল, ঈশ্বর করুন, স্ত্রী পুরুষ এইরূপ বিরহ-বেদনায় যে যথায় অহোরাত্র জর্জ্জরী-ভূত হইতেছে, তাহারা যেন আমাদের মত পরস্পর সুখ[illegible]লনে মিলিত হইয়া মনের সুখে কালযাপন করে।" এত সন্দেহ এত বাক্‌বিতণ্ডা এক মুহূর্ত্তে সমস্তই ঘুচিয়া গেল। উভয় ভ্রাতা সস্ত্রীক পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

যোগীর নিকট ভ্রাতৃদ্বয়ের গল্প শুনিয়া জানআলম বিদায় প্রার্থী হইলেন। তপস্বী তাঁহাকে তথায় আর ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে অনুমতি করিলেন, বিদায়োন্মুখ সাহাজাদা সন্ন্যাসীর কথা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলে, তপস্বী জানআলমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! এ সংসারে আমার আত্মীয় স্বজন কেহই নাই, জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে, এ মুমূর্ষু সময়ে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমার উপায় কি হইবে? বাবা! দীর্ঘ-জীবী হও। আশীর্ব্বাদ করি দিন দিন তোমার উন্নতি হউক, বিপন্নের আশ্রয় হও। আমার এ দুঃসময়—আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইলে, কে আর আমার সদ্গতি করিবে?"

যোগীবরের কথায় জানআলম প্রত্যুত্তর করিলেন, "তপো-ধন! আমি আপনার অদর্শনে, এ ভীষণ পুরীতে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে পারিব না, এ দুরূহ ব্রত আমার দ্বারা উদ্‌যাপন বড়ই বিষম; তবে আপনার আদেশ, আমার শিরো-ধার্য্য, তাহাতে দ্বিরুক্তি করিবার আমার ক্ষমতা নাই।" মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন তপস্বী জানআলমকে অধিকতর নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "বৎস! এ মায়াপুরী হইতে চিরদিনের মত বিদায়

লইতেছি। পৃথিবীর সকল সম্বন্ধ আমার সহিত লোপ পাই-তেছে। এ সময়ে কোন কথা গোপন রাখা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। বৎস! তাই বলি, আমার কথা শুন, বহুকালাবধি আমি একবিদ্যা সংগোপন রাখিয়াছি, অদ্য আমার শেষ দিন জানিয়া তোমাকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিব; তুমি ইচ্ছামত যখন যে কোন বস্তুর বা ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে, মন্ত্র উচ্চারণ মাত্রেই তদ্দণ্ডে তাহা নিকটে পাইবে অথবা কোন মূর্ত্তি-ধারণের প্রয়োজন হইলে, ধারণ করিতেও পারিবে, তাহাতে কোন বিঘ্ন বিপত্তির সম্ভাবনা নাই। তুমি এই শক্তি প্রভাবে পৃথিবীতে সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে।" জানআলম গুরুদেবের কথা বিশেষ ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিলেন। তৎ-পরে তপস্বীর মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই জানিয়া, তিনি সাদরে জানআলমকে সেই অমূল্য মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সাহাজাদা একাগ্রচিত্তে গুরুদেব প্রদত্ত মন্ত্রটী জপমালার ন্যায় কণ্ঠস্থ করিলেন। দেখিতে দেখিতে যোগীবরের অন্তিম সময় উপস্থিত হইল, যোগীবর "হর হর শঙ্কর, হর হর শঙ্কর" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। নয়ন নিমীলনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখ হইতে আর কথা নিঃসৃত হইল না, তিনি এককালে নীরব নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত পদাদির প্রক্রিয়া একে একে সকলই রহিত হইল। সাহাজাদা অনন্য মনে এক দৃষ্টিতে গুরুদেবের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

জানআলম এই হৃদয়বিদারক শোকদৃশ্য দারুণ যন্ত্রণাসহ সহ্য করিতে লাগিলেন। জনমানব শূন্য নির্জ্জন প্রদেশে ঈশ্বর

চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া তপোধন কালযাপন করিতেছিলেন। জানআলম মুনিবরের আশ্রয়ে মনের সুখে ছিলেন; এক্ষণে, তাঁহার নয়নানন্দ তপস্বীর তিরোভাব হইয়াছে। সাহজাদা ঈদৃশ গুরুর মৃত্যুজনিত শোকে এরূপ কাতর হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার জীবনধারণে আদৌ প্রবৃত্তি রহিল না, যে কোন উপায়ে হউক আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই তিনি আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন; কিন্তু এক্ষণে গুরুদেবের আজ্ঞা পালন চিন্তা তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র এককালে অধিকার করিল; তিনি গুরুর নিকট শপথ করিয়াছেন যে, তিনি কালকবলে পতিত হইলে, ধর্ম্ম-সঙ্গত নিয়মমত তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করিবেন। এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে, তিনি গুরুদেবের সৎকারের উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন, এমত সময়ে উক্ত যোগীবরের কয়েকজন শিষ্য আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। জানআলম কিরূপে কি করি-বেন, এই সকল উপায় চিন্তায় এতক্ষণ উদ্বিগ্নচিত্তে কালক্ষেপ করিতেছিলেন, এক্ষণে সহসা গুরুদেবের শিষ্যগণকে তথায় দেখিতে পাইয়া, কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, অবিলম্বে সৎ-কার জন্য নদীতটে শব লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইল। তপো-ধনের গৃহে বস্ত্রাদির অভাব নাই, দুইখানি শুভ্র পট্টবাসে মৃতদেহ আচ্ছাদিত হইলে, শিষ্যদল পরিবেষ্টিত হইয়া জানআলম শিব-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মৃতকায়া লইয়া নদীতীরাভিমুখে অগ্র-সর হইলেন; পথিমধ্যে বাহকগণ বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, শবদেহ বিলুপ্ত হইয়াছে; তাহার চিহ্নমাত্রও নাই, অকস্মাৎ এরূপ অদ্ভুত ঘটনায় সকলেই সন্দিগ্ধ হইল।

যাহার মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইল, সে ব্যক্তি সেই মত ব্যাখ্যা করিতে লাগিল; কিন্তু সকলেরই যোগীবরের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, এজন্ত ওজর আপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই সকল কথার মীমাংসা হইয়া গেল। শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে জনৈক স্পষ্টবক্তা শিষ্য বলিলেন, "গুরুদেব পরম হিন্দু ছিলেন, তিনি আমাদিগকে কোন সংবাদ না দিয়া জনৈক যবন সমক্ষে দেহ রাখিলেন, ইহারই বা তাৎপর্য্য কি?" তাহার কথা খণ্ডন করিয়া অপর এক ব্যক্তি বলিল, "যোগী পুরুষের নিকট হিন্দু মুসলমান কোন ভেদাভেদ নাই, তিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন; এখন যে কার্য্য করিতে আসিয়াছি, এস সযত্নে সেই কার্য্য সম্পন্ন করি।" জানআলম শববাহিগণের পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতেছিলেন, হিন্দু ও মুসলমান সংক্রান্তে এ গোলযোগ বাধিবার সম্ভাবনা, তিনি ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়া বিশেষ সাবধানে ছিলেন। যাহা হউক, যথাকালে তাঁহারা সকলে নদীতটে উপস্থিত হইয়া যথারীতি সৎকার-কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শবদেহ অদৃশ্য হইয়াছিল, কেবলমাত্র তৎসংযুক্ত কয়েকখানি বস্ত্র ও বিছানাদি একে একে অগ্নিসাৎ করাইল; মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রহ্মহুতাশন শিখায় সে সকল ভস্মসাৎ হইল, যোগীবরের অস্তিত্বের আর কোন চিহ্নমাত্র রহিল না। শববাহকগণ অগ্নিকার্য্য সমাধা করিয়া নদীগর্ভে অবগাহন পূর্ব্বক স্নানাদি করিয়া একে একে গুরুদেবের গৃহাভিমুখী হইলেন। জান-আলমও স্নানাদি করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। যোগীবরের তৈজসপত্র টাকাকড়ি বস্ত্রাদি তদীয় শিষ্যমণ্ডলীর

মধ্যে বিতরিত হইল, জানআলম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এ সকল কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন, যথাকালে শ্রাদ্ধাদিও শেষ হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বেই জানআলম যোগীবরের নিকট বিদায় প্রার্থী হইয়াছিলেন, তপস্বীর আসন্ন মৃত্যুর জন্য তাঁহার সে স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইবার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল; এক্ষণে আর কোন ওজর আপত্তি রহিল না, তিনি সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আঞ্জামানআরার বিরহজনিত শোকে কাতর হইয়া জান-আলম হতবুদ্ধি প্রায় কত স্থানে পর্য্যটন করিলেন; কত বিড়ম্বনা, কত বিঘ্ন বিপত্তি, কত দুর্ব্বিপাক তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু এত কষ্ট এত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও তাঁহার অদৃষ্টে বিধাতা এতই প্রতিকূল যে, অভাগার মনোসাধ কিছুতেই পূর্ণ হইল না; তিনি ক্ষুণ্ণ মনে প্রিয়ানুসন্ধানে গমন করিতে করিতে এক তটিনীতটে উপস্থিত হইলেন। কল কল নাদে কল্লোলিনী ছুটিতেছে, সে গতির বিরাম নাই, সাহাজাদা অনন্যমনে স্বভাবের শোভা দেখিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে এক অপরূপ মণিখণ্ড তাঁহার নয়নগোচর হইল। তরঙ্গাঘাতে মণিখণ্ড ভাসিতেছে, জ্বলিতেছে, দুলিতেছে অথচ ডুবিতেছে না। তিনি সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একদৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা এ অমূল্য রত্ন কোথা হইতে জলে

ভাসিয়া আসিতেছে, তিনি ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে অভিলাষ হইলেন। দেখিতে দেখিতে মণিখণ্ড তদভিমুখেই আসিতে লাগিল। একটী মণি সন্নিকট হইতে না হইতে আর একটী তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল; এইরূপ একটীর পর আর একটী করিয়া যথাক্রমে ভাসমান মণিমালা তিনি দেখিতে পাইলেন। এ অমূল্য মণিমালা কোথা হইতে আসিতেছে! তিনি সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানে যে দিক হইতে ঐ গুলি আসিতেছিল, তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন; বহুদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া তিনি সম্মুখে এক সুচারু অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কোন্ পথ দিয়া সেই বাটীতে প্রবেশ করিতে হয়, বিশেষ অনুসন্ধানেও তাহা স্থির করিতে পারিলেন না, অথচ দেখিতে পাইলেন, এক স্থান দিয়া অবিরত জলস্রোত বহিতেছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই এক একটী মণি ভাসিয়া আসিতেছে।

সাহাজাদা মণির উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার করিলেন বটে, কিন্তু যে বাটী হইতে যথাক্রমে মণিমালা জলস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার আভ্যন্তরিক অবস্থা দর্শন জন্য তাঁহার চিত্ত সমধিক উৎসুক হইয়া উঠিল; তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা শূন্য হইয়া যে কোন উপায়ে হউক সম্মুখস্থ অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অকস্মাৎ যোগীবরের মন্ত্রের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি সেই মন্ত্র পরীক্ষার ইহাই একমাত্র সুযোগ ভাবিয়া নয়ন মুদিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। জানআলমের উদ্দেশ্য যে কোন প্রকারে হউক উক্ত অট্টালিকায় প্রবেশ করিবেন, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তিনি সম্মুখে শৃঙ্খলসংযুক্ত একটি লোঙ্গর দেখিতে পাইলেন। তিনি বিদ্যা-

ব্যর্থ হয় নাই জানিয়া, অবিলম্বে সেই লোঙ্গরটী অট্টালিকায় নিক্ষেপ করিলেন এবং সজোরে শৃঙ্খল টানিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, লোঙ্গরটী বাটীর অভ্যন্তরে কোথাও আবদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে অট্টালিকা প্রবেশে তাঁহার পক্ষে আর অসুবিধা রহিল না, তিনি সেই শৃঙ্খল ধরিয়া ক্রমেক্রমে অট্টালিকার প্রাচীরোপরি উঠিলেন, তথা হইতে প্রাসাদের অলৌকিক শোভা দর্শনে তাঁহার চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হইল। কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভিতরের কোথায় কি আছে, সবিশেষ সন্ধান পাইবার জন্যই তিনি এতাদৃশ কষ্ট স্বীকার করিয়া এরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এক্ষণে সেই শৃঙ্খল সাহায্যে বাটীর মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। বিবিধ ফল পুষ্প সুশোভিত বৃক্ষ লতাদি পূর্ণ উদ্যানখণ্ড সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিল. তিনি চকিতনেত্রে তরুরাজির মনোহর শোভা দর্শনে পুলকিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; তিনি যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সেই দিকেই নয়নরঞ্জন দৃশ্য; কিন্তু বহু অন্বেষণে কোথাও তিনি জনমানবের সন্ধান পাইলেন না; অথচ ঘর দ্বার সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে! এরূপ স্থান জনশূন্য দেখিয়া তাঁহার মনে নানা ভাবের সঞ্চার হইল; অবশেষে তিনি সেই স্থানটী মায়াপুরী বলিয়া স্থির করিলেন। দৈববলে সাহাজাদার এখন কিছুতেই ভয় নাই। তিনি কৌতূহলবশে তন্ন তন্ন করিয়া অট্টালিকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিলেন; বহু অনুসন্ধানের পর একখানি অয়স্কান্তমণিখচিত পর্য্যঙ্ক তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। সাহাজাদা সেরূপ অপূর্ব্ব বস্তু

কোথাও দেখেন নাই! তিনি পর্য্যঙ্ক দর্শনে এককালে বিমোহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই পর্য্যঙ্ক সমীপে উপনীত হইলেন। পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেণনিভ বিমল শয্যা প্রস্তুত রহিয়াছে, তদুপরি একখণ্ড রেশমী বস্ত্রাচ্ছাদিত যেন একটী নরদেহ অগাধ নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। জানআলম ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে সেই আচ্ছাদিত বস্ত্রখানি সরাইয়া দেখিলেন, এক অপরূপ মূর্ত্তি শয্যায় শায়িত; কিন্তু তাহার মস্তকদেশ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন। এবম্বিধ বীভৎস ব্যাপার দর্শনে সাহাজাদা এককালে ভয় ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইলেন, কিন্তু পরক্ষণে চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি স্থির বুঝিলেন যে, আবার কোন দুর্ব্বিপাকের সম্মুখীন হইয়াছেন। দৈত্যদানবের উপদ্রবে জানআলম পুনঃ পুনঃ প্রপীড়িত হইয়াছেন, এক্ষণে পুনশ্চ কি অভিনব দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবে, তিনি একাগ্রচিত্তে সেই অশুভ সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; তিনি একে একে গৃহের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন! তাহাতে সাহাজাদার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল; তিনি ছাদদেশে এক রমণীর মুণ্ড শূন্যে অবস্থিত দেখিলেন; সেই ছিন্ন মুণ্ড হইতে ফোঁটা ফোঁটা শোণিত নিঃসৃত হইতেছে, সেই রক্ত বিন্দু জলে পতিত হইবামাত্র এক একটী মণিরূপে ভাসিয়া যাইতেছে।

ভাসমান মণিমালা সম্বন্ধে জানআলমের যে কৌতূহল জন্মিয়াছিল, এক্ষণে তাহা বিদূরিত হইল বটে, কিন্তু শয্যাশায়িত দেহ ও শূন্যবিরাজিত মস্তক দর্শনে সাহাজাদার মনে প্রিয়তমা আঞ্জামান আরার কথা উদয় হইল। পতিপ্রাণা আঞ্জামান আরা সাহাজাদার হৃদয়েশ্বরী, সেই মনোরমার কথা সহসা

স্মৃতিপথে জাগরিত হওয়ায় তিনি মৃতদেহের প্রতি এক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। যে প্রণয়িনীর জন্য তিনি বাদশাহকুমার হইয়াও দীন হীন ভাবে বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন, আজি তাঁহাকে সেই মনোমোহিনীর ছিন্নমুণ্ড দেখিতে হইল! আঞ্জামান আরা জানআলমের হৃদয় সর্ব্বস্ব, সাহাজাদা সাহাজাদির কারণ প্রাণ বিসর্জ্জনেও পরাঙ্মুখ নহেন; উপস্থিত ঘটনা দর্শনে তিনি এককালে হতবুদ্ধি ও উন্মাদপ্রায় হইলেন। কিন্তু এ অদ্ভুত রহস্য ভেদ করিবার জন্য তিনি প্রগাঢ়চিত্তে চিন্তামগ্ন হইলেন। বহুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সাহাজাদা তৎসম্বন্ধে যতই মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর প্রণয়িনীর অপরূপরূপমাধুরীই তাঁহার চিত্তপটে চিত্রিত হইয়া হৃদয় যে অধিকতর ব্যথিত করিতে লাগিল।

জানআলম মায়াপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এতাবৎকাল বীভৎস দৃশ্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে তিনি শীঘ্রই কোন নূতন বিপদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান প্রায় হইয়া আসিল, পশ্চিম গগনে ক্ষীণপ্রভ আরক্তিম তপনদেব ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইলেন, পশু পক্ষী জীবজন্তু একে একে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাগত হইল, তমজালে ধরাতল আচ্ছন্ন হইল। সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই সহসা সেই স্থানে এক বিকট ঝঞ্ঝাবাতের শব্দ হইল। সাহাজাদা অনুভব করিয়াই মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিপদের আর বিলম্ব নাই; তিনি

তদ্দণ্ডে যোগীবর দীক্ষিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ভ্রমররূপ ধারণ করিলেন।

এদিকে এক বিকটাকার দৈত্য সগর্ব্বে সেই প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইল; তাহার গভীর গর্জ্জনে ধরাতল কাঁপিয়া উঠিল। দানব পুরীপ্রবেশ করিয়াই মনুষ্যগন্ধের আঘ্রাণ পাইয়া, এদিক ওদিক চতুষ্পার্শ্বে তন্ন তন্ন ভাবে অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু কোথাও জনমানবের সন্ধান পাইল না। অগত্যা পিশাচ অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইয়া কুসুমকানন হইতে একটী শ্বেতবর্ণের পুষ্প চয়ন করিয়া যে গৃহে কবন্ধদেহ শয্যা শায়িত ছিল; তথায় উপস্থিত হইয়া হস্তস্থিত কুসুমটী ছিন্ন মস্তকের সন্নিকটে ধারণ করিল। এইরূপ করিবামাত্র উর্দ্ধদেশ হইতে মস্তক আসিয়া ছিন্ন দেহের সহিত সংলগ্ন হইল। দৈত্য আঞ্জামানআরাকে সজীব করিয়া অকস্মাৎ এরূপ নরগন্ধের কারণ জিজ্ঞাসা করিল; আঞ্জামানআরা এতাবৎকাল ছিন্নশির অবস্থায় শয্যাশায়িতা ছিলেন, তিনি দানবোক্ত ঘটনার বিন্দুবিসর্গও অবগতা নহেন, তথাচ নৃশংস দৈত্য তাঁহার প্রতি কর্কশভাষায় কটুকাটব্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। সাহাজাদী নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে দানবের ক্রোধ নিবারণে সযত্না হইলেন। তৎপরে পিশাচ কথা প্রসঙ্গে আঞ্জামানআরার সতীত্ব নাশের প্রয়াসী হইলে, সাহাজাদী সসম্ভ্রমে বিনয়পূর্ণ বচনে বলিলেন, "দৈত্যপতি! আমি আপনার যেদিন হস্তগত হইয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার মানসম্ভ্রম ধর্ম্ম কর্ম্ম লাজ লজ্জা সমস্তই আপনার আয়ত্ত হইয়াছে। আপনি আমার প্রতি যখন যাহা করিতে অনুমতি করিবেন, তদ্দণ্ডে তাহা পূরণ করিতে আমি বাধ্য, অন্যথা করিতে আমার শক্তি নাই;

কিন্তু আপনি আমার প্রার্থনা মত প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, নির্দ্দিষ্ট দিন পূর্ণ না হইলে আমার সহিত সহবাস করিবেন না। দানবেশ্বর! আপনি কি এখন সেই নিজ প্রতিশ্রুতি বাঁক্যের অন্যাথা করিবেন? সে দিনের আর বিলম্ব নাই, দেখিতে দেখিতে দিন পূর্ণ হইয়া আসিলে, আমার ব্রত উদযাপন হইলে, আপনি আমার সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন, তখন আর আমার কোন ওজর আপত্তি থাকিবে না।" দুরাত্মা দানব আঞ্জামান আরার কথায় 'ভাল, তাহাই হউক' বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন।

দানবসমাগমে জানআলম যে ভ্রমরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, এক্ষণেও তিনি সেই ভাবেই রহিয়াছেন; তিনি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া দৈত্য ও রমণীর পরস্পর কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন। যে আঞ্জামানআরার কারণ তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য, পিতৃমাতৃ স্নেহ, রাজ্যসুখে বিসর্জ্জন দিয়া দীনের দীন অনাথভাবে দিনযাপন করিতেছেন, যাহার কারণ তিনি পদে পদে বিপদাপন্ন অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইয়াও মুখমালিন্য বা বিরক্তি ভাব বিকাশ করেন নাই, আজ সেই প্রণয়িনী দুর্জ্জয় দৈত্যসহ যেরূপ ভাবে কথোপকথন করিতেছেন, সে কথার মর্ম্ম, ব্যথার ব্যথী সাহাজাদার হৃদয়ের স্তরে স্তরে পৌঁছিতে লাগিল; তিনি অন্তরাল হইতে তাহাদের উভয়েরই কার্য্যকলাপের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন এবং এরূপ বিঘ্নবিপত্তিতেও যে প্রণয়িনী আত্মসংরক্ষণে সক্ষমা হইয়াছেন, দেহ বিক্রয়ে বাধ্য হন নাই, মনে মনে তিনি এই ভাবের যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই তাঁহার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইল। পতিপ্রাণা সতীর হৃদয়ভাব পতির অজ্ঞাত থাকা অসম্ভব!

দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল; পিককুল কাকলীতে ধরণীর নীরব নিস্তব্ধভাব বিদূরিত হইল। দৈত্য শশব্যস্তে একটী বৃক্ষ হইতে লোহিত বর্ণের পুষ্প চয়ন করিয়া আঞ্জামান আরার নাসিকাগ্রে স্পর্শ করাইবা মাত্র রমণীর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ব্ববৎ রহিল, পিশাচ তথা হইতে স্থানান্তরিত হইল। দৈত্য প্রস্থান করিবামাত্র জানআলম সত্বর নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষ হইতে একটী শ্বেত পুষ্প চয়ন করিয়া প্রিয়ার শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইলেন এবং দানব যে যে উপায়ে আঞ্জামান আরাকে সজীব করিয়াছিল, সেই সেই কৌশলে রমণীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

বহু দিনের বিরহজনিত শোকভারে উভয়েই জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বিজন বিপত্তিপূর্ণ স্থানেও উভয়ের সাক্ষাতে উভয়ে এককালে আনন্দে মগ্নপ্রায় হইলেন; কিয়ৎক্ষণ উভয়ের মুখে একটীও কথা নিঃসৃত হইল না; উভয়ে উভয়ের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল। তৎপরে জানআলম অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "প্রাণেশ্বরি! তোমার এই দশা. হা অদৃষ্ট! ভাগ্যদোষে আমাদের কত কষ্টই ভোগ করিতে হইল।" সাহাজাদার মুখ হইতে আর একটী কথাও বহির্গত হইল না, তিনি শোকোচ্ছ্বাসে সংজ্ঞাহীন হইলেন, আঞ্জামান আরা পতির বিকৃত ভাব দর্শনে কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "সাহাজাদা! এ জন্মে উভয়ের যে পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, বুঝি এতদিনে বিধাতা কৃপাকটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন।" স্ত্রীপুরুষ উভয়ে বহুক্ষণ বিলাপের পর প্রকৃতস্থ হইয়া এক্ষণে সেই ভীষণ দৈত্যপুরী হইতে পরিত্রাণের

মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। জানআলম প্রেয়সীকে হৃদয়ে লইয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে! এত জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও রমণীর অমূল্য মণি সতীত্ব রত্নে যে বঞ্চিতা হও নাই, ইহাপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি আছে? গত রাত্রিতে দৈত্যসহ তোমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আমি তাহা স্বকর্ণে সমস্তই শুনিয়াছি। যখন বিপদ্ ঘটিয়াছে, অবশ্য উদ্ধার হইবে; তজ্জন্য আর চিন্তা কি? ঈশ্বর করুন যেন আমাদের উভয়ে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না হয়।"

বিরহের পর মিলনে, যুবক যুবতীর কথার বিরাম নাই। মনের আবেগে উভয়ে উভয়ের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া কত কথা, কত শোক তাপ প্রকাশ করিতেছেন, উভয়েরই নয়নযুগল হইতে দর দর ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। দম্পতির এইরূপ শোকহর্ষে সময়যাপনকালে, সহসা তথায় এক দৈত্যের আবির্ভাব হইল। সস্ত্রীক জানআলম এরূপ চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন রহিয়াছেন যে, তাঁহারা যে দৈত্যপুরীতে কালযাপন করিতেছেন, সে কথা তাহাদের আদৌ স্মরণ নাই। সমাগত দৈত্য পূর্ব্বক্ষণে বিমানপথে বিচরণকালে উক্ত দম্পতির বিলাপগীতি শ্রবণে দয়ার্দ্র চিত্তে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, এক্ষণে স্ত্রীপুরুষকে প্রকৃতই বিপন্ন জানিয়া উভয়ের উদ্ধার সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উক্ত স্থানে উপনীত হইয়াছেন।

কালস্রোতের গতি রোধ হইবার নহে, প্রতিনিয়ত নিয়মের পথে চলিয়া প্রকৃতির কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, প্রভাতের পর মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল, স্ত্রীপুরুষ পরস্পর কথাস্রোতে ভাসমান, সময়ের প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই। দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্ন

অতিবাহিত হইয়া অপরাহ্নের উপক্রম হইল, প্রখর সূর্য্যকিরণ হ্রাস হইয়া আসিল, তথাপিও প্রণয়ীযুগল মুখামুখি করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে। আবির্ভূত দৈত্য অন্তরাল হইতে করুণনয়নে তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে সহসা জানআলমের দৃষ্টি দৈত্যের প্রতি পতিত হওয়ায়, সাহাজাদা শঙ্কিত হইলেন। দানব, দর্শকের শঙ্কিত ভাব জানিতে পারিয়া, সানন্দচিত্তে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, "বৎস! ভয় নাই, ভয় নাই! আমি বহুক্ষণ হইতে তোমাদিগের শোকগাথা শুনিতেছি এবং উপস্থিত বিপদ হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই এখানে উপস্থিত হইয়াছি; পিতার ক্রোড়ে থাকিলে পুত্র কন্যার যেরূপ কোন ভয়ের কারণ থাকে না, তোমরা আমাকে সেইরূপ পিতা জানিয়া নিশ্চিন্তভাবে মনের আনন্দে কালক্ষেপ কর।" দৈত্য দর্শনে সাহাজাদার প্রাণে ভয় সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই পতিপ্রাণা আঞ্জামান আরা একবারে ভয়াভিভূতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে দৈত্যপতির এরূপ আশ্বাস বাক্যে সাহাজাদিও প্রকৃতিস্থা হইলেন। অনন্তর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলিত হইয়া দৈত্যের পদধারণ করিয়া, শরণাগত হইলেন, দানবও যথাযথ উভয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক তুষ্ট করিলেন। জানআলম কৃতজ্ঞচিত্তে বলিলেন, "দৈত্যরাজ! আজ আমরা যেরূপ বিপদে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, ইহা হইতে পরিত্রাণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এখন বোধ হইতেছে, বিধাতা আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন। ভাগ্য আমাদিগের প্রতি বড়ই সুপ্রসন্ন, তাই এ ঘোর বিপদে আপনি আমাদের সহায়ভাবে স্বয়ং আসিয়া উপ-

স্থিত হইয়াছেন।” এইরূপ পরস্পর কথাবার্ত্তার কিয়ৎক্ষণ পরেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ধরণী ক্রমে ক্রমে অন্ধকারজালে আচ্ছন্ন হইলে, দৈত্য সমাগমের আর বিলম্ব নাই জানিয়া, আঞ্জামান আরা ভয়ব্যাকুলচিত্তে রোদন করিয়া উঠিলেন, সতীর রোদনে পতিরও হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। উদারচেতা দৈত্য স্মিতমুখে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা প্রবল প্রবাহে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে ধূলারাশি গগন আচ্ছন্ন করিল। দৈত্যরাজ, গৃহস্বামী দৈত্যের সমাগম বুঝিতে পারিয়া, সতর্কভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জনে দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল এবং গৃহমধ্যে আঞ্জামানআরার নিকট এক যুবা উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। সাহাজাদা এ যাত্রা আর নিস্তার নাই জানিয়া, ভয়ব্যাকুলচিত্তে ধরাশায়ী হইলেন; দুর্দ্দান্ত দৈত্য সুতীক্ষ্ণ তরবারি আঘাতে জানআলমের প্রাণসংহারে উদ্যোগী হইলে, দৈত্যপতি তদ্দণ্ডে তাহার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া এরূপ বীরত্ব সহ তাহার হস্তদ্বয় ধারণ করিল যে, সেই দৈত্য বিশেষ প্রয়াস পাইলেও সাহাজাদার প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে পারিল না; দৈত্যরাজ ও দৈত্যে বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল, উভয়েই উভয়কে প্রবল পরাক্রমে আক্র-মণ করিল, কিন্তু উভয়েই দৈত্যকুল সম্ভূত হইলেও পরস্পর স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি সম্পন্ন; একের উদ্দেশ্য সংহার, অন্যের উদ্দেশ্য রক্ষা; সচ্চিদানন্দ ভগবান সাধুর উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া থাকেন; প্রকৃতির নিয়মানুসারে সাধুর শান্তি ও পাপাত্মার দারুণ যন্ত্রণা ভোগ চিরনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আততায়ী

দৈত্য মহামতি দৈত্যপতির এরূপ আয়ত্ত হইয়া পড়িল যে, তাহার নড়িবার শক্তি এককালে রহিত হইল। জানআলম একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে উভয়ের বীরবিক্রম দেখিতেছিলেন, এক্ষণে শত্রু আশ্রয়দাতার করগত জানিয়া, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া সাধুপ্রকৃতি দৈত্যের নিকট আক্রান্ত দৈত্যের বিনাশ জন্য অনুমতি প্রার্থী হইলে, তদ্দণ্ডে তিনি সাহাজাদার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। জানআলম শাণিত তরবারি সহায়ে বিপক্ষের প্রাণ সংহার করিলেন। যাহার ভয়ে প্রণয়িযুগল এতাবৎকাল সশঙ্ক অবস্থায় ছিলেন, এক্ষণে তাহার ধ্বংশ সাধন করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রাণদাতা দৈত্যপতি উভয়কে প্রীতিপূর্ণ নয়নে সন্তুষ্ট করিয়া সাহাজাদাকে বলিলেন, "বৎস! এখন নিঃশঙ্কচিত্তে কালযাপন কর; তোমাদের স্ত্রীপুরুষের কাতর ভাব দেখিয়াই উদ্ধারসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, এক্ষণে জগদীশ্বর আমার মুখ রক্ষা করিয়াছেন।" দৈত্যপতির কথা শুনিয়া সস্ত্রীক জানআলম তাঁহাকে প্রণামানন্তর বলিলেন, "মহাত্মন্! আপনার অনুগ্রহেই আমরা এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। এখন অনুমতি করুন, আমরা স্বদেশ যাত্রা করি; বহুকালাবধি নানা বিঘ্ন বিপত্তিতে পতিত হইয়া বিদেশ ভ্রমণে সাতিশয় ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি।" প্রত্যুত্তরে দৈত্যপতি বলিলেন, "বৎস! তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমি পাপমতি দৈত্যের প্রাণ সংহার করিয়াছি, এক্ষণে এ দৈত্যপুরে তোমরা স্ত্রীপুরুষে সুখসচ্ছন্দে আমোদ প্রমোদ কর, আমি বর্ত্তমান থাকিতে তোমাদিগের কোন বিপদেরই

সম্ভাবনা নাই।” সাহাজাদা বলিলেন, “দৈত্যপতি! পিতৃ মাতৃ সংবাদ কারণ আমরা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি, অধিকন্তু মেহেরনিগার নাম্নী আমার এক সহধর্ম্মিণী অন্যত্র অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকেও আমাদের সহিত লইয়া যাইতে হইবে। এজন্য এখানে আর ক্ষণকাল অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা নাই!”

দৈত্যসহ জানআলমের বহুক্ষণ ধরিয়া কথোপকথন হইল। তৎপরে দৈত্য তথায় স্বীয় অনুচরবর্গ আনাইয়া সাহাজাদা ও সাহাজাদীর বিদায় কালীন মহা ভোজের আয়োজন করিলেন। সস্ত্রীক জানআলম প্রীতিভোজ সমাপনপূর্ব্বক দৈত্যপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় প্রদানে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রীপুরুষের পুনঃ পুনঃ আকিঞ্চনে দৈত্য-পতি অগত্যা স্বীকৃত হইলেন এবং জনৈক বিশ্বস্ত অনুচরকে তাঁহাদিগের অনুগামী হইতে বলিলেন; কিন্তু জানআলম তাহাকে ভক্তির সহিত অভিবাদন করিয়া বলিলেন, “মহাশয়! আপনার অনুগ্রহে পথিমধ্যে আমাদের আর কোন আশঙ্কা ঘটিবে না, সমভিব্যাহারী লোকের প্রয়োজন নাই, আমরা উভয়েই যাত্রা করি।” দৈত্যপতি সাহাজাদার কথায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। সস্ত্রীক জানআলম ক্ষুণ্ণমনে দৈত্যপুরী ত্যাগ করিলেন।

স্বদেশযাত্রাকালীন মেহেরনিগারের সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইবেন, জানআলমের একান্ত ইচ্ছা; কিন্তু সাহাজাদী এক্ষণে কোথায় কি ভাবে অপেক্ষা করিতেছেন, তাহার বিন্দুবিসর্গও তিনি অবগত নহেন, অথচ তিনি তাঁহার উদ্দেশেই সস্ত্রীক যাত্রা করিতেছেন। কিয়ৎদূর

যাইতে না যাইতে আঞ্জামানআরা পথশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সাহাজাদী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, ধন ধান্য পূর্ণ বিশাল সাম্রাজ্যপতির একমাত্র দুহিতা, অপর পক্ষে খোতনাধিপতির পুত্রবধূ। কিয়ৎকাল পথপর্য্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়া বাদশাহকুমারী এরূপ অবস্থাপন্না হইয়াছিলেন যে, তিনি আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। জানআলম পত্নীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু পরক্ষণে প্রতীকার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া যোগীবর প্রদত্ত মন্ত্র স্মরণ করিলেন, অধিকন্তু সেই মন্ত্রে সাহাজাদীকে দীক্ষিত করিয়া উভয়েই পক্ষীরূপ ধারণের কল্পনা করিলেন এবং তদ্দণ্ডে উভয়ে বিহঙ্গম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিমানপথে উড্ডীয়মান হইলেন। উভয়ে কতক দূর যাইয়া এক বৃক্ষশাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে পক্ষীরূপে পক্ষী সহবাসে বনে বনে যথেচ্ছ বিহারে তাহাদিগের দিনাতিপাত হইতে লাগিল, কিন্তু দুর্লভ মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া পরিণামে নিকৃষ্ট পক্ষী জীবনে দিনযাপন উভয়ের পক্ষেই কষ্টের কারণ হইল। জলধারে বারিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে মেহেরনিগারও জলমগ্ন হইয়া প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু রূপসী যুবতীর রূপই পরম শত্রু। এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর সান্ধ্যসমীরণ সেবনে বাহির হইয়া ঘটনাক্রমে নদীবক্ষে মৃতপ্রায় মেহেরনিগারকে দেখিতে পান। মানব প্রকৃতিবশে তাঁহাকে বিহার-তরঙ্গিণীতে তুলিয়া চৈতন্য সম্পাদন করেন,

গৃহে লইয়া যান। পরে অগাধ জলের ছিন্নলতিকা ফুল্লসরোজিনী সহবাসে পাপমতি বিলাসবাসনা পরিতৃপ্তির চেষ্টা করে। মেহেরনিগারের নিকট তাহার মনোভাব অজ্ঞাত রহিল না; সওদাগর এক দিবস কথায় কথায় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। মেহেরনিগার তাহাতে উত্তর করিলেন, "আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, অগণন দাস দাসী আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত; আপনি দাতা, আমি আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। সকল বিষয়েই আমি আপনার শরণাগত—এরূপ অবস্থায় আমার আর পরিচয় কি?—মান মর্য্যাদা, বংশসম্ভ্রম সকল পক্ষেই আমাকে আপনা হইতে নিকৃষ্ট জানিবেন। আমি আপনাকে বাদশাহকুমারী বা বেগম বলিয়া পরিচয় দিলেও আপনার মনে যে ভাবের সঞ্চার হইবে, সামান্য হীনবংশসম্ভূতা বলিলেও সে ভাবের ভাবান্তর হইবে না। যেহেতু আমি কে, কি বৃত্তান্ত, তাহার সত্য সংবাদ, আমার কথায় আপনি কি বুঝিতে পারিবেন? আমি আপনার নিকট যাহা প্রকাশ করিব, হয়ত আপনি আমাকে সেইভাবেই গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু প্রকৃত প্রমাণ ব্যতীত আমার প্রতি আপনার আস্থা জন্মিতে পারে না।" রমণীর কথা শুনিয়া সওদাগর কথা প্রসঙ্গে পরিচয়ের কথা আদৌ উত্থাপন করিল না; কিন্তু যুবতীর যুক্তিপূর্ণ প্রত্যুত্তরে তিনি যে ভদ্রকুলোদ্ভবা, তদ্বিষয়ে তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্তি আশায় সওদাগর এককালে অধীর হইয়াছে। জাতি ধর্ম্ম মান সম্ভ্রম কোন দিকেই এক্ষণে তাহার লক্ষ্য হইতেছে না। যে কোন উপায়ে হউক, মেহেরনিগারের

সহিত মিলিত হইলেই সওদাগর যেন আপনাকে কৃতকৃতার্থ ও চরিতার্থ জ্ঞান করে। যুবতী এক্ষণে আয়ত্ত হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলেই তাহার অসদভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু যুবতীর সম্মতি ব্যতীত এরূপ মহাপাতকে হস্তক্ষেপ করিতে হীনমতির সাহসে কুলাইতেছে না। সওদাগর অবশেষে হৃদয়ভাব সাহাজাদী সমীপে ব্যক্ত করিলে, প্রত্যুৎপন্নমতি মেহেরনিগার সসম্ভ্রমে সাদরে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আপনি আমার পাণি-গ্রহণ করিবেন, ইহাপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু আপনি ভূস্বামী, আমি আপনার শরণাগতা; লোকে ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিয়া ন্যায়ের পক্ষ সমর্থনে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকে; আপনার নিকট আমার অন্য কামনা নাই, তবে এই মাত্র প্রার্থনা যে, আমি একটী ব্রতপালনে সংবত থাকায় এক বৎসর কাল আপনার কথামত কার্য্য করিতে পারিব না। সময় পূর্ণ হইলেই আমি আপনার দাসীত্বে দেহ বিক্রয় করিব, তাহাতে আমি দ্বিরুক্তি করিব না। এক্ষণে আমি সকল বিষয়েই আপনার অনুগ্রহ ও অনুমতিসাপেক্ষ। আপনি যাহা বলিবেন, অবনত মস্তকে তদ্দণ্ডে তাহা পূরণ করিতে আমি ধর্ম্মমতে বাধ্য আছি—আমার আর কোন কথা নাই; আপনি আমার প্রার্থনা মত যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়-সঙ্গত বিচার করিয়া আমাকে যাহা করিতে আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব।" সুচতুরা মেহেরনিগারের সুমিষ্ট বাক্যালাপে সওদাগর সন্তুষ্ট হইয়া তদ্দণ্ডে মেহেরনিগারের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। ইতিপূর্ব্বেই সাহাজাদীর জন্য স্বতন্ত্র বাটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; তথায় তিনি কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্তভাবে

কালযাপন করিতেছিলেন। সওদাগর সময়ে সময়ে সাহাজাদীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের কথা উত্থাপন করিত, সাহাজাদী তাহাতে কোন ওজর আপত্তি করিতেন না।

মেহেরনিগারের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান সংযুক্ত পুষ্পোদ্যান বিবিধ মনোরম ও সুগন্ধি কুসুমরাজী পরিপূর্ণ। এই বিলাসকাননে সওদাগর সময়ে সময়ে আসিয়া বিচরণ করিত; কিন্তু যে দিন অবধি মেহেরনিগার সেই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, সেইদিন হইতেই সওদাগর বিনা সংবাদে আর তথায় আসিত না। যেদিন তথায় ভ্রমণের ইচ্ছা হইত, অগ্রে সাহাজাদীকে লোকদ্বারা সংবাদ পাঠাইত এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রীতি উদ্যানে বেড়াইতে আসিত। তথায় একমাত্র সাহা-জাদীর সহিত কথাবার্ত্তায় বণিকের সময় যাপিত হইত; কিন্তু অধিকক্ষণ একসঙ্গে থাকা চলিত না। সওদাগর কোনরূপে এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিতে পারিলেই সাহাজাদীর সহিত প্রণয় মিলনে সম্মিলিত হইয়া মনের সুখে যাপন করিবে, ইহাই তাহার একমাত্র বাসনা। অভাগা বণিক সেই অন্ধবিশ্বাসে ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া আশ্বস্তভাবে কাল প্রতীক্ষা করিতেছিল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইবার আর অধিক বিলম্ব রহিল না। পতিপ্রাণা মেহেরনিগার এতা-বৎকাল স্বামী-সম্মিলন আশায় কতই উৎকণ্ঠিতচিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন; কিন্তু প্রস্তাব মত সময় পূর্ণ হইয়া আসি-তেছে জানিয়া, তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। প্রতিক্ষণেই তাঁহার অমূল্যনিধি সতীত্ব রত্ন নষ্ট হইবার আশঙ্কায় আশঙ্কিতা হইতে লাগিলেন। বণিকের হস্ত হইতে মুক্তি

লাভের উপায় চিন্তায় নির্জ্জন কুসুমকাননস্থ একটী বৃক্ষতলে চিন্তায় নিমগ্না আছেন, এমন সময়ে সহসা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপে একটী শুকপক্ষী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। সাহাজাদী সতৃষ্ণনয়নে উক্ত শুকের প্রতি যতই দেখিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই তাঁহার চিত্ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল।

শুকপক্ষী পূর্ব্ব হইতেই সাহাজাদীর বিলাপকাহিনী শুনিতে ছিল, এক্ষণে মেহেরনিগারের দৃষ্টি তৎপ্রতি পতিত হওয়ায় কাতরকণ্ঠে বলিল, "সাহাজাদি! আপনি কি জন্য এরূপ বিলাপ করিতেছেন?" শুকের মুখে পতিপ্রাণা এরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া দ্বিগুণবেগে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় উৎস এককালে উথলিয়া উঠিল। তিনি কিছুতেই আর শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পতির উদ্দেশে কত কথাই বলিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি যেন এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। শুক সাহাজাদীর বিকৃতভাব জানিয়া নানাবিধ প্রবোধবাক্যে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিয়া কথায় কথায় তাঁহার পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। মেহেরনিগার সজল নয়নে একে একে সকল বৃত্তান্ত শুক পক্ষীকে উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তিনি যে দারুণ মর্ম্ম যাতনায় দিবারাত্র দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছেন, সে দারুণ শোকানল কিছুতেই নিবারণ হইবার নহে। শুক তদুত্তরে বলিল, "বাদশাহকুমারি! আপনি যাহা বলিতেছেন, সকলই সত্য; কিন্তু ভগবান কাহার অদৃষ্টে কখন কিরূপ করেন, তাহা মনুষ্যের প্রতিবিধান করিবার সাধ্য নাই! আপনি অবশ্য শোককাতরা; তাহার ঘাত প্রতি-ঘাতেই এরূপ মর্ম্মাহতা হইয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টিতে

অবশ্যই এভাবের ভাবান্তর হইবে। বিলাপ পরিতাপের প্রয়োজন নাই, আপনি প্রকৃতিস্থা হউন, আমি আপনার মুক্তির জন্য যথাশক্তি চেষ্টিত হইব। আপনি যেরূপ দুঃসহ দুঃখানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছেন, স্থির জানিবেন, আমিও আপনার মত অনুতপ্ত চিত্তে কালযাপন করিতেছি; জানিনা, ভগবান কতদিনে আমার প্রতি সদয় হইবেন! আমি যাঁহাদের দুঃখের কারণ হইয়াছি, পুনশ্চ কতদিনে তাঁহাদের সুখী দেখিয়া প্রাণে আনন্দ পাইব। অধিক কি, আপনি যে জানআলমের কথায় শুকপক্ষীর কথা উল্লেখ করিলেন, আমিই সেই সকল অনিষ্টের মূল মহাপাতকী শুকপক্ষী; আমারই জন্য অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধীশ্বর সাহাজাদা জানআলম সকল সুখে বিসর্জ্জন দিয়া দীন হীন ক্ষুণ্ণ মনে বিবাদ বিসম্বাদে কালাতিপাত করিতেছেন; এতাবৎকাল আমি তাঁহারই অন্বেষণে স্থানে স্থানে বেড়াইতেছি।” সাহাজাদী শুকের পরিচয় পাইয়া সাদর সম্ভাষণে তাহাকে বক্ষে লইয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বনে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন, প্রিয়জননিদর্শক শুকপক্ষী সাহাজাদীর সোহাগের সামগ্রী হইল।

এইরূপে বহুক্ষণ পরস্পর কথাবার্ত্তার পর, সাহাজাদী শুকপক্ষীকে সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক নিজকক্ষে উপনীত হইলেন, তথায় সাহাজাদার উদ্দেশে বিলাপপূর্ণ একখানি পত্রিকা লিখিয়া তিনি সেই পত্রখানি স্বামীসকাশে প্রদান করিবার জন্য পক্ষীকে প্রদান করিলেন। শুকও সাহাজাদীর আদেশমত পত্রিকাখণ্ড চঞ্চুপুটে গ্রহণ করিয়া বিমানপথে উড্ডীন হইল। সাহাজাদী একদৃষ্টে বিমানবিহারী পক্ষীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে শুক মেহেরনিগারের দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। সাহাজাদী এক-

মনে একপ্রাণে ব্যাকুলচিত্তে পতির মঙ্গলকামনায় পতিতপাবন জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

এদিকে বিহঙ্গমরূপধারী জানআলম ও আঞ্জামানআরা, মেহেরনিগারের অনুসন্ধানে দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেছেন, পক্ষীদেহ ধারণ করিয়া সতত ভীত, সন্ত্রস্ত থাকিয়া কত কষ্টে যে উভয়ের দিন ক্ষেপ করিতে হইতেছে, সে কষ্টের প্রতি উভয়েরই লক্ষ্য নাই। যে কোন উপায়ে হউক, মেহেরনিগারের সহিত মিলিত হইলেই যেন তাঁহাদের সকল দুঃখ ঘুচিয়া যায়; কিন্তু এতাবৎকাল পর্যটনে কোন ফল হইল না দেখিয়া, উভয়েই সন্তপ্তচিত্তে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

শুকপক্ষী মেহেরনিগারের সন্ধান পাইয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছে, কিন্তু জানআলম ও আঞ্জামানআরার সহিত মিলিত না হইলে, তাহার প্রাণে স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। যে কোন উপায়ে হউক, সাহাজাদার দর্শনলাভ জন্য ব্যগ্র হইয়া শুক দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তাহার এত আয়াস এত যত্ন ও পরিশ্রম, জানআলমের দর্শন বিহনে সকলই ব্যর্থ হইতেছে; তথাচ প্রভুপরায়ণ পক্ষীর কার্য্যের বিরাম নাই। তাহারই কথায় সাহাজাদার ঈদৃশ দশা উপস্থিত হইয়াছে, সেজন্য শুক নিজ জীবনের প্রতি এককালে মমতাহীন হইয়াছে,

যে কোন উপায়ে প্রভুর মঙ্গলসাধন করিতে পারিলেই সে যেন আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে।

একদিন পত্নীসহ জানআলম একটী বৃক্ষে আসীন হইয়া উভয়ে সুখ দুঃখের কথা উত্থাপন করিয়া বিলাপ পরিতাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মেহেরনিগারপ্রেরিত পত্রখানি চঞ্চুপুটে লইয়া শুকপক্ষী তথায় উপস্থিত হইল। সাহাজাদা বা সাহাজাদীর তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই, দম্পতী এক মনে এক প্রাণে আপনাদিগের ভালমন্দ কথাবার্ত্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, শুকপক্ষী একাগ্রচিত্তে তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিতেছে; এমন সময়ে জানআলম মেহেরনিগারের কথা উল্লেখ করিয়া বিলাপ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। শুকপক্ষী জানআলম মুখে সাহাজাদীর নাম শুনিয়া বিস্ময় ব্যাকুলচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মুখ হইতে একটীও কথা নিঃসৃত হইল না; মনের আবেগে জান-আলম প্রাণপ্রিয়া মেহেরনিগারের উদ্দেশে কত কথাই বলিতে লাগিলেন; আঞ্জামানআরা পতিকে নয়নজলে ভাসিতে দেখিয়া তাঁহার সহিত বিলাপে যোগ দিলেন। উভয়েরই নয়নযুগল হইতে দরদর ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল, সে ধারার আর নিবৃত্তি নাই। পতিপত্নীর ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শুক বলিল, "এই কি জানআলম ও আঞ্জামানআরা!" সহসা বনস্থলীর মধ্যে আঞ্জামানআরা ও জানআলমের নাম উচ্চারিত হওয়ায়, তাঁহারা উভয়েই চকিতনয়নে চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু সন্ধান পাই-লেন না, কিছুক্ষণ পরে দেখিতে দেখিতে একটী মাত্র শুকপক্ষী তাঁহাদের নয়নগোচর হইল, কিন্তু আর কোথাও কিছু

তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। শুকপক্ষী তদ্দণ্ডে বৃক্ষশাখা হইতে অবতীর্ণ হইয়া, শাখান্তরে যথায় আঞ্জামানআরা ও জান-আলম বসিয়া ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলে, অবিরলধারে তাহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ সমীপবর্ত্তী পক্ষীর নয়নদ্বয় হইতে এরূপ বারিবর্ষণে সস্ত্রীক সাহাজাদা সাতিশয় সন্দিগ্ধ হইলেন। হয়ত পুনরায় অভিনব কুহকজালে আবদ্ধ হইতেছেন, এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এরূপ সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহাদিগকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না; যেহেতু শুকমুখে আত্মপরিচয় শ্রবণে তাঁহাদের সকল চিন্তাই দূর হইল। তৎপরে উভয়ে মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শুককে সাদরে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শুক, মেহেরনিগারের পত্রখানি জানআলমের হস্তে প্রদান করিয়াছিল। সাহাজাদা প্রিয়তমার পত্রের এক এক পংক্তি পাঠ করেন, আর শোকসাগরে ভাসিতে থাকেন। মেহের-নিগার পত্রখানি এরূপ ব্যাকুলচিত্তে লিখিয়া ছিলেন যে, নয়নাসারে স্থানে স্থানে সিক্ত হইয়া গিয়াছে, অধিকন্তু সাহা-জাদীর চক্ষু হইতে প্রকৃতই রোদনচ্ছলে যে রক্তধারা বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা পত্রিকায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে! উভয়ে পত্রখানি পাঠে যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, তাহা কথায় প্রকাশ হয় না। তাঁহারা যাঁহার কারণ এরূপ ভাবে বনে বনে দুর্গম স্থানে বেড়াইয়া বেড়াইতে ছিলেন, এত দিনে তাঁহার সন্ধান হইল। কিন্তু পত্রে ও শুকমুখে তাঁহার শোচনীয় অবস্থা শুনিয়া উভয়ে সাতিশয় শোকাকুল হইয়া

পড়িলেন। একমাত্র জগদীশ্বর ভরসা, তিনি কৃপানেত্রে দৃষ্টি-পাত করিলে সম্মুখীন বিপদ হইতে সত্বর উদ্ধারলাভ হইতে পারে, ইহাই একমাত্র মুক্তির নিদান জানিয়া, উভয়ে জগৎপিতা জগদীশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন এবং কতদিনে মেহেরনিগারের সহিত মিলিত হইবেন, প্রতিমুহূর্ত্তে সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শুক তাঁহাদিগের সঙ্গের সাথী হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে সস্ত্রীক জানআলম শুকপক্ষীকে পথনির্দ্দেশক করিয়া মেহেরনিগারের অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। শুকপক্ষী স্মিতমুখে সস্ত্রীক জানআলমকে অভিবাদনপূর্ব্বক জানাইল যে, মেহেরনিগারের বাটীর তাঁহারা সম্মুখীন হইয়াছেন, অনতিবিলম্বেই তাঁহাদের সহিত মেহেরনিগারের দেখা সাক্ষাৎ হইবে। শুকের মুখে এরূপ শুভ সমাচার শুনিয়া আঞ্জামান-আরা ও জানআলম কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া, জগদীশ্বরের অপার করুণার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরক্ষণে শুকের সহ মেহেরনিগার সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। সহসা মেহেরনিগার সমীপে তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিলে, অকস্মাৎ বিঘ্ন সংঘটনের সম্ভাবনা। শুক তজ্জন্য তাঁহাদিগকে তথায় ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহারা মেহেরনিগারকে দেখিবার জন্য এরূপ অস্থির হইয়াছিলেন যে, কিছুতেই আর বিলম্ব করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা শুক তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া

মেহেরনিগারের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। শুকমুখে মেহের-নিগারের সংবাদ পাইয়া জানআলম ও আঞ্জামানআরা ইতিপূর্ব্বেই উভয়ে নিজ নিজ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু পুনরায় অভিনব বিপদ্ আশঙ্কায় উভয়ে বিহঙ্গ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছিলেন, এজন্য তাঁহাদের সহসা বিপদ্জালে পতিত হইবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না।

এদিকে মেহেরনিগার কুসুমকাননে শুকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াবধি ব্যাকুলচিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই সাহাজাদী, আঞ্জামানআরা ও জানআলমের শুভ আগ-মনের প্রতীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু দিনে দিনে যতই দিন যাইতে লাগিল, কিছুতেই অনাথিনীর মনোবাসনা পূর্ণ হইল না; নির্দ্দিষ্ট দিনে সওদাগর তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবে, দেখিতে দেখিতে সেদিন পূর্ণ হইয়া আসিতেছে, কোনরূপে দেহ বিসর্জ্জন দিতে পারিলেই পতিপ্রাণার এক্ষণে ধর্ম্মরক্ষা হয়। অভাগিনী মনোদুঃখে অধোমুখে বসিয়া দিবাযামিনী নয়নজলে ভাসিতে থাকেন। সওদাগর ভাবী প্রণয়িনীর চিত্তবিনোদন জন্য অনেকগুলি রূপবতী নর্ত্তকী ও গায়িকা নিযুক্ত রাখিয়াছে, কিন্তু সাহাজাদী যে অন্ত-র্জ্বালায় দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে থাকেন, সে ভাবের ভাবান্তর কিছু-তেই হইবার নহে। নর্ত্তকী ও গায়িকাবৃন্দ যথাকালে মেহের-নিগারের প্রীতি বিধানের জন্য নৃত্য গীত করিয়া থাকে, সাহা-জাদীর তৎপ্রতি আদৌ আসক্তি বা অনুরাগ নাই। তথাচ তিনি মনোভাব সংগোপন রাখিয়া সময়ে সময়ে তাহাদের সহিত বাহ্য আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থাকিতেন, কিন্তু যে দিবস হইতে শুকপক্ষী তাঁহার সমাচার লইয়া জানআলমের উদ্দেশে যাইয়াছে,

সেই দিন হইতে তাঁহার এরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে যে, তিনি কিছুতেই আর প্রকৃতিস্থা হইতে পারিতেছেন না। সাহাজাদী মনের আবেগে সময়ে সময়ে যে বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া শুকপক্ষীর সহিত কথাবার্ত্তায় কালক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই তরুতলে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং একদৃষ্টিতে এক মনে শুকের আগমন প্রতীক্ষায় থাকিতেন। শুকের অদর্শনে তাঁহার চিত্ত উত্তরোত্তর ব্যথিত হইতেছিল।

মেহেরনিগারের সকল আশা ভরসা ঘুচিয়া গিয়াছে, পতি-প্রাণা পতির সহিত মিলিত হইয়া যে মনের আনন্দে কাল-যাপন করিবেন, সে আশালতা তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র হইতে চিরতরে নির্ম্মূলিতা হইয়াছে। এক্ষণে কি উপায়ে সতী আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন, লম্পট সওদাগরের কলুষিত হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, অভাগিনী সেই উপায় উদ্ভাবনে একাগ্র হইয়া প্রিয় তরুতলে উপবিষ্টা হইয়া এক মনে ভাবিতেছেন। অবিরল ধারে তাঁহার নয়নযুগল হইতে বারিধারা বর্ষিত হইতেছে। ইতিমধ্যে শুকপক্ষী নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মেহেরনিগারকে নয়নজলে ভাসিতে দেখিয়া সাদর সম্ভাষণে বলিল, "সাহাজাদি! আর রোদন করিতে হইবে না, আপনার দুঃখের দিন শেষ হইয়াছে, যাহার বিরহানলে দগ্ধ বিদগ্ধ চিত্তে এত দিন ক্ষেপণ করিতেছিলেন, সেই জানআলম আঞ্জামানআরা সহ অদূরে ব্যাকুলচিত্তে তোমার দর্শন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছেন।" যূথভ্রষ্টা হরিণী যেরূপ উৎসুক চিত্তে সঙ্গিনীর আগমন প্রতীক্ষা করে, সাহাজাদী সেইরূপ ব্যাকুলচিত্তে শুকের দর্শন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে

তাহার মুখে সপত্নী ও জানআলমের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে তিনি হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে শুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পক্ষী তদ্দণ্ডে মেহেরনিগারের সমীপবর্ত্তী হইলে, সাহাজাদী তাহাকে সাদরে বক্ষস্থলে লইয়া ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন এবং পরক্ষণে জানআলম ও আঞ্জামানআরার উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন।

এদিকে সাহাজাদা ও সাহাজাদী মেহেরনিগারের কুসুম কাননে উপস্থিত হইয়াই স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। অনতি-বিলম্বে তাঁহাদিগের সহিত মেহেরনিগারের সাক্ষাৎ হইল। বহু কালের পর, পরস্পর মিলনে, তিন জনেরই চক্ষে আনন্দ-অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মেহেরনিগার ও আঞ্জামান-আরা উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া মনের আবেগে কত কথাই কহিতে লাগিলেন। মেহেরনিগারের চিত্তবিনোদন জন্য সওদাগর সকল প্রকার ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এতাবৎকাল মনস্তাপানলে জ্বলিতেছিলেন, এজন্য তৌর্য্যত্রিক বিলাসবিভোগ আমোদ প্রমোদ কিছুই তাঁহার ভাল লাগিত না। কিন্তু যাঁহার জন্য তিনি এত কষ্ট-ভোগ করিতেছিলেন, এতদিনে বিধাতা তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন, সেই প্রিয়জন সঙ্গে মিলিত হইয়া-ছেন! বহুকালের পর হারানিধি ফিরিয়া পাইয়াছেন। এক্ষণে সাহাজাদী প্রণয়ীপার্শ্বে রহিয়াছেন, তাঁহার দুর্দ্দিন ঘুচিয়া সুদিনের উদয় হইয়াছে। মেহেরনিগারের হৃদয়ক্ষেত্র আনন্দে আপ্লুত হইল। সাহাজাদী সম্মুখস্থ পরিচারিকা দ্বারা অবিলম্বে নৃত্য গীতের আদেশ করিলেন। কর্ত্তৃ ঠাকুরাণীর

আদেশমত তদ্দণ্ডে নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। মেহেরনিগার সোহাগভরে আঞ্জামানআরা ও জানআলমকে সঙ্গে লইয়া প্রমোদগৃহে উপনীত হইয়া মনের আনন্দে আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মেহেরনিগারের গৃহে সওদাগর ব্যতীত পর পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল; সহসা রূপবতী যুবতী সহ জনৈক যুবকের এরূপ আবির্ভাবে পরিচারিকা বা রক্ষকমণ্ডলী সকলেই সন্দিগ্ধ হইল। এ সংবাদ সওদাগরের কর্ণগোচর না করিলে, সকলেই ধনে প্রাণে মারা যাইবে ভাবিয়া, অবিলম্বে দুই একজন রক্ষক সওদাগর সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাযথ বর্ণন করিল। কামান্ধ সওদাগর মেহেরনিগারের অতুলনীয় রূপজালে এককালে আবদ্ধ হইয়াছিল, প্রণয়িনীর কথামত এতাবৎকাল নির্দ্দিষ্ট দিনের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। এক্ষণে প্রহরীর মুখে মেহেরনিগারের এবম্বিধ অবৈধ আচরণের কথা শুনিয়া এককালে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল এবং ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে বহুসংখ্যক সুসজ্জিত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত প্রতিফল দিবার উদ্দেশে মেহেরনিগারের গৃহাভিমুখে পাঠাইল।

মেহেরনিগার জানআলম ও আঞ্জামানআরার সহিত সম্মিলিতা হইয়া নিজ অবস্থা এককালে বিস্মৃতা হইয়াছিলেন। তিনি যে বন্দিনীভাবে ছিলেন, সে কথা আদৌ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই। এক্ষণে সহসা সৈন্য কোলাহল শ্রবণে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল, কিন্তু যে ভাবে পূর্ব্বে তাঁহার দিনাতিপাত হইয়াছে, এক্ষণে সম্মুখীন বিপদে

পতিতা হইয়াও তাঁহার হৃদয়ে সে ভাবের লেশমাত্র উদিত হইল না। তিনি সস্মিতমুখে পতির প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই অধোমুখিন হইলেন। ঘটনাচক্রে জান-আলম পুনঃ পুনঃ বিপদ্‌জালে নিপতিত হইয়াছেন; সম্মুখে সৈন্যব্যূহ দর্শন করিয়াও তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তিনি সোৎসাহে প্রণয়িনী যুগলকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। সৈন্যদল জানআলমের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সকলেই সাহাজাদার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাঁহার নিধন সাধন দূরে থাকুক, প্রত্যেকেই তাঁহার পরিচর্য্যায় নিয়োজিত হইল। মেহেরনিগারের পরি-চারিকা ও প্রহরীবর্গ এরূপ অসম্ভব দৃশ্য দেখিয়া সকলেই ক্ষণ-কাল স্তম্ভিতভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সওদাগর মেহেরনিগার সমীপে সৈন্যসামন্ত পাঠাইয়া নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করিতে পারিল না, অবিলম্বে শশব্যস্তে অন্যান্য সৈন্য লইয়া ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জানআলম এতাবৎকাল প্রশান্ত চিত্তে কালাতিপাত করিতেছিলেন। সশস্ত্র সেনাদলের আগ-মনে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হন নাই, এক্ষণে সৈন্যদল পরিবৃত হইয়া স্বয়ং সওদাগরকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তিনি অবিলম্বে মেহেরনিগারের পিতৃপ্রদত্ত কাষ্ঠফলক হস্তে লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দণ্ডে অগণন সেনামণ্ডলী তথায় আবি-র্ভূত হইয়া সাহাজাদার আজ্ঞাপেক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। দুর্ম্মতি সওদাগর জানআলম যে দৈবশক্তির প্রভাবে এরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার বিন্দুমাত্রও

জানিতে না পারিয়া সাহাজাদাকে লক্ষ্য করিয়া বিবিধ শ্রুতি-কটু কঠোরবাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিল। জানআলম সওদাগর কর্ত্তৃক এরূপ ভর্ৎসিত হইয়াও তাহার কথায় আদৌ দ্বিরুক্তি করিলেন না, অধিকন্তু মৃদুভাবে মিষ্টালাপে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে সযত্ন হইলেন। কিন্তু সওদাগর জানআলমের এরূপ প্রবোধবাক্যে অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, আদেশ মাত্র সওদাগরের সৈন্যসামন্ত বিপক্ষের প্রতি অস্ত্র সঞ্চালন করিল। কিন্তু বহুক্ষণ যুদ্ধে তাহারা একে একে সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইল। অথচ জানআলম, আঞ্জামানআরা ও মেহেরনিগারের অঙ্গে অস্ত্রের স্পর্শ মাত্রও লাগিল না। তুমুল যুদ্ধের পর সওদাগর আপনাকে হীনবল জানিয়া সাহাজাদার শরণাগত হইল। জানআলম সওদাগরের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তিভাব প্রকাশ না করিয়া, পূর্ব্বমত সাদর সম্ভাষণে তাহাকে প্রীত করিলেন। সওদাগর নিজ অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, জানুপাতিয়া পুনঃ পুনঃ জানআলমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সাহাজাদা বিনীত বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন। তৎপরে সওদাগর প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ মহাভোজের আয়োজন করিল। সস্ত্রীক জানআলম সওদাগরের সহিত মিলিত হইয়া আমোদ প্রমোদে প্রীতিভোজ সমাপ্ত করিলেন।

সাহাজাদা বহুকাল বিদেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করিয়াছেন; এক্ষণে স্বদেশে প্রত্যাগমন জন্য তাঁহার মন একান্ত ব্যস্ত হইয়াছে। পথিমধ্যে দৈব বিড়ম্বনায় কতবার বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু একমাত্র ভগবানের কৃপাদৃষ্টিতে বারে বারে সকল প্রকার বিপজ্জাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, এক্ষণে

তাঁহার সকল আশাই পূর্ণ হইয়াছে। তিনি বহুকষ্টে বহুযন্ত্রণার প্রণয়িনী আঞ্জামানআরা ও মেহেরনিগারের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রিয়সহচর শুকপক্ষী সঙ্গের সাথী মিলিয়াছে। তিনি সওদাগরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কারণ ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সওদাগর তাঁহার উদার প্রকৃতি ও বদান্যতায় এরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিল যে, কোনক্রমেই তাঁহাকে বিদায় প্রদানে স্বীকৃত হইল না। অথচ তাঁহার উপরে তাহার কর্তৃত্ব করিবার অধিকার নাই। যেহেতু জানআলম তাহাকে অভয়প্রদান করিলেও সওদাগর তাঁহার নিকট বিজিত। এক্ষণে প্রতিকার্য্যেই সওদাগর সাহাজাদার আজ্ঞানুবর্ত্তী, তথাচ জানআলমকে সাদর সম্ভাষণে তথায় অপেক্ষার জন্য অনুরোধ করিতে কোন অংশেই ক্রটী করিল না। যে মেহেরনিগারের পাণিগ্রহণ জন্য সওদাগর এতকাল উদ্বিগ্নচিত্তে কালাতিপাত করিতেছিল, এক্ষণে সেই রমণীকে সাহাজাদার অঙ্কশোভিনী জানিয়া বণিক তাঁহার প্রতি ভিন্ন নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। বাদ বিসম্বাদ প্রীতিতে পরিণত হইল।

গৃহে প্রত্যাগমন কারণ জানআলম বিচলিত হইয়াছেন, সওদাগরের প্রবোধবাক্যে যদিও আর একদিন তথায় আমোদ প্রমোদে কাটাইলেন বটে, কিন্তু পরদিবস প্রত্যুষেই তিনি স্বদেশ যাত্রার উদ্যোগী হইলেন, সওদাগরকে যথাযথ অভিবাদনপূর্ব্বক জানআলম আঞ্জামানআরা ও মেহেরনিগার সহ যাত্রা করিলেন। চির অনুচর শুকপক্ষী পক্ষভরে উড্ডীন হইয়া তাঁহাদের সঙ্গের সাথী হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

জানআলম গৃহ হইতে অগণন সৈন্যসামন্ত সহ বিদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে বিড়ম্বনা প্রযুক্ত অনুচরগণের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইয়া ছিল। কিন্তু সৈন্যদল সাহাজাদার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার কোন সন্ধান না পাইয়া যেখানে তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ রহিত হইয়াছিল, এতাবৎকাল ব্যাকুলচিত্তে সেই স্থানে তাঁহার দর্শন আশয়ে অপেক্ষা করিতেছিল। স্বদেশ প্রত্যাগমন কালে সস্ত্রীক জানআলম স্বীয় সৈন্যদলকে দেখিতে পাইয়া সাদর সম্ভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাহারাও বহুকালের পর বাদশাহপুত্রকে নয়নগোচর করিয়া মহাকোলাহলে তাঁহার অভিবাদন করিল। অভিনব আনন্দে সকলের হৃদয় পূরিল, ক্ষণে ক্ষণে উচ্চ হাস্যরোলে ভুবন গগন প্রতিধ্বনিত হইল। অনুচরবর্গের সমাগমে জানআলম আনন্দভোজের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার আদেশমাত্র অগণন ব্যক্তি উৎসবের আয়োজনে নিযুক্ত হইল; আহারাদির পর সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিয়া, সাহাজাদা সৈন্যসামন্তসহ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে এক সুবিস্তৃত প্রান্তর, প্রান্তরের সন্নিধানেই নানাবর্ণের বৃক্ষলতাদি পরিপূর্ণ মনোহর এক উদ্যান। জানআলম লোকজনসহ সেই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব্ব তরুরাজির বিচিত্র শোভা সন্দর্শনে বিমোহিত হইলেন। স্বভাবের শোভা দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়-গতির পরিবর্ত্তন হইল। তিনি তথায় পুনরায় আনন্দ ভোজের ব্যবস্থা

করিলেন আনন্দে আনন্দ উথলিল। আদেশমাত্র আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন হইল।

এদিকে আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত হইতেছে, অকস্মাৎ নিদারুণ শীতে সকলেই জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। সাহাজাদা আনন্দ ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছেন, মদ্য মাংসের প্রচুর পরিমাণে আয়োজন হইয়াছে। [illegible] মানআরা ও মেহেরানগারের সহিত একত্র মিলিত হইয়া [illegible]নি আমোদ উৎসবে কালযাপনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ প্রচণ্ড শীতের সঞ্চারে তাহার সে উৎসবের ব্যাঘাত ঘটিল। শীতের প্রকোপ এতই বৃদ্ধি পাইল যে, সে ব্যক্তি যেভাবে বসিয়া ছিল, তাহাকে সেই ভাবেই থাকিতে হইল। হস্ত প্রসারিত করিলে তাহা আর সঙ্কুচিত হয় না! এইরূপে কেহ পা ছড়াইয়া, কেহ বা মুখব্যাদন করিয়া নিস্পন্দভাবে থাকিল! কাহারও মুখের কথা নিঃসৃত হইবার উপায় রহিল না! সন্ধ্যার সমাগমে তথায় শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে যতই রজনী গভীরা হইতে লাগিল, উত্তরোত্তর শীতের প্রকাশ ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সকলেই মনে মনে স্থির জানিল যে, অদ্য রজনী প্রাণরক্ষার আর কোন সম্ভাবনা নাই।

সংসারে স্থায়ী কিছুই নহে, দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ। আনন্দ বিষাদ, সম্পদ্ বিপদ্, একে একে পর্য্যায়ক্রমে এ অনিত্যের দেশে নিত্য ঘটিয়া থাকে। দুর্দ্দিনের পর সূর্য্যোদয়, অন্ধকারের পর আলোক অবধারিত রহিয়াছে! দেখিতে দেখিতে ঊষারাণী মর্ত্ত্যধামে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে অরুণদেবের দিব্যকান্তি পূর্ব্বাকাশে বিক্ষিপ্ত হইল, রজনীর তমসাও ক্রমে

ক্রমে হ্রাস হইয়া দিবালোক প্রকাশ পাইল। সাহাজাদা সদলে এতক্ষণ আপনাদের নিধন আশঙ্কাতেই নিমগ্ন ছিলেন। এক্ষণে সূর্য্যতাপে প্রাণরক্ষার উপায় হইল ভাবিয়া, মনে মনে আশ্বস্ত হইলেন। দীপ্তভাবে দিবাকর প্রকাশিত হইলেন, শীতের প্রতাপ হ্রাস হইয়া আসিল। জানআলম এক্ষণে আমোদ প্রমোদে উদ্যোগী হইলেন। সুরাপাত্র হইতে অবিরল স্রোতে মদিরা ঢালা হইতে লাগিল। কাচপাত্র হইতে সুরাদেবীর চর্ম্মপাত্রে অধিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই উপাসকদিগের বিকৃতভাব হইল। একে একে সকলেই সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িল। কথায় কথায় জানআলমের সহিত আঞ্জামানআরার বাক্‌বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়, উভয়েই জ্ঞানহারা হইয়াছেন, কোন্ কথায় কি উত্তর দিতেছেন, তাহার কিছুই স্থির নাই। অথচ উভয়েরই ক্রমে ক্রোধের উদ্রেক হইল। সাহাজাদা কলহসূত্রে নারী জাতিকে এক-কালে অবিশ্বাসিনী বলিয়া উঠিলেন। সাহাজাদীর প্রাণে একথা সহ্য হইল না, তিনি পতির কথায় প্রত্যুত্তর দিলেন। যে আঞ্জামানআরার কারণ, জানআলম এত কষ্ট এত দুঃখভোগ করিয়াছেন, এক্ষণে বিবাদসূত্রে তাঁহার সহিত চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা হইল। শুকপক্ষী আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিতেছিল। এক্ষণে উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া, কাতর নম্রবচনে জানআলমকে বলিল, "সাহাজাদা! আপনি কি করিতেছেন? যাহার কারণ এত দুঃখ পাইলেন, যাহার অপরূপ রূপলাবণ্যে আপনি বিমোহিত, আজি কিনা তাঁহার সহিত বৃথা এরূপ বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? ইহাতে আপনার দোষ নাই, মদিরা আপনার চৈতন্য লোপ করিয়াছে। আমার অনুরোধ, এই দণ্ডে মদিরা

পান হইতে নিবৃত্ত হউন, নতুবা এক্ষণে খণ্ড প্রলয় উপস্থিত হইবে।” শুকমুখে এরূপ উপদেশ বাক্য শুনিয়া সাহাজাদার কথঞ্চিৎ জ্ঞান হইল। তিনি পাত্রস্থ মদিরা পান না করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই আঞ্জামানআরা সাহাজাদার সম্মুখ হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরাল হইয়াছিলেন। শুক নানা সদুপদেশে* তাঁহার চৈতন্যের সঞ্চার করিল।

তোতার কথা শুনিয়া জানআলমের চৈতন্য উদয় হইল, তিনি এতক্ষণ বাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হইয়া আঞ্জামানআরার বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন। কথায় কথায় পরস্পরে মহাবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু পক্ষীর কথায় উভয়েই প্রকৃতিস্থ হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই সুরাপাত্র তাঁহাদের নিকট হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। এক্ষণে উভয়ে কিঞ্চিৎকাল নীরবে বসিয়া থাকায় দুইজনেরই উগ্রমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে শান্তভাবের আবির্ভাব হইল। পতি পত্নী পুনর্ব্বার প্রেমালাপে সংযত হইলেন। লাঞ্ছনা, তিরস্কার অচিরে আনন্দ ও হাস্যে পরিণত হইল। উদ্বেগ অসন্তোষ ঘুচিয়া গেল।

---

* মুফ্‌তি ও কার্জী সংক্রান্ত একটী জ্ঞানপ্রদ আখ্যায়িকা এই স্থলে বর্ণিত আছে, আমরা সেই গল্পটা দরিদ্ররঞ্জন ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছি বলিয়া এখানে বাদ দেওয়া হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জানআলম অদ্য স্বরাজ্যে পৌঁছিবেন, বহুকালের পর তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে পূজনীয় জনক জননী, পতিপ্রাণা মাহতেলাৎ, আত্মীয় স্বজন কাহার কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তিনি তাহার কিছুমাত্রও অবগত নহেন। যে পিতা মাতার তিনি একমাত্র নয়নের মণি, যাঁহারা তাঁহাকে ক্ষণেক অদর্শনে জগৎ শূন্যপ্রায় দেখিতেন, সেই স্নেহের আধার গুরুজনের সহিত তাঁহার বহুকালাবধি দেখা সাক্ষাৎ নাই! পৌর ও জনপদবর্গ সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরাগ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিত, তিনি সকলের প্রীতিভাজন ছিলেন; কিন্তু একমাত্র অপরূপ রূপলাবণ্য সম্পন্না রমণীর অনুসন্ধানে উদ্যোগী হইয়া তিনি সকলের সহিত মায়া দয়া ও স্নেহের কোমলপাশ ছেদ করিয়াছিলেন; এক্ষণে যতই গৃহাভিমুখী হইতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর গত ঘটনাবলী একে একে সমস্তই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল।

দিনমণির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জানআলম সদলবলে খোতনরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যে সকল সৈন্যসামন্ত সাহাজাদার বিদেশযাত্রাকালে অনুগামী হইয়াছিল, তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। যুগ যুগান্তর পরে তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হইতেছে। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ মহোৎসাহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া এককালে নক্ষত্রবেগে ধাবিত হইল।

খোতনরাজ্যে প্রবেশ করিয়াই জানআলম বুঝিতে পারিলেন

যে, বৃদ্ধ বাদশাহ শোকতাপে জর্জ্জরিত হইয়াছেন। রাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্য দিনে দিনে হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে; তিনি সেই বিশৃঙ্খলা দর্শনে মনে মনে অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু মুখে কোন দুঃখ ভাব ব্যক্ত না করিয়া, এককালে প্রীতিনিকেতন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তদ্দণ্ডে অনুচরবর্গ তাঁহার অনুগামী হইল।

বহুকাল প্রবাসের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, আত্মীয় স্বজন কে কেমন আছেন, তাহার কোন স্থিরতা নাই; অধিকন্তু সঙ্গে বিদেশীয় বহু লোকের সমাগম, জানআলম অকস্মাৎ পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতে কোনক্রমেই সাহসী হইলেন না। তিনি প্রায় একক্রোশ অন্তরে থাকিয়া, সেই স্থানে শিবির সংস্থাপনের আদেশ করিলেন। সাহাজাদার আজ্ঞানুসারে সৈন্যগণের গতিরোধ হইল, তদ্দণ্ডে তথায় তাঁবু পড়িল, মহাকোলাহলের বিকট শব্দে রাজ্য প্রতিধ্বনিত হইল।

এদিকে প্রান্তরে সৈন্য সমাগম দর্শনে উৎকণ্ঠিতচিত্তে সহর কোতওয়াল সচীবপ্রধানের নিকট উপস্থিত হইয়া সম্মুখীন বিপদের কথা জ্ঞাপন করিল। বাদশাহের রাজ্যের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি না থাকায়, রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। বৃদ্ধ মন্ত্রী একাকী রাজ্যের সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা করেন, কিন্তু তাহাতে সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। অধিকন্তু তিনিও দিনে দিনে বাদশাহের সহিত বয়োবৃদ্ধ হইয়াছেন। তবে যাহা না করিলে নয়, অগত্যা করিতে হয়। নগরপাল প্রমুখাৎ আততায়ীর সম্বাদ পাইয়া তিনি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে বাদশাহ-সমীপে উপনীত হইলেন। বাদশাহ পুত্ররত্নে যেদিন বঞ্চিত হইয়াছেন, সেইদিন হইতেই সিংহাসন তাঁহার পক্ষে মৃত্যুশয্যা।

হইয়াছে, সেইদিন হইতেই প্রজাপুঞ্জের শাসন পালন কোন দিকেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, তিনি সভাসদ ও পারিষদ-বর্গপূর্ণ সভামণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে নিরালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যভোগ আহার বিহার সকল বিষয়েই তিনি আসক্তি ও স্পৃহাহীন হইয়াছিলেন। তিনি জীবন্মৃত ভাবে ম্রিয়মাণ অবস্থায় দিনযাপন করিতে-ছিলেন। মন্ত্রীমুখে সবিশেষ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বাদশাহের কোন বিকৃতভাব পরিলক্ষিত হইল না। অধিকন্তু তিনি সচীবকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন, "ভাই! আর কেন? বিষয় ভোগ বাসনা আমার পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যাহাকে লইয়া সংসার, সেই যখন নিদয় হইয়া ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন আর এ প্রেতপুরীতে বাসের প্রয়োজন কি? যেদিন জ্ঞানআলম আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সেইদিন হইতেই আমি সংসারের সকল সুখে চিরদিনের মত জলাঞ্জলি দিয়াছি। এ মায়া বন্ধনে জড়িত হইয়া থাকিতে আর প্রবৃত্তি নাই, এক মাত্র তোমার অনুরোধ ও আকিঞ্চনে এ বৃদ্ধ বয়সেও আমাকে সংসার বন্ধনে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে। বাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন নাই, অনর্থক নরহত্যায় আর পাপের স্রোত বৃদ্ধি করিব কেন? যাও, এই দণ্ডে যাও, যিনি সৈন্যসামন্ত লইয়া আমাদের পুরী অধিকার জন্য আগমন করিয়াছেন, তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে প্রাসাদে লইয়া এস, বিনা যুদ্ধে তিনি রাজ্যধন সমস্ত গ্রহণ করুন; আমি পর্ণকুটীরে ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিব।"

বাদশাহের বিলাপপূর্ণ বাক্যশ্রবণে মন্ত্রিবর নয়নজলে

ভাসিতে লাগিলেন, তিনি শোকাবেগে এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহার মুখ হইতে একটী কথাও নিঃসৃত হইল না। তৎপরে প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বাদশাহের নিকট যথাযথ অভিবাদনপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বাদশাহ ফিরোজবক্তের দিবারাত্র বিলাপই সার হইয়াছে, পুত্র শোকে তাঁহার ও বেগমের শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। উভয়ের নয়নযুগল হইতে অবিরত বারিধারা বর্ষিত হইয়া এক-কালে দৃষ্টিশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন; উপস্থিতে অন্য নৃমণি আসিয়া তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইবে, তাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া পথের কাঙ্গাল হইবেন। শত সহস্র লোকের শাসনকর্ত্তা হইয়া তাঁহাদিগকে পরের অধীন হইতে হইবে। এ সকল সম্মুখীন বিপদের প্রতি তাঁহাদের আদৌ লক্ষ্য নাই, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে মৃত্যুর শুভাগমন প্রতীক্ষায় যেন বসিয়া রহিয়াছেন। যত শীঘ্র তাঁহারা ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিতে পারিলেই, আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। আত্মহত্যা মহাপাপ ভাবিয়াই উভয়ে কষ্টে জীবনধারণ করিতেছেন মাত্র।

এদিকে মন্ত্রীবর জানআলমের শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক সমারোহের আড়ম্বর দর্শনে হতবুদ্ধি প্রায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি যতই অগ্রসর হইলেন, উত্তরোত্তর শোভা সৌন্দর্য্যের ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। জানআলম রত্নাসনে আসীন হইয়া প্রণয়িনী যুগলসহ আমোদ প্রমোদে যাপন করিতেছেন, এমন সময়ে সচীব প্রধান সভয়ে তৎসমীপে

উপনীত হইলেন। সাহাজাদা বহুকালের পর বৃদ্ধ মন্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে সাদর সম্ভাষণে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তিনিও সাহাজাদাকে পাইয়া তাঁহাকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে বেষ্টন করিলেন। উভয়েরই অন্তর আনন্দ উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইল, নয়নযুগল হইতে দরদরধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। জানআলম সর্ব্বাগ্রে মন্ত্রীর সবিশেষ কুশল সংবাদ লইয়াই সোৎফুল্লচিত্তে পিতা মাতার মঙ্গল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ একে একে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিল।

নগরপ্রান্তভাগে শত্রু উপস্থিত হইয়াছে, সুমিষ্ট কথায় বিনয় নম্রবচনে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে আসিয়া সচীব প্রধান হারানিধির সন্ধান পাইলেন। বাল্যে যাহাকে কত লালন পালন করিয়াছেন; যাহার পাঠদশায়, বিবাহকালে কত আনন্দে মন্ত্রীর দিন কাটিয়াছে, তাহার সাক্ষাতে একে একে সমস্ত ঘটনা-বলী বৃদ্ধের স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল। তিনি হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বাদশাহপুত্রের প্রশ্নের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিলেন। পিতা মাতার শোচনায় অবস্থা শুনিয়া জানআলমের প্রাণ ব্যথিত হইল। তাহার নিজ কর্ম্মদোষেই তাঁহারা পরিণামে এরূপ কষ্ট পাইয়া-ছেন, তিনিই গুরুজনদিগের দুঃখের একমাত্র কারণ, জানআলম মনে মনে এইরূপ যতই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাহার প্রাণ ব্যথিত হইতে লাগিল। ক্ষণেকের বিলম্ব তখন তাঁহার অসহ্য হইল; মন্ত্রিবরের সহিত পিতা মাতার চরণদর্শনে অগ্রসর হইলেন।

পথিমধ্যে যাইতে যাইতে একে একে মন্ত্রিবর জানআলমকে

তোরণদ্বার, সিংহদ্বার, নহবৎখানা ও পান্থনিবাস প্রভৃতি সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন। জানআলম রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াই পদে পদে রাজ্যের হতশ্রীভাব লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রগামী হইতেছিলেন। সচিববর যতই তাঁহাকে পুরাতন কীর্ত্তিগুলি দেখাইলেন, ততই তাঁহার হৃদয়তল ব্যথিত হইতে লাগিল।

সাহাজাদা প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বাগ্রে দরবারে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, তথায় শূন্য সিংহাসন পড়িয়া রহিয়াছে ও পারিষদবর্গও তথায় উপস্থিত নাই। রাজদণ্ড, ছত্র ও চামর প্রভৃতির আর সে শ্রী নাই। তিনি রাজসভার সেই হতশ্রী দেখিয়া সমধিক বিচলিত হইলেন এবং ব্যাকুল অন্তঃকরণে এককালে অন্তঃপুরে পৌঁছিয়া পিতা ও মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। সস্ত্রীক ফিরোজবক্ত আততায়ীর আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন; তাঁহারা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, বিনা বাক্যব্যয়ে রাজ্যধনসিংহাসন সমস্তই শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়া, প্রজাপুঞ্জের ও জনসাধারণের মঙ্গল কামনা করিবেন এবং যাহাতে বিন্দুমাত্র রক্তপাত ব্যতিরেকে নির্ব্বিঘ্নে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারই ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করিবেন। সহসা জানআলম তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া পরমভক্তিভরে অভিবাদন করিলে, বাদশাহ সবিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ হইতে একটীও কথা নিঃসৃত হইল না। পিতার মৌনভাব দেখিয়া সাহাজাদা সমধিক কাতর হইলেন। "বাবা বাবা" বলিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন। ফিরোজবক্ত এতাবৎকাল পুত্রহারা হইয়া শূন্যপ্রাণে অন্ধাবস্থায়

কালযাপন করিতেছিলেন। এক্ষণে জানআলমের সুমধুর পিতৃ শব্দ শ্রবণে তিনি দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা লাভ করিলেন। বহুকালের পর তাঁহার নয়নের মণি, জীবনের সার সামগ্রী, জানআলম গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন। বাদশাহপত্নী পতিপার্শ্বেই উপবিষ্টা ছিলেন, তিনিও পুত্রের চন্দ্রবদন দর্শনে জীবনসার্থক করিলেন। তাঁহারও স্বামীর সহিত চক্ষু ও কর্ণের বিকৃতভাব হইয়াছিল। পুত্রমুখ দর্শনে এক্ষণে সেভাব দূর হইয়া গেল। সস্ত্রীক খোতনাধিপতি ইহাই স্থির জানিয়া ছিলেন যে, ইহজন্মে জানআলমের সহিত আর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না। এক্ষণে পুত্রকে পাইয়া উভয়ে আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন; সে প্রীতির আর বিরাম রহিল না। মন্ত্রিবর অবিলম্বে রাজপ্রাসাদ সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে অট্টালিকার শোভা সৌন্দর্য্য পূর্ব্ববৎ হইয়া উঠিল, পথ ঘাট অবিলম্বে নূতন শোভা ধারণ করিল।

পুত্র মুখে সকল সংবাদ অবগত হইয়া বাদশাহ ও বেগম উভয়েই নববধূমাতাদ্বয়ের দর্শনজন্য সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। বাদশাহ বৃদ্ধাবস্থায় জরাগ্রস্ত হইয়া শোকে তাপে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু পুত্রের সাক্ষাতে ক্ষণেকের মধ্যে তিনি যেন নবযৌবন লাভ করিলেন। এতাবৎকাল তিনি উদ্যম ও লক্ষ্যবিহীন হইয়া ক্ষুণ্নমনে পরিতাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সে ভাব অন্তর্হিত হইল; তিনি অবিলম্বে স্বয়ং অশ্বারোহীকে ডাকাইয়া সুসজ্জিত দুইটী অশ্ব লইয়া উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন এবং পিতা পুত্রে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক জানআলমের শিবির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সাহাজাদা, মন্ত্রীর সহিত শিবির হইতে বহির্গত হইয়া বাদশাহ-সহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আঞ্জামানআরা ও মেহেরনিগার অভিনব আনন্দ স্রোতে ভাসিতে ছিলেন; শ্বশুর শাশুড়ীর চরণ যুগলে প্রণাম করিয়া উভয়ে জীবন পবিত্র করিবেন, দুইজনেরই মনে মনে এই আশা বলবতী হইতেছিল; অকস্মাৎ তথায় স্বামীসহ বাদশাহকে সমাগত দেখিয়া অবগুণ্ঠনে উভয়ে উভয়ের মুখ ঢাকিলেন। বাদশাহ বহুমূল্য মণি মাণিক্য উপঢৌকন দিয়া পুত্রবধূদ্বয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন এবং উভয়ের অলৌকিক ভুবনমোহিনী রূপলাবণ্য দর্শনে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। তিনি তথায় অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া প্রতিহারীকে দুইখান তঞ্জাম লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন ও বধূমাতাদ্বয়কে শিবিকা করিয়া এককালে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

সাহাজাদীদ্বয় শ্বশুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর চরণ বন্দনা করিলেন। বেগম পুত্রশোকে আকুলা হইয়া এতাবৎকাল জীবন্মৃতাভাবে কালযাপন করিতে ছিলেন। পুত্র মুখ দেখিয়া তাঁহার বিষাদাচ্ছন্ন হৃদয়ে চন্দ্রিকার স্নিগ্ধ বিমল বিকাশ দেখা দিয়াছিল, এক্ষণে ভুবনমোহিনী বধূমাতাদ্বয়ের মুখচন্দ্র দর্শনে তাঁহার সুখ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল, দরদরধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

আমোদ আহ্লাদে কতক্ষণ কাটিয়া গেল। এদিকে মাহতেলাৎ স্বীয় কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। বহুকালের পর পতির দর্শনলাভ হইয়াছে। কিন্তু গুরুজন সমক্ষে স্বামীর সহিত কোন কথাবার্ত্তা কহিবার সুবিধা

হয় নাই। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া সুখ দুঃখের কথা কহিবেন, একে একে হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিবেন। এই সুদীর্ঘকালে স্বামীর অদর্শনে তাঁহার কত কষ্ট কত দুঃখ হইয়াছে, একে একে সকল কথা তাঁহাকে জানাইবেন। অভাগিনী মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া নিজকক্ষে বসিয়া স্বামীর সাক্ষাৎ কামনা করিতেছেন।

এদিকে আঞ্জামানআরা ও মেহেরনিগার শাশুড়ীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া সপত্নীর সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। মাহতেলাৎ স্বামীর প্রথমা ভার্য্যা, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ না করিলে হয়ত তিনি মনে ব্যথা পাইতে পারেন, তাঁহার মনোবেদনা উপস্থিত হইলে স্বামীর অসুখের কারণ হইতে পারে। স্ত্রীলোকের স্বামীর সুখ চিন্তাই জীবন ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি তাঁহারা পতির সুখবিধানে অভিলাষিণী হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রে সেই সপত্নীর চিত্তবিনোদনে উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য; এই ভাবিয়া উভয়ে আপনাপন পরিচারিকা সহ মাহতেলাতের মহলে উপস্থিত হইলেন। সাহাজাদা-পত্নী পতির বিরহ-বেদনায় একান্ত ব্যাকুল-চিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন। এমন সময়ে এককালে দুই-জন সপত্নী আসিয়া তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মানা হইলেন ও উভয়েই তাঁহাকে প্রীতিভরে অভিবাদন করিলেন। মাহতেলাৎ সপত্নীদ্বয়ের সাক্ষাতে এককালে দুঃখানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু মুখে সে ভাবের কিছুমাত্র বিকাশ করিলেন না। তিনি অন্তরের ব্যথা অন্তরেই চাপিয়া রাখিলেন। বুদ্ধিমতী মেহেরনিগার সপত্নীর মনোভাব অব্যক্ত হইলেও অনুমানে

সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। সরলমতি আঞ্জামানআরা সপত্নীর সে ভাবের প্রতি এককালে লক্ষ্যহীন হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "ভগ্নি! তুমি আমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদরা, তোমার প্রীতিবিধানই আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের ভাল মন্দ সমস্তই তোমার উপর নির্ভর করিতেছে, তুমি আমাদিগকে যেভাবে শিখাইবে, আমরা সেইভাবে শিক্ষিতা হইব।" আঞ্জামানআরার এইরূপ বিনয় বাক্যে মাহতেলাৎ কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইলেন। কিন্তু সপত্নীদ্বয়ের অপরূপ দিব্যকান্তি দর্শনে মনে মনে অবধারিত করিলেন যে, বহুকালের পর স্বামী যদিও গৃহে আসিলেন বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে যে দুই ভুবনমোহিনী যুবতী আসিয়াছেন, ইঁহাদের বর্ত্তমানে আর কি তাঁহার প্রতি স্বামীর আদর যত্ন ও অনুরাগ জন্মিবে? অভাগিনী মাহতেলাৎ মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন; অথচ বিশেষ সতর্কতার সহিত সপত্নীদ্বয়ের আদর অভ্যর্থনার কোন অংশে ত্রুটী করিলেন না। তাঁহারা তিনজনে এই ভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে শুকপক্ষী তথায় উপস্থিত হইল।

জানআলমের বিদেশ ভ্রমণের শুকই কারণ; শুকের সহিত মাহতেলাতের বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হওয়ায় কথায় কথায় শুক তৎসমীপে আঞ্জামানআরার অলৌকিক রূপের কথা উল্লেখ করিয়াছিল, ঘটনাক্রমে এক্ষণে সেই শুক মাহতেলাতের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। পাখী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল এবং মাহতেলাৎকে উদ্দেশ করিয়া কত ঠাট্টা বিদ্রূপ ও পরিহাস করিতে লাগিল। পাখীর আনন্দে মাহতেলাতের প্রাণ শুকাইয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে তিনিই শুকের সহিত বিবাদ

বাধাইয়া ছিলেন এবং তাঁহাপেক্ষা অধিকতর সুন্দরী রমণী নাই বলিয়া আস্ফালন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আঞ্জামানআরা ও মেহেরনিগারকে স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার সে দর্প খর্ব্ব হইয়াছে। শুক অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে এক্ষণে নিজগুণ কীর্ত্তন করিবে, সে গৌরব মাহতেলাতের পক্ষে অসহ্য। বাস্তবিকই শুক একে একে সকল কথা প্রকাশ করিল। মাহতেলাৎ দুই এক-বার ভৎ'সনাবাক্যে তিরস্কারচ্ছলে শুকের মুখবন্ধ করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু অভাগিনীর তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না; তিনি অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া রমণীর একমাত্র সম্বল নয়না-সারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মাহতেলাৎকে রোদন করিতে দেখিয়া আঞ্জামানআরা শশব্যস্তে নানাবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

পাখীর মুখের বিরাম নাই, সে অবিশ্রান্ত মাহতেলাৎকে ত্যক্ত বিরক্ত করিতে লাগিল, সাহাজাদীও পাখীর কথায় জ্ঞানহারা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সপত্নীকে কাঁদিতে দেখিয়া আঞ্জামানআরা ব্যথিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ভগিনি! পাখীর কি জ্ঞান আছে? ও ভাল মন্দ কি বুঝিবে? ভাল, জগতে সুন্দরের যদিই আদর হয়, তাহা কয়দিনের জন্য? সুন্দর গোলাপফুল সকলেরই নয়নাকৃষ্ট করে, কিন্তু সন্ধ্যার ফুল প্রভাতে আর সেরূপ থাকে না। বেলান্তে ঝরিয়া যায়! রূপের গৌরব দুই দিনের জন্য, যাহা স্থায়ী তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাই কর্ত্তব্য; ক্ষণভঙ্গুর জগতে ক্ষণভঙ্গুর দেহের আবার গৌরব কি? পূর্ণ যৌবনে রমণীর রূপমাধুরী প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু যৌবন কয়দিনের জন্য? তুমি বুদ্ধিমতী, সব বুঝিতে

পার, তবে পাখীর কথায় এরূপ বিচঞ্চল হওয়া তোমার মত জ্ঞানবতী রমণীর কদাচ কর্ত্তব্য নয়। আমার কথা শুন, ও সকল কল্পনা ও অসার চিন্তা এককালে মন হইতে বিস্মৃত হও! শুভ-দিনে অশুভ লক্ষণ রোদনের আবশ্যক কি? যাহার জন্য রূপ গৌরব, তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন তৎপ্রতি দৃষ্টি থাকিলেই যথেষ্ট হইল। লোকে গুণেরই আদর করিয়া থাকে, এ সংসারে রূপের আদর কয়দিনের জন্য?" গর্ব্বহীনা আঞ্জামানআরার পুনঃ পুনঃ প্রবোধবাক্যে মাহতেলাৎ কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইলেন, পরে তিনজনে স্বামীসহ মিলিত হইয়া মনের আনন্দে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

ইহসংসার যতই পাপস্রোতে নিমগ্ন হউক না কেন, দুষ্টের ক্ষয় শিষ্টের জয় চিরদিনের জন্য স্থির রহিয়াছে। দিনে দিনে জানআলম একে একে সকল কথাই পিতার গোচর করিলেন, পুত্র প্রমুখাৎ সবিশেষ ঘটনা শ্রবণে খোতনাধিপতির আনন্দের সীমা রহিল না; কিন্তু বিশ্বস্ত সচীব পুত্রের সাক্ষাৎ আর পাইলেন না। যখন প্রকাশ পাইল যে, মন্ত্রীপুত্র সাহাজাদার রূপবতী ভার্য্যার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং সুচতুরা মেহেরনিগারের একমাত্র বুদ্ধি কৌশলে তাহাকে মেষশাবক অবস্থায় এক্ষণে কালযাপন করিতে হইতেছে, এ কথায় সকলেই সাহাজাদা পত্নীর প্রশংসাবাদ ও আঞ্জামানআরার সুদীর্ঘ আয়ুর কামনা করিতে লাগিল, একমাত্র বৃদ্ধ সচিবের মস্তক অবনত হইল! কিন্তু তিনি বাদশাহের পরামর্শদাতা, রাজ্যের শাসন পালন সমস্ত ভারই তাঁহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে,

এরূপ অবস্থায় তিনি পুত্রবৎসল হইলেও তদ্দণ্ডে মেষশাবক-রূপী পুত্রকে সর্ব্বসমক্ষে খণ্ড খণ্ড পূর্ব্বক তাহার মাংস শৃগাল কুক্কুর কাক প্রভৃতি পশু পক্ষীকে খাওয়াইতে অনুমতি দিলেন। সমাগত সকলেই তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করিল।

আঞ্জামানআরা ও মেহেরনিগার মেষশাবকরূপী মন্ত্রীপুত্রকে নয়নের অন্তরাল করিতেন না; তাঁহাদের পাপিষ্ঠের প্রতি চির বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। সকল রহস্য প্রকাশের পর তাহার প্রাণ সংহার করিবেন, সাহাজাদীদ্বয় মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহাদের সে সাধ পূর্ণ হইল! মন্ত্রী-পুত্রের গুণের কথা পুরুষ ও রমণী মহলে একে একে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। অধিক কি, রাজ্যের বালক বালিকাগণও সে কথা জানিতে পারিল। এক্ষণে নগরের [illegible] দুইজন ঘাতুক উক্ত মেষশাবকটী লইয়া হাটের [illegible] স্থলে উপস্থিত হইল। এ সংবাদ ইতিপূর্ব্বেই ঘোষিত হইয়াছিল এজন্য পথ ঘাট মাঠ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। মধ্যাহ্নে ঘাতুকদ্বয় উক্ত মেষশাবক সংহার করিয়া উহার এক এক [illegible] ও মাংসাশী পশু পক্ষীদিগকে প্রদান করিতে লাগিল।

দীপশিখা নির্ব্বাণের পূর্ব্বে যেরূপ একবার সতেজে জ্বলিয়া উঠে, পরক্ষণে এককালে নিস্তেজ হইয়া যায়, বৃদ্ধ ফিরোজবক্ত পুত্র সন্দর্শনে সেইরূপ উৎসাহ সহকারে দুই চারি দিবস সকল কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার আদৌ আসক্তি বা অনুরাগ ছিল না, তজ্জন্য যুবরাজের হস্তে সমস্ত বিষয় কার্য্যের ভার দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত

মনে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিবার অভিপ্রায়ে লোকালয় পরিত্যাগ করিলেন।

জানআলম বয়সে নবীন হইলেও সাংসারিক ঘটনাচক্রে সংসার সম্বন্ধে যে বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সুশৃঙ্খলে রাজ্যপালন ও মনের সুখে স্ত্রীপুত্র লইয়া কালযাপনে তাঁহার কোন ব্যাঘাত ঘটিল না।

উপসংহার।

আজ অনেক দিনের কথা। তখন পৃথিবীর এত বয়স হয় নাই ;—মানবশিশুর এত প্রবীণতা বাড়ে নাই। তাই বুঝি বালকের কথা বৃদ্ধ শুনিত, বৃদ্ধের কথা বালক শুনিত, শুনিয়া আনন্দ পাইত ; শুনিতে ভালবাসিত এমন কি মানুষ, পশু পক্ষীর কথাও বুঝিত এবং পশু পক্ষী পর্য্যন্ত মানুষের দুঃখে কাঁদিত। সেকাল গিয়াছে। এখন গল্পে দাঁড়াইয়াছে। সেই কথা বলিতেছিলাম।

সরল বিশ্বাসে সময়ে সময়ে তাহাতে যে বিষম অনর্থ না ঘটিত, তাহা নহে। সেই মোহবশে হয়ত তাহাকে কোন দারুণ ভ্রমে সুখের সংসার ছাড়িয়া স্বপ্নময় কল্পনাময় কোন অভিনব আশার জন্য কত কানন কান্তার অতিক্রম করিয়া কত বিঘ্ন বিপদে পড়িতে হইত ; পৃথিবীর কত স্থানে কত মায়াপুরীতে কত কুহকিনীর কুহকজালে জড়িত হইতে হইত ; কিন্তু মায়াবী বিজয়ী মহাপুরুষেরও তখন অসদ্ভাব ছিল না। মায়াপুরীতে না মজিয়া, আপনার লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হইয়া বিঘ্নবিনাশনের উপর নির্ভর করিয়া সাধু পুরুষ সাহায্যে মায়া-রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত, কুহকপ্রতাপ ধ্বংস হইয়া যাইত।

সে এককাল ছিল। তখনও যে রূপের মোহ, মোহের মদিরা, মদিরায় মত্ততা, মত্ততায় কর্ত্তব্য বিস্মৃতি, বিস্মৃতিতে বিপদ ছিল না, তাহা নহে। থাকাই স্বাভাবিক ; উহাই সংসারের খেলা। রাজপুত্র হইতে কোটালপুত্র বা সাধারণ লোক সকলেই সময়ে সময়ে উহার অধীন হইত কিন্তু অচিরেই তাহাদের উদ্ধারের জন্য—সেই ভ্রম কুহকজাল অপসারিত করিবার জন্য—ভগবানের আশীর্ব্বাদ মূর্ত্তিমান হইয়া কোথাও

মহাপুরুষরূপে, কোথাও বা সঞ্জীবন মন্ত্র বা মঙ্গলকবজ আকারে, কখনও বা সামান্য পশুপক্ষীস্বরূপে দেখা দিত। তখনও যে মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুরতা ছিল না, তাহা নহে। এমন কি, সেই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য রাজপুত্রকেও সময়ে সময়ে বানরের ন্যায় বনে বনে কষ্ট পাইতে হইত কিন্তু তাহার অবসান অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বাসঘাতকের জয় অসম্ভব।

আর ভুবনমোহিনী নারীরত্ন সংসারে তখন দুর্লভ ছিল না। সৌন্দর্য্য ও সতীত্ব গৌরবে, স্নেহ যত্নে, লজ্জাসরমে জগতে তাঁহারা অতুলনীয়া; যেরূপ অবস্থা যেরূপ ঘটনাচক্রে পতিতা হউন না কেন, অনন্তসাগর বক্ষে একাকিনী অসহায়া বেশ দুরাচারের হস্তগত হউন আর বিজন বন মধ্যে কোন দুর্বৃত্ত দানবের হস্তেই পড়ুন, কোন স্থানেই তাঁহারা পতিপদ বিচ্যুত হন নাই; সতীত্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহাদের হাসিতে পৃথিবী উজ্জ্বল হয়। সেই সরলা সুহাসিনীদিগের হাসিলে মুক্তা, কাঁদিলে মাণিক ঝরা অলিক কথা নহে।

এ সকল কতকালের কথা, কিন্তু আজও বিলুপ্ত হয় নাই—বিলুপ্ত হইবার নহে। সরল বিশ্বাসে মোহভ্রান্ত রাজপুত্র যেরূপ বিবিধ বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া মায়াবিজয়ী রাজা রাজেশ্বররূপে রাজত্ব করিয়াছেন, এইরূপ উপাখ্যানও সেইরূপ সংসারের দারুণ কঠোরতা অবিশ্বাসের মধ্যে শত শত বর্ষ অতিক্রম করিয়া বিশ্বাসমূল অমরপ্রভাবে রাজত্ব করিতেছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

সম্পূর্ণ